ওঁ

বিজ্ঞাপন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী মুদ্রিত হইল। ইহাকে তাঁহার স্বরচিত জীবন চরিতেরই আর এক পৃষ্ঠা বলা যাইতে পারে। স্বভাব-প্রজ্বলিত ধর্ম্মের দীপশিখা দৃঢ়তার সহিত নিজ হৃদয়ে স্থির রাখিয়া তাহা অন্যের হৃদয়ে কি প্রকারে জ্বালিয়া দিবেন তাহারই শত চেষ্টা, পাঠক, ইহার মধ্যে দেখিতে পাইবেন। তাহার জন্য তিনি অর্থকে অর্থজ্ঞান করেন নাই, পরিশ্রমকে পরিশ্রম জ্ঞান করেন নাই, ত্যাগকে ত্যাগ জ্ঞান করেন নাই। আত্মাতে পর-মাত্মার স্বরূপ দর্শন করিয়া তাঁহাতে প্রীতিস্থাপন, জগতের স্বাভাবিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা দর্শন এবং হিন্দু সমাজে যাহাতে কোন প্রকার বিপ্লব উপস্থিত না হয়, তাহার জন্য সাবধানতা অবলম্বন, এই তিনটিই মহর্ষিদেবের জীবনের বিশেষ মহত্ত্বাব ছিল। তিনি যেমন অটনশীল পুরুষ, তেমনই ধ্যানরত ছিলেন। তিনি বলিতেন, "যদি ব্রহ্মকে না পাইলাম, তাঁহার পূজা না করিলাম, তবে ঐশ্বর্য্যের কি প্রয়োজন, সমাজে কি প্রয়োজন? তাঁহাকে পাইয়া যদি এ সব থাকে তবে থাকুক, তাহা পরিত্যাগ করিব না"। আমি বহু বৎসর ধরিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব ও তাঁহার পাদসেবা করিয়া দেখিয়াছি যে, তিনি যেমন অতি উদার ছিলেন, তেমনিই স্ব[illegible]ী ছিলেন। ব্রহ্মের জন্য, ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য তিনি উদার এবং স্বজাতির জন্য তিনি সমাজতন্ত্রী ছিলেন। তিনি তেজীয়ান্ পুরুষ ছিলেন, সে তেজ তাঁহার মুখশ্রী দিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বহির্গত হইত, কিন্তু কখন কাহাকেও উচ্চবাক্যে কথা বলেন নাই। তাঁহার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না,

রাজা হইতে দরিদ্র এবং জ্ঞানী হইতে মূর্খ পর্য্যন্ত সকলকেই তাঁহার চরণে প্রণত হইতে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, যদি তিনি কখন কাহারও উপরে বিরক্ত হইতেন, স্বয়ং সে স্থান হইতে চলিয়া যাইতেন কিন্তু তাহাকে চলিয়া যাইতে বলিতেন না। এই মহাপুরুষের পত্রাবলী অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে পাঠক বিশেষ উপকার লাভ করিবেন মনে করিয়া ইহা আমি সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিলাম। রাজনারায়ণ বাবুর পত্রগুলি তিনি স্বয়ং আমাকে জীবিতাবস্থায় অর্পণ করিয়াছিলেন। বেচারাম বাবুর পত্রগুলি তাঁহার যোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন, মহামান্য কেশব বাবুর পত্রগুলি স্বয়ং মহর্ষিদেব আমাকে দিয়াছিলেন। অন্যান্য পত্রগুলির নকল আমার নিকট ছিল এবং তাঁহারা সকলেই আমাকে ইহা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়া আমার কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। মহামান্য ৺দ্বারকা নাথ ঠাকুরের ও পণ্ডিত মোক্ষমূলার সাহেবের পত্র দুইখানি এখানে প্রকাশ করিবার অর্থ এই যে, তাঁহারা দুইই মহা বিখ্যাত পুরুষ। তাঁহাদের পত্রে গ্রন্থের মর্য্যাদা বৃদ্ধি ও ইহা পাঠকের আমোদজনক হইবে বলিয়াই প্রকাশ করিলাম। প্রথম খানির নকল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু গগণেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে দিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয় খানি আমার নিকটেই ছিল।

পত্রাবলী মুদ্রিত হইল, কিন্তু ইহাতে যে কিছু ভ্রম প্রমাদ দৃষ্ট হইবে তাহার জন্য আমি পাঠকের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। ইহার প্রুফ দর্শনে কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

ওঁ

পত্রাবলী।

শ্রদ্ধা ভাজন রাজ নারায়ণ বসু মহাশয় মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের ধর্ম্ম বন্ধু ছিলেন। তখনকার কালে ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মধ্যে তাঁহার অতুল প্রতিষ্ঠা ছিল। তাঁহার বিদ্যা, বিনয় এবং ধর্ম্মভাব দেখিয়া মহর্ষির অনুরাগ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ১৭৬৭শকে রাজনারায়ণ বাবুকে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং তাঁহাকে উৎসাহী সহযোগী করিয়া লন। তখন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে কিছু ইংরাজী লেখা পড়ার প্রয়োজন ছিল, তাহার ভার মহর্ষিদেব তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কঠাদি উপনিষদের অর্থ মহর্ষি তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন ও রাজনারায়ণ বাবু ইংরাজীতে তাহা অনুবাদ করিতেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে তাহা মুদ্রিত হইত। যদিও তাঁহার সাংসারিক অবস্থা তখন ভাল ছিল না, তথাপি তিনি সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিতেন, তাঁহার হাস্য মুখ সর্ব্বদাই দেখা যাইত। তিনি জীবনের প্রথমার্দ্ধ কাল মেদিনীপুরে এবং শেষার্দ্ধ বৈদ্যনাথ ধামে বাস করিয়া কাটাইয়া গিয়াছেন। কর্ম্মপ্রসঙ্গে মহর্ষিদেব তাঁহাকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন সে সমুদয়ই তিনি অতি যত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কাগচের পুলিন্দার মধ্যে সেই সব পত্র থাকিত এবং বৎসরে একবার করিয়া তিনি তাহা রৌদ্রে দিতেন। সেই সকল পত্রের মধ্যে যাহা এই পত্রাবলীতে প্রকাশ করা উপযুক্ত মনে করিলাম নিম্নে তাহা মুদ্রিত হইল।

গ্রন্থকার।

(১)

ওঁ

কটক ৬চৈত্র ১৭৭২শক

ও গো রাজনারায়ণ বাবু।

তোমাতে আমার প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার। তুমি সেই রাত্রিতে মসার দৌরাত্ম্য জন্য ভাল সুখে নিদ্রা যাইতে পার নাই, আবার তোমার প্রাতঃকালে ঘোর কোয়াশার মধ্যে কেবল একখানি পাতলা চাদর মুড়ি দিয়া সমস্ত অশেষ পথ চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, তাহাতে তোমার যৎপরোনাস্তি ক্লেশ হইয়া থাকিবেক ; কিন্তু তজ্জন্য তোমার যদি শরীরে কোন গ্লানি না হইয়া থাকে তবেই আমি বাঁচি। তোমার শরীর কেমন আছে তাহা আমাকে লিখিবে। সে দিন যে হাঁটনটা হাঁটিয়াছিলে, আবার প্রাতঃকালে একাকী ফিরিয়া যাইবার সময় তো সে হাঁটনটা হাঁট নাই? আমি নির্ব্বিঘ্নে ২চৈত্রে কটকে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। তুমি যেমন একাকী মেদিনীপুরে আছ, আমিও তেমনিই একাকী কটকে আছি। একাকী তো আমরাপ্রায় সর্ব্বদাই থাকি।

"একঃ প্রজায়তে জন্তুরেকএব প্রলীয়তে।
একোনুভুংক্তে সুকৃতমেক এবতু দুষ্কৃতং॥"

যখন সেই সঙ্গের সঙ্গিকে দেখিতে পাই তখনই আমরা আর একাকী থাকি না।

যোগরতো বা ভোগরতো বা
সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তো
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥

(২)

কলিকাতা ২৯ পৌষ ১৭৭৩

* * * *

তোমার ভ্রাতাদিগের কি প্রকার লেখা পড়া হইতেছে? বোধ হয় তোমারই বিদ্যালয়ে তাহারা ভুক্ত হইয়াছে। যে প্রকার তুমি দেখিয়াছ যে, আমি কতক বালককে ব্রাহ্মধর্ম্ম অধ্যাপনা করিতেছি, সেই প্রকার তুমি তোমার ভ্রাতাদিগকে পড়াইলে অনেক উপকার হয়। অপরা বিদ্যার সহিত তাহারদিগকে পরাবিদ্যার উপদেশ দিতে অবহেলা করিবে না। বালক কালই বিদ্যা শিখিবার মুখ্য কাল। যদি বিবেচনা কর ব্রহ্মবিদ্যা অতি কঠিন বিদ্যা, ইহা বালকের শিখিবার উপযুক্ত নহে, তবে পরে ইহার জন্য সন্তাপ করিতে হইবে। যখন মনে নিকৃষ্ট বৃত্তি সকল প্রবল হইবে, কাম ক্রোধাদি বলবান্ হইবে, যখন যৌবনের তরঙ্গ করালমূর্ত্তি ধারণ করিবেক, তখন তাহাতে সেতু বন্ধনের চেষ্টা অবশ্য বিফল হইবে—তখন তাহাতে উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলকে উন্নত করিবার যত্ন অবশ্য বৃথা হইবে। সেই যৌবন কালের পূর্ব্বে, সেই তরঙ্গ উঠিবার পূর্ব্বে সেতু বন্ধন করা আবশ্যক। 'পয়োগতে কিং খলু সেতু বন্ধঃ।' ঈশ্বরেতে প্রীতি-বৃত্তির পোষকতা, ধর্ম্মবৃত্তি সকলের পোষকতা বালককাল অবধি যদি মানব জাতি না পায়, তবে তাহার যে অবস্থা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত, রাজকীয় বিদ্যালয়ের সহস্র সহস্র পূর্ব্বকার ছাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আমার বিবেচনায় ১১।১২ বৎসর অবধি বালককে সহজে সহজে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করা উচিত। আমি এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম বালকদিগকে পড়াইবার যে নিয়ম করিয়াছি তাহা অবশ্য তুমি অবগত আছ। প্রতি রবিবারে অতি প্রত্যুষ হইতে দশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পড়ান হয়; ইহাতে

এখানে ১২।১৩জন ছাত্রের অধ্যাপনা হইতেছে। মন্দ কি? ক্রমে ছাত্র বৃদ্ধি হইবারও সম্ভাবনা আছে। এইক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি, ইহার প্রতি আমার বিশেষ নির্ভর হইয়াছে। কাল গৌণে আমার কোন খেদ নাই; উত্তম পত্তন পাইলেই সুখের হয়। আমি অতি আহ্লাদ পূর্ব্বক অবগত হইলাম যে, তুমি সেখানে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়াছ। সকল বিষয়েরই আরম্ভই 'ছোট্টো খাট্টো', তজ্জন্য নিরাশ হইবে না। *।

---

(৩)

কলিকাতা ৫ আশ্বিন ১৭৭৪

* * * *

ব্রাহ্মধর্ম্মের তাৎপর্য্য দেখিয়া তোমার মন হইতে যে সকল মিষ্ট ভাব উঠিয়াছে তাহা তোমাতেই আছে, তাহা আর অন্যত্র আমি প্রাপ্ত হই না। বিশেষতঃ "প্রাণোহ্যেষঃ" এই শ্রুতিতে যে তাৎপর্য্য অধিক করিয়া দিতে লিখিয়াছ তাহা অমূল্য। পরমেশ্বরেতে যাহার এ প্রকার মনের ভাব নাই তাহাকে কি তাঁহার উপাসক বলা যাইতে পারে? "য এবং বেদ মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্মবর্চ্চসেন মহান্ কীর্ত্ত্যা" "যিনি পরমেশ্বরকে এই প্রকারে জানেন তিনি সন্তান দ্বারা, পশ্বাদি ধন দ্বারা, ব্রহ্মতেজ দ্বারা মহান্ হয়েন এবং কীর্ত্তিদ্বারা মহান্ হয়েন।"

* * * *

আমি যখন দুঃখে থাকি, তখন তোমার সুখে থাকা সংবাদ পাইলে সে দুঃখের অনেক শান্তি হয় এবং মনে হয়, ভাল,, আমি এই

পৃথিবীতে যাহার সুখের জন্য আকাঙ্ক্ষা করি, সে তো ভাল আছে এবং সুখে আছে। তোমার মৈত্রেয়ীকে আমি আমার কন্যা তুল্য দেখি, সে অতি সুশীলা হইয়াছে শুনিয়া তাহার জন্য এবং তোমার জন্য পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। তাহার আত্মা এইক্ষণে ব্রহ্মজ্ঞান জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইলে ব্রহ্মপ্রীতি রসেতে আর্দ্র হইলে যে তাহার কি শোভা হইবে, সে শোভার সহিত কি কোন শোভার তুলনা হইতে পারে? স্বর্ণময় অলঙ্কারে তাহার কি প্রয়োজন? সুন্দর শরীরের মধ্যে যদি মন সুন্দর হয় এবং সেই সুন্দর মন যদি পূর্ণ সুন্দরকে ধারণ করে, তবে সে সৌন্দর্য্যের নিকটে কি অন্য কোন সৌন্দর্য্য লক্ষ্য হয়।

---

(৪)

কলিকাতা ৭মাঘ ১৭৭৪

* * * *

প্রশস্ত সময় পাইলেই তোমার মৈত্রেয়ীকে তুমি উপদেশ দিতে থাকিলে, কালে তিনি অবশ্যই জ্ঞানস্বরূপ নিরাকার ব্রহ্মকে ভাবিতে পারিবেন। তুমি জীবাত্মার উপমার দ্বারা যে পরমাত্মাকে নিরাকার রূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছ, উত্তম উপায় অবলম্বন করিয়াছ। এতদ্ব্যতীত নিরাকার পরমেশ্বরের অদৃশ্য স্বরূপ বুঝাইবার আর কি উত্তম উপায় আছে? * * * ৭পৌষ অবশ্যই শুভদিন, সেই দিবসে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পদ্ধতি প্রথম প্রচলিত হয়। স্বর্ণলতাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম উত্তমরূপে শিখাইতে হইবেক।

(৫)

শিলাইদহ ২৭মাঘ ১৭৭৪

* * * আবার আমি ঘটনা স্রোতে এই কুমার খালি অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছি। আমার আর ভ্রমণের শেষ নাই। এবার আমি যেখানে আছি তাহার সম্মুখে মাঠ, পশ্চাতে মাঠ; উত্তরে মাঠ, দক্ষিণে মাঠ, লোকালয় মাত্র নাই; নির্জ্জনের একশেষ, গ্রাম ও বসতি তাহার বহুদূরে। এইক্ষণে প্রাতঃকাল, চতুর্দ্দিকে পক্ষীর কলরব মাত্র শুনা যাইতেছে। পদ্মানদী হইতে স্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছে এবং শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

স্বর্ণলতা দিন দিন বাড়িতেছেন এবং স্বচ্ছন্দ শরীরে আছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। "মাঙ্গ আজ আওর. কাল আওর, দিন প্রতি আওর আওর।" নূতন আর এক গান প্রস্তুত করিয়াছি, তাহা গত সাম্বৎসরিক সমাজে গীত হইয়াছিল। তাহা এই—ধ্রুবপদ—

যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে।

ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রস পান,

প্রীতি ব্রহ্মে যার সেই জাগে॥

ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন আসনে, রাখিতে তাঁরে পারে; ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, পাপত্যাগ; ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া যাঁর তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম॥ *

(৬)

* * আমি ঢাকায় আসিয়া তোমার পত্র পাইয়া হৃষ্ট হইলাম। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজ সুন্দর মিত্র এখানকার সমাজের প্রাণস্বরূপ এবং অতি ভদ্র লোক। ব্রাহ্ম সমাজে অনেক গুলীন বিশিষ্ট লোক আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দয়াল চন্দ্র শিরোমণিকে তথায় রাখিয়া আইলাম। শিরোমণি অতি উৎকৃষ্ট রূপে উপাসনা প্রণালী পাঠ করিয়া থাকেন এবং গত দিবসের সমাজেও তদ্রূপ পাঠ করিলেন। যদিও এখানকার সমাজ প্রতি বুধবারে হইয়া থাকে তথাপি আমি সে পর্য্যন্ত এখানে থাকিলে প্রত্যাগমনের কাল বিলম্ব হয় এজন্য গত দিবসেই এক অতিরেক সমাজ হইয়াছিল। শিরোমণি মহাশয় দ্বারা উপাসনা কার্য্য সমাধা হইলে শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র বসু এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। সে বক্তৃতা অতি উত্তম হইয়াছিল। তাঁহার মনে যে ঈশ্বর প্রেমরূপ অগ্নি আছে তাহা তাঁহার মুখ হইতে স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পায়। পূর্ব্ব হইতে হরচন্দ্রের স্বভাবও এখন অনেক ভাল হইয়াছে।

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্"

"ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিয়চ্ছতি।"

কিন্তু তাঁহার পান দোষ এখনও সম্যক্‌রূপে যায় নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজ সুন্দর মিত্র তাহার জন্য বিস্তর আক্ষেপ করিলেন। আমি শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র বসুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া তাঁহাকে পান দোষ হইতে আপনার স্বভাবকে নির্ম্মুক্ত করিতে বলিলাম। ইহাতে তিনি আপন দোষ স্বীকার করিয়া ভবিষ্যতের জন্য তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিতে যত্নবান হইলেন। তাঁহার যদি পান দোষ যায়, তবে তাঁহার দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে বিস্তর উপকার হয়। শ্রীযুক্ত ব্রজ-সুন্দর মিত্রকে এবং

হরচন্দ্র বসুকে তোমার নমস্কার জানাইলাম। আমি এখানে রবিবারে আসিয়া পহুঁছিয়াছি। সোমবারে এখানে ব্রাহ্মসমাজ হইল। অদ্য মঙ্গলবার ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যাইতে এই পত্র তোমাকে লিখিলাম। সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন যে প্রকার আমাকে নির্ব্বিঘ্নে ঢাকায় পহুঁছিয়া দিয়াছেন কলিকাতায়ও সেই প্রকার পহুঁছাইয়া দিবেন এবং সংসার সমুদ্র হইতেও সেই প্রকার উত্তীর্ণ করিবেন।

---

(৭)

পলতার বাগান
১২ ভাদ্র ১৭৭৫

তোমার উজ্জ্বল ঈশ্বর প্রেমাভিষিক্ত শান্ত মনের ভাব, উপহার দত্ত বক্তৃতা মধ্যে পাইয়া অমৃত সিক্ত-হইলাম। এমত ভাব আর কোথাও পাই না। যিনি আমাদিগের পরাগতি তাঁহার সহবাসের সুখের দ্বারা মনের অনন্ত আশাকে পূর্ণ করিতে অভিলাষী পাওয়া অতি আশ্চর্য্য। চিত্তমোহেতেই লোক সকল বিমূঢ় হইয়া রহিয়াছে। বিবেক ও শান্তি ও তপস্যা ও সাধুসঙ্গ কোথায়? তুমি আমাকে এই বক্তৃতা যে উপহার দিয়াছ, ইহাতে আমি বহু করিয়া মানিলাম। আমার যে ভক্ত সে কখন বিনাশকে পাইবে না, ইহা মৃত সঞ্জীবনী দৈববাণী। এই বাক্য প্রাপ্ত হইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম। ইহা অতি অমূল্য ধন; ইহার শোধ নাই।

* *।

---

(৮)

পলতার বাগান
১৭ ভাদ্র ১৭৭৫

* তোমার মৈত্রেয়ী ও স্বর্ণলতাকে পূর্ব্বেই এখানে পাঠাইয়া দিয়াছ ; এইক্ষণে তুমি তথায় অরণ্যে বাস করিতেছ। কবে তুমি এখানে আসিতে পারিবে? তোমাদিগের ইস্কুল কবে বন্ধ হইবে? তুমি কত দিন এবার আমারদিগের সঙ্গে এখানে থাকিতে পারিবে। সেই তোমার প্রদত্ত জিলাপি কচুরি লইয়া পাল্‌কিতে আরোহণ করিলাম, ডাক বাঙ্গলা ছাড়িলাম, আর সেই অবধি তোমার সহিত সাক্ষাৎ নাই, এ প্রকার যে ঘটনা হইবে তাহা কে জানে? পলতার বাগানে মনুষ্যের কার্য্য বড় নাই, চতুর্দ্দিকে সকল দেব-কার্য্যই প্রত্যক্ষ হইতেছে। এখানে আমার যে প্রিয় বান্ধবেরা আছেন, তাঁহারা বড় মনুষ্যের বিষয়ে তৎপর নহেন এবং বড় মনুষ্যের ধারও ধারেন না, কেবল এক সেই দেবতার মহিমা লইয়াই আছেন। আমার সহিত যে সকল গ্রন্থ আছে তাহারা একবাক্যে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিতেছে। সম্মুখে গঙ্গা নদী স্রোতোবহাঃ, চতুর্দ্দিকে বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া, অন্তরীক্ষে সুমন্দ বায়ুর হিল্লোল, মধ্যে ইষ্টকালয় রূপ আশ্রয়, ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবার স্থান বটে। পলতার বাগানের শোভা এই পর্য্যন্ত তাহা সকল মনুষ্যের গোচর নহে। তোমার সহিত এই খানে নির্জ্জনে নির্ব্বিঘ্নে পরম প্রিয় অন্তরতর অদৃশ্য নিরঞ্জন নিরাময়ের প্রসঙ্গ হইবে এই আহ্লাদেই আছি।

---

(৯)

৯ আশ্বিন ১৭৭৫

* তুমি এখান হইতে আমার যাত্রার পূর্ব্বে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না এবং এ বৎসর এ সময়ে এখানে আসাই হয় কি না তাহার সংশয়, এই সাংঘাতিক সমাচার তোমার পত্র দ্বারা পাইয়া আমার ভ্রমণের যে উৎসাহ তাহার অনেক ন্যূন হইল। মনে করিয়াছিলাম যে তোমার সহিত একত্র হইয়া আমারদিগের প্রিয়-তমের নদী ও নদীতীরের শোভা সন্দর্শন করিব, তাহা সম্প্রতি হইল না। আমারদিগের প্রিয়তমের কথায় সায় পাওয়া অতি দুর্লভ। মন খুলে তাঁহার কথা বলা যায় এমত লোক পাওয়া কঠিন, তাঁহার কথা কেহ মন খুলে বলে এমত লোক পাওয়াও কঠিন। এইবার মনে করিয়াছিলাম যে, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে একবার মন খুলে তাঁহার কথা বলিব এবং একবার মন খুলে তাঁহার কথা শুনিব, কিন্তু ঘটনা-সূত্রে তাহা হইল না, কি করা যায়। আমার ১ অক্টোবরে যাত্রা করিবার জন্য এখানে সকল প্রস্তুত, তুমি এখানে এ সময়ে আসিতে পারিলে সম্যক্ প্রস্তুত বোধ হইত। *।

---

(১০)

২৬ ফাল্গুন ১৭৭৫

* ক্রমাগত তোমার পত্র পাইয়া সন্তোষ লাভ করিতেছি। বিশেষতঃ গতবারের মেদিনীপুরের ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা পাইয়া এবং আমার বান্ধব মণ্ডলী মধ্যে তাহা পাঠ করিয়া পরম সুখী হই-য়াছি। ইহার মধ্যে জ্ঞানের উজ্জ্বলতা, ভক্তির প্রগাঢ়তা, উৎসাহের

প্রবলতা, ভাবের সরলতা দীপ্যমান রহিয়াছে। এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ যোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা নাই। কিন্তু তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, উক্ত বক্তৃতা আশু বা বিলম্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে অবশ্য প্রকাশিত হইবেক। তোমার উপহার প্রদত্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া অনেক জ্ঞান ও বিশুদ্ধ সুখ লাভ করিয়াছি। মুক্তির পথ যেন আরও পরিষ্কার বোধ হইতেছে, বিষয় সুখকে যেন আরও তুচ্ছ বোধ হইতেছে। যাহা চাই, তাহাই পাইয়াছি, সাধুর সহিত বন্ধুতার গুণ এই। * ।

---

(১১)

চাম্পারণ ১১ আশ্বিন ১৭৭৬

* আমি এবার পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছি। যাত্রার সময়ে ব্যস্ততাক্রমে তোমাকে লিখিতে পারি নাই। অদ্য এখানে প্রাতঃকালে আসিয়া পহুঁছিয়াছি, তোমাকে এই পত্র লিখিবার অবকাশ কাল পাইয়াছি। ডাকে যাওয়ায় স্নানাহারেরও প্রশস্ত সময় পাওয়া যায় না। গত দুই দিবস অবধি ক্রমাগত ঝড় বৃষ্টি এ অঞ্চলে হইতেছে, তাহাতে পথিকদিগের সম্বন্ধে যথার্থই দুর্য্যোগ। সাত বৎসর হইল লালা সাহেবের * সঙ্গে এই পথ দিয়া গিয়াছি; এইক্ষণে

---

* লালা হাজারি লাল। ইনি প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক।

লালা সাহেব কোথায় গিয়াছেন তাহার সংবাদ কে আনয়ন করিতে পারে! বুধ্‌বুধ্‌ ছাড়াইলেই উচ্চ ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়, বারাখারের নদী পার হইলেই দুই পার্শ্বে পর্ব্বত শ্রেণী; সেই সকল পর্ব্বত নানা জাতীয় বৃক্ষেতে পরিপূর্ণ, অতি সঙ্কট স্থান। আমি কলিকাতায় আবার কবে পুনরাগমন করি, তাহা এইক্ষণে বলিতে পারি না। শ্রীযুক্ত বিদ্যালঙ্কার উপাচার্য্য মহাশয় তোমার বক্তৃতার বর্ণাশুদ্ধি সকল দেখিয়া দিবেন এবং শ্রীযুক্ত বেণীবাবু মুদ্রাকরের নিকট হইতে শুদ্ধিপত্র লইয়া তোমার নিকটে পাঠাইতে থাকিবেন। আমি সেখানে নাই বলিয়া তোমার বক্তৃতা মুদ্রাঙ্কিতের ব্যাঘাত হইবেক না। যাত্রার পূর্ব্ব দিবসে বুধবারে তোমার প্রিয় ছাত্রের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার যাত্রার সংবাদ তোমাকে দিতে তাঁহাকে বলিয়াছি। তাঁহার দ্বারা সে সংবাদ এ পর্য্যন্ত পাইয়া থাকিবে। এ পত্র পাইয়া আমাকে যদি পত্র লিখিতে ইচ্ছা কর, তবে দিল্লীর ডাক আড্ডাতে পাঠাইবে। তাহাতে যেন লেখা থাকে যে সেই পত্র ডাক ঘরে থাকিবে, আমি তথায় পহুঁছিয়া তাহা লইব।

---

(১২)

দিল্লি ২৬ আশ্বিন ১৭৭৬

আমি দিল্লিতে আসিয়া এক দিন পরে তোমার পত্র পাইলাম। দিল্লি অতি পুরাতন নগর। শাহজাহান ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এ নগর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত এবং রাজভবনও উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত, ইহা কেবল ভয়ের চিহ্ন। কাশ্মীরে এবার যে যাওয়া হয় এমত

বুঝি না। ব্রাহ্মধর্ম্মদীপিকা অত্যন্ত গুরুতর গ্রন্থ, ইহাতে কাল বিলম্বই উপযুক্ত। যাহা বহুদিন স্থায়ী তাহা বহুদিনেই হয়। এই পত্র পাইয়া আমাকে যে পত্র লিখিবে তাহা আলাহাবাদ ঠিকানায় লিখিলে বোধ হয় আমি পাইতে পারিব। আমি কুশলে আছি। তোমাদিগের শারীরিক কুশল সম্বাদ লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে।

---

(১৩)

কলিকাতা

১০ অগ্রহায়ণ ১৭৭৬

* আমি আবার স্বচ্ছন্দ শরীরে কলিকাতায় আসিয়া পহুঁছিয়াছি। এই কথা তোমাকে পত্রে না জানাইয়া মুখে জানাইতে পারিলে কি সন্তোষের বিষয়ই হইত। দিল্লীতে যাইবার সময়ে গাড়ির ডাকে গিয়াছিলাম। প্রত্যাগমনের সময়ে গাড়ির ডাকে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত আসিয়া তথা হইতে ষ্টীমারে কলিকাতায় আগমন হইল। মর্ত্ত্য লোকে কি তৃপ্তির অভাব! যখন দিল্লীতে ছিলাম তখন মনে হইতেছিল যে, বাটী যাইতে পারিলে হয়, আবার বাটীতে কিছু দিন থাকিলে মনে হয় দেশ ভ্রমণের ন্যায় সুখের কারণ নাই। দেশেই থাক আর বিদেশেই থাক ইহাতে কিছু সুখ নাই, ব্রহ্মধাম যে স্বকীয় ধাম তাহা অন্বেষণ করিয়া পাইলেই সর্ব্বত্রই সর্ব্বাবস্থাতেই গচ্ছন্ তিষ্ঠন্ সুখে থাকা যায়। সুখের সঙ্কেত এই নিশ্চয় আমি জানিয়াছি যে সুখের আর স্থান নাই। যিনি সুখের আকর তিনিই সুখের স্থান, তাঁহাতে সংযুক্ত থাকিলে মন দুঃখাবস্থাতেও সুখ হইতে বিযুক্ত থাকে না। তাঁহা হইতে বিযুক্ত থাকিলে সংসারকে কেবল

এক বৃহদ্দাবানল বোধ হয়। সেই অনির্দ্দেশ্য পরম সুখকে যে ভাগ্যবান্ পাইয়াছেন এবং তাঁহার সহিত যাঁহার নিত্য সম্বন্ধ হইয়াছে তিনিই সুখী, তদ্ব্যতীত আর কেহ সুখী নহে। তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে।

---

(১৪)

২৩ বৈশাখ ১৭৭৭

* তোমার ১৫ বৈশাখের মধুরময় পত্র সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকার কতিপয় অধ্যায় প্রাপ্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। আমার ইচ্ছা তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া এ বিষয়ের কথোপকথন হয়; পত্র দ্বারা তাহা সমাধা হওয়া বড়ই কঠিন। সম্প্রতি আমি শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বাবুকে দেখিতে দিব, তাহার পরে উচিত ব্যবস্থা হইবেক। ফলে আমার এই কথা মনে পড়িয়াছে।

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং
ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং
ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং
পাশ নাশ হেতুরেব
নতু বিচার বাগ্বলং।
দর্শনস্থ দর্শনেন
নো মনোহ নির্ম্মলং
ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং
ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং।

আমার শারীরিক সুস্থতা পূর্ব্বকার ন্যায়ই আছে। তোমাদিগের সকলের শারীরিক কুশল সংবাদ পাইয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম। উপাচার্য্য মহাশয়কে আমার প্রীতিপূর্ণ নমস্কার।

---

(১৫)

চন্দন নগর

৭ আষাঢ় ১৭৭৭

তোমার ৪ আষাঢ়ের পত্র প্রাপ্ত হইলাম। আহা! এই ক্ষুদ্র পত্রের মধ্যে কি মনের তৃপ্তিকর কথাই লিখিয়াছ। যেমন নব মধুমক্ষিকা মধু পদার্থকে না জানিয়াও মধুগর্ভ পুষ্প প্রতি ধাবমান হইয়া তাহা হইতে মধু পান করে, তদ্রূপ মন নিরতিশয় মহৎ পুরুষকে না জানিয়াও প্রবৃত্তিগত অনুরাগ সহকারে তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। আমি ইহাতে আরও এই অধিক লিখিতে চাই যে, অনুসন্ধান করিয়া যখন তাহার দৃঢ় নিশ্চয় হয় যে, তিনি আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ তখন সে তাহাকে দেখিতে পায় এবং তাঁহা হইতে অমৃতরস পান করিতে থাকে। স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় এবং বিজ্ঞান মূলক আত্মপ্রত্যয়ের বিশেষ এই বোধ হয় যে, আত্মপ্রত্যয়কে প্রত্যয় করা ভ্রম কি না এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত না করিয়া যে ব্যক্তি আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করে সেই স্বতঃ সিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে, আর যাহার বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত হয় যে, স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয় কদাপি ভ্রম মূলক নহে, সেই বিজ্ঞানমূলক আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি নির্ভর করে। দুইই আত্মপ্রত্যয়। যদি স্বাভাবিক আত্মপ্রত্যয় না থাকিত, তবে বিজ্ঞান দ্বারা তাহার প্রমাণ কদাপি হইত না। বাহ্য বিষয়

আছে, ইহা আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ, যে পর্য্যন্ত এই সত্যের প্রতি কেহ সংশয় আনে নাই, সে পর্য্যন্ত কোন বিচার না করিয়াও বাহ্য বিষয়কে প্রত্যয় করিয়া আসিতেছিল। তাহার পরে যখন বাহ্য বিষয়ের প্রতি সংশয় উপস্থিত হইল, তখন সে সংশয় নিরাকরণ করিবার জন্য অনেক প্রমাণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, পরে বহু আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত ব্যতীত আর কিছুই হইল না যে, এক আত্ম প্রত্যয়ই ইহার প্রমাণ। আমি যে এক জন আছি, এ আত্মপ্রত্যয়ের উপর কে সংশয় আনিতে পারে? কিন্তু ইহার পরেও সংশয় উপস্থিত হইয়া শেষে এই সিদ্ধান্ত হইল যে, এক আত্মপ্রত্যয়ই আমার অস্তিত্বের প্রতি প্রমাণ। তদ্রূপ স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ, নিরতিশয় ও মহান্ সত্য-স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ সকল কারণের কারণ একজন নিয়ন্তা যে আছেন এ প্রত্যয় সকলেরই হৃদয়ে জাগরূক আছে। এ প্রত্যয়ের প্রতি সংশয় আনিলে তখন বিচার উপস্থিত হয়, বিচারের শেষে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, আমি কখন আপনি হই নাই, এ শরীর ও মনোরূপ কৌশল আমার কৃত নহে। আর এখানে জন্মিবার পূর্ব্বেও এই বার, তিথি, মাস, সম্বৎসরের দিন আমি যখন এখান হইতে প্রস্থান করিব তখনও এই বার তিথি মাস সম্বৎসর থাকিবেক, আমি ইচ্ছা করিলে সকল বস্তু লাভ করিতে পারি না। কত সঙ্কল্প করিতেছি, সে সঙ্কল্প ভঙ্গ হই-তেছে। আমার যৌবনকে আমি ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না, আমার জীবনকে আমি ধারণ করিয়া রাখিতে পারি না। এই সকল আলোচনা করিয়া আমার মনেতে এমন প্রত্যয় উপস্থিত হইতেছে যে আমার কারণ ও নিয়ন্তা এক জন পূর্ণ পুরুষ আছেন। এ প্রত্যয় স্বতঃসিদ্ধ আত্মপ্রত্যয়, ইহার প্রতি সংশয় আরোপ করিলে যুক্তি বিরুদ্ধ হয় এবং মহাভ্রমে পতিত হইতে হয়। যখন এই সিদ্ধান্ত হয়

তখন আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি দৃঢ় নিশ্চয় হয় এবং ব্রহ্ম সংস্পর্শ লাভ হয়। জগতের অপূর্ণ ভাব দেখিয়া যে কেবল পূর্ণ ভাবকে মনে কল্পনা করিতে পারি এমত নহে, কিন্তু এখানকার অপূর্ণভাব দেখিয়া বুদ্ধি নিশ্চয়রূপে আত্মপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত করে যে একজন পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র পুরুষ আছেন।

তোমার সহিত অচিরাৎ সাক্ষাৎ হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া আমার দুর্ব্বল লেখনী মনের ভাব প্রকাশ করিতে যথোচিত যত্ন করিয়া এইটুকু নির্গত করিলেন; ইহাতে তোমার নয়ন নিপাত হইলে ইহার পরিশ্রম সার্থক হয় এই মাত্র উৎসাহ।

---

(১৬)

চন্দননগর ২২ বৈশাখ ১৭৭৮

দশ বৎসর পূর্ব্বে এই ফরাস ডাঙ্গাতে তোমার সহিত বাস করিয়া যে সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলাম তাহা জাজ্বল্যমান প্রকাশ পাইতেছে। তুমি উপনিষৎ ইংরাজী ভাষাতে অনুবাদ করিয়া এক রাত্রি এমনি নিদ্রাগত অভিভূত হইয়াছিলে যে, রাত্রিকালে যে আহার করিলে তাহা প্রাতঃকালে আমরা বলিলেও তোমার তাহা স্মরণ হইল না। নৃপেন্দ্র বাবু কোথায় গেলেন, তিনিও সে বৎসর আমারদিগের সহিত তথায় ছিলেন। এ দশ বৎসরের মধ্যে কতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তোমার বক্তৃতা যাহা পাইয়াছি, তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশের নিমিত্ত শ্রীযুক্ত বেদান্ত বাগীশ মহাশয়ের নিকটে প্রেরণ করিলাম। তোমার অমূলক বিষাদ সম্যকরূপে নিরস্ত হইয়াছে কি না? তোমারদিগের উপাচার্য্য যদি আসিয়া থাকেন তবে কলিকাতাতে আমার দেখা পান নাই। আমি ভাল আছি। ইতি

(১৭)

সিমলা ৮শ্রাবণ ১৭৮০

তোমার ৩১ আষাঢ়ের পত্র পাইয়া পরমানন্দে নিমগ্ন হইলাম। তোমার কেবল হস্তাক্ষর দেখিলে আমার মনে যখন এত আনন্দ হয় তখন তোমার সংমিলন হইলে যে কি আনন্দ উপভোগ করিব তাহা বলা যায় না। তোমার গত চৈত্র মাসের শেষের কোন পত্র আমার হস্তগত হয় নাই। তুমি লিখিয়াছ যে, সে পত্রে তোমার অনেক আন্তরিক ভাব ছিল, অতএব তাহা না পাওয়াতে আমার বিশেষ ক্ষতি বোধ হইতেছে। তুমি ঈশ্বরেতে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন বিষয়ে কেবল উপদেশ দিয়া ক্ষান্ত হও নাই, কিন্তু অনুষ্ঠান দ্বারা তাহার দৃষ্টান্ত লোকদিগকে প্রদর্শন করিতেছ। ইহাতে তোমাকে আপাতত যে গরল ভক্ষণ করিতে হইতেছে, অবশেষে তাহা অমৃতরূপে পরিণত হইবে। দুঃখরূপ তিক্ত পান না করিলে আত্মা অমৃত পানের উপযুক্ত হয় না।

তুমি পারস্য কবিতা তোমার পত্রে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছ তাহা অতি উৎকৃষ্ট। আমার পাঠ অন্য প্রকার।

در ره عشق که از سیل فنا نیست گزار

میکنم خاطر خودرا تمنای تو خوش

در بیابان فنا گرچه زهر سو خطرست

میرود حافظ بیدل بتولای تو خوش

এইক্ষণে তোমার পরিবার বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার বেতন বৃদ্ধি এবং পদের উন্নতি হওয়া অবশ্যক, অতএব তাহার কোন আশ্বাস তোমার আছে কি না? আমি কুশলে আছি, তোমার এবং তোমার পরিবার সকলের মঙ্গল সম্বন্ধে লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে। ইতি

---

(১৮)

শিমলা ১২শ্রাবণ ১৭৮০ শক

* * * *

মহাপণ্ডিত শ্রীমৎ কেণ্ট মহোদয় পরলোকের অস্তিত্ব বিষয়ের প্রমাণ সকল এমত নিপুণতার সহিত সংক্ষেপে সংগ্রহ করিয়াছেন যে, তাহা তুমি দেখিলে আহ্লাদিত হইবে। অতএব এই পত্রে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি, অবলোকন করিবে।—

If we turn our attention to the analogy of the nature of living beings in this world, in the consideration of which reason is obliged to accept as a principle, that no organ, no faculty, no appetite is useless and that nothing is superfluous, nothing disproportionate to its use, nothing unsuited to its end; but that on the contrary, everything is perfectly conformed to its destination in life,—we shall find that man who alone is the final end and aim of this order, is still the only animal that seems to be excepted from it. For his natural gifts, not merely as regards the talents and motives that may incite

him to employ them but especially the moral law in him, stretch so far beyond all mere earthly utility and advantage, that he feels himself bound to prire the mere consciousness of probity, apart from all advantageoue consequences even the shadowy gift of posthumous fame—above everything, and he is conscious of an inward call to constitute himself, by his conduct in this world—without regard to mere sublunary interests—the citizen of a better. This mighty, irresistible proof accompanied by an ever-increasing knowledge ot the conformability to a purpose in everything we see around us by the conviction of the boundless immensity of creation, by the consciousness of a certain illemitableness in the possible extension of our knowledge, and by a desire commensurate therewith remains humanity even after the theoretical cognition of ourselves has failed to establish the necessity of an existence after death. *Kant.*

ব্রহ্ম পরায়ণ মহাত্মা নিউমেন এই পরকাল বিষয়ে লিখিয়াছেন, The soul, conscious of a certain union with god. is thereby existed to the hope (more or has confident) that that union shall never terminate "য এতদ্বি দুরমৃতাস্তে ভবন্তি"। সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহা গ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।" Eye hath not seen, nor ear heard the things which God hath prepared for them that love him; but God hath revealed them to us by his Spirit; for the

Spirit searcheth all things, yea, even the deep things of God. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit which is ot God ; that we may. know those things which are freely given to us of God. *Paul.*

পালের উক্ত বচনের উপর মহাত্মা নিউমেন লিখিয়াছেন যে, Paul gives us clearly to understand that the future hopes of the soul were to be discerned by the soul itself, for itself, and did not depend upon man's wisdom—১৭৭৫ শকের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব দিবসে শ্রীযুক্ত ফাইক্ট মহাত্মার যে অমূল্য গ্রন্থ আমাকে অতীব প্রীতিপূর্ব্বক তুমি উপহার প্রদান করিয়াছিলে তাহাতে পরকালের বিষয়ে এই আছে। Full surely, indeed, there lies a blessedness beyond the grave for those who have already entered upon it here, in this moment, but by mere burial man cannot arrive at blessedness—and in the future life, and throughout the whole infinite range of all future life they would seek for happiness as vainly as they have already sought it here, if they were to seek it in aught else than in that which already surrounds them so closely here below, that throughout Eternity it can never be brought nearer to them—in the Infinite.

যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সকৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গিবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি সব্রাহ্মণঃ॥ তুমি শুনিয়া অবশ্য আহ্লাদিত হইবে যে বীরভূম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপ নারায়ণ সিংহ ব্রহ্মরসের আস্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন। তিনি আমাকে তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন যে,

"এই নির্জ্জন উদ্যান মধ্যে ঘোর অর্দ্ধরাত্রি কালে ব্রহ্মানন্দ রসামৃত পানে যে যৎকিঞ্চিৎ অধিকারী হইয়াছি"। তিনি এক ইংরাজী পুস্তক হইতে ইহা উদ্ধৃত করিয়া আমার দৃষ্টির নিমিত্তে পাঠাইয়াছেন। This then is one sense in which education is the business of life—it is the business of every season to prepare for the next. But there is yet another and a higher sense. Life itself is but one period of existence, anticedent to another and final period Life itself is but the childhood of the immortal spirit, getting ready for its future youth and eternal manhood. Life itself, therefore, is but one long school-day; its great purpose the discipline of the powers, the acquisition of knowledge the fitting of the character in preparation for that immortal action to which the grave introduces. কিন্তু

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ং।

حدیث دوست نگویم مگر بحضرت دوست
کرشنا سخن آشنا نگهدارد

মচ্চিত্তামদ্গত প্রাণাবোধয়ন্তঃ পরস্পরং।
কথয়ন্তশ্চমাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

---

(১৯)

কলিকাতা

১৪ মাঘ ১৭৮০

* * তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার নিতান্তই মানস ; যাহা কোন অবস্থাই আমাকে প্রতিবন্ধক দিতে পারে না। চারি পাঁচ বৎসর পরে সমস্বরে এক মনে তোমার সহিত আমাদিগের পরম পিতার উপাসনা করিব, আমার এ মঙ্গল অভিপ্রায় সিদ্ধিদাতা অবশ্য সিদ্ধি করিবেন। কিন্তু তোমার নিকটে আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি যেখানে থাক সেইখানে থাকিব, পূর্ব্বকার মত আমার বাসের নিমিত্তে পৃথক্ গৃহ করিবে না। তাহাতে যে আমার কিছু কষ্ট হইবে এমত ভয় করিবে না, বরঞ্চ তাহাতে আমার মনের অতীব সন্তোষ লাভ হইবে।

"ঈশ্বরের নিকট আত্ম-নিবেদন" আমার রচনা নহে। তাঁহার উজ্জ্বলমুখ যখন আমরা দেখিতে পাই তখন এই ভয়াবহ সংসার মধ্যেও নির্ভয় হইয়া বিচরণ করি। যখন আমাদের দুর্ব্বল মন তাঁহার অত্যন্ত মঙ্গল স্বরূপে নির্ভর করে, তখন এই সংসারের দুর্গম কণ্টকময় পথেও পদ প্রক্ষেপ করিতে সাহস পাই।

নবৈ জনোজাতু কথঞ্চনাব্রজেন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গসংস্থতিং।
স্মরণ্ মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যপগূহনং পুনর্বিহাতুমিচ্ছেন্নরসগ্রহো জনঃ॥

(২০)

ওঁ

কলিকাতা—

৬ ফাল্গুণ ১৭৮১ শক

* * গত মাসের পত্রিকাতে চেনিঙ্গের গ্রন্থ হইতে মুক্তির ভাব যে উদ্ধৃত করা গিয়াছে তাহা অবশ্য দেখিয়া থাকিবে। ইতঃপূর্ব্বে তুমি যে এক পত্র আমাকে লিখিয়াছিলে তাহাতেও ইহা উদ্ধৃত ছিল। গত সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে যে বক্তৃতা স্তোত্র পঠিত হইয়াছিল তাহা তোমার অবশ্যই মনোনীত হইয়াছে। ঈশ্বরের সহিত আত্মার যে নৈকট্য সম্বন্ধ, তাহা যাহাতে সকলের নিকটে স্পষ্টাক্ষরে প্রচার হয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পঞ্চম কল্পের ইহাই উদ্দেশ্য। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্রিকাতে ঈশ্বরের কৌশল বিষয়ে অনেক লেখা গিয়াছে এবং এখনও সে বিষয়ে অবশ্যই লিখিতে হইবে, যে হেতু ঈশ্বরের কৌশল-বর্ণনার কখনই শেষ হয় না; কিন্তু আত্মাকে ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ করিবার জন্য পঞ্চম কল্পের প্রধান লক্ষ্য হইবেক। এইক্ষণে তোমার অভাব কেমন বোধ হইতেছে, এ সময়ে তোমার বিশেষ সাহায্য পাইলে ধর্ম্মের আরও কত প্রাদুর্ভাব হয়। আমরা দুইজনে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে সে প্রকার ধর্ম্ম প্রচারে বল পাওয়া যায় না। কি করা যায়, যতটুকু হয় তাহাই ভাল, কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, নানা প্রকার অভাবনীয় প্রতিবন্ধকতাতেও সমাজের ক্রমে উন্নতি হইতেছে, সমাজের অল্পে অল্পে পুষ্টিই হইতেছে। কলিকাতার সমাজে পূর্ব্বে যেমন কেবল ১১ মাঘের দিবসে লোক হইত, এইক্ষণে প্রতি সমাজেই সেই প্রকার লোক হইয়া থাকে, অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,

অনেকে ইহাতে নূতন উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন। আমাদের দালানে এইক্ষণে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমরা সকলে মিলিয়া সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকি; সেখানে আর পরিমিত দেবতার উপাসনার সম্ভাবনা নাই। এইক্ষণে আমাদের গৃহ পবিত্র হইয়াছে, আমাদের দালান হইতে প্রতিদিন ঈশ্বরের মহিমা ধ্বনিত হইতেছে। ইহা হইতে আর এমন কোন্ বস্তু আছে যাহা দেখিলে আমার জীবনকে সার্থক বোধ হইতে পারে। তোমার বক্তৃতা পুস্তক যাহা তুমি আমাকে উপহার দিয়াছিলে, সে দিন আমি তাহা দেখিতে দেখিতে আমার নয়ন ও মন তৃপ্তিরসে আর্দ্র হইতেছিল, তোমার সে রচনা আর আমার নিকট পুরাতন হয় না। আদিম ঋষির রচনার ন্যায় তোমার এ রচনা। তোমার এ পুস্তক আমি মুদ্রিত করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উপকারার্থে ব্রাহ্ম সমাজে দান করিয়াছি; তথাকার পূর্ব্বকার পুস্তক রক্ষক বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত তাহা লইয়া অনেক গোলযোগ করিয়াছেন। সে সকল পুস্তকের ভাল হিসাব পাওয়া যায় না; ভাল লোকের অভাবে সকলই নষ্ট হইল। উক্ত দত্ত কর্তৃক পুস্তকের অনেক গোলযোগ হওয়াতে এইক্ষণে তাহার স্থানে আর এক জন নূতন পুস্তক রক্ষক নিযুক্ত করা গিয়াছে, ইনি অতি মনোযোগী ও সৎলোক; ইহার প্রতি যে ভার দেওয়া গিয়াছে তাহা ইনি সততা পূর্ব্বক উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতেছেন। তোমরা সকলে শারীরিক কুশলে কালযাপন করিতেছ, ইহা লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(২১)

কলিকাতা—

২৪ চৈত্র ১৭৮১ শক

* * তোমার সুদীর্ঘ পত্র দ্বারা তোমার উদার ভাব প্রণীত বচন সকল পাঠ করিয়া সন্তোষামৃতে পরিপ্লুত হইলাম। মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্তকালে যে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল তাহার বক্তৃতা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে যে প্রকাশ হইয়াছে তাহা ইতঃপূর্ব্বেই তুমি দেখিয়াছ। এমত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বক্তৃতা তো আমি শীঘ্র দেখি নাই। এই কঠিন সংসারে তোমার হৃদয় কত আঘাত, কত নিষ্ঠুর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি তাহার কোমলতা যেমন তেমনই আছে। কি আশ্চর্য্য, কি আশ্চর্য্য! তোমার মনের ভাব কে বুঝিবে। আমার যত বয়োধিক হইতেছে ততই তোমার মনের সৌন্দর্য্য প্রতীতি হইতেছে। আমি এই লোকাকীর্ণ নগরে এইক্ষণে বনবাসীর ন্যায় আছি। ঈশ্বর ভিন্ন আর আমি কাহাকেও সঙ্গী পাই না।

এইক্ষণে পত্রিকাতে ধর্ম্মতত্ত্ব-বিবেক-গ্রন্থের প্রস্তাব প্রকাশ করিবার স্থান নাই; যে সকল প্রস্তাব পত্রিকাতে দিতে হইবে স্থির হইয়াছে, তাহাই পত্রিকাতে সংকুলান হয় না। যদি একেবারেই ধর্ম্মতত্ত্ব-বিবেক-গ্রন্থ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা যায় তাহা হইলেই তো ভাল হয়।

গত পত্রিকাতে সহজ-জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয় বিষয়ক প্রস্তাব অবশ্য দেখিয়া থাকিবে। তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল পত্তন কি তাহা সুস্পষ্ট লিখিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় তোমার মনোনীত হইয়া থাকিবে। পুরাতন বেদশাস্ত্র হইতে যে সকল সত্য সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ

গ্রথিত হইয়াছে, সে সকল সত্যেরও আকর সহজ-জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয় সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থতেই আছে "জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধ সত্বস্ততস্তুতং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ। একাত্মপ্রত্যয়সারং ইত্যাদি"।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায়ের নিমিত্তে তথায় একজন জমীদারের পুত্র পাইয়াছ অতি আহ্লাদের বিষয়। তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক ধর্ম্মোপদেশ দিবে এবং তাঁহার চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে যাহাতে তাঁহার যত্ন হয় এমত উপদেশ দিবে।

মেদিনীপুরে রৌদ্রের সময়ে তো বড় উত্তাপ হয়। গ্রীষ্ম ঋতুতে মেদিনীপুর বোধ হয় শরীরের পক্ষে সুখদায়ক নহে, তবে সেখানে সুস্থতা থাকিলেও থাকিতে পারে। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এবার কলিকাতায় বৃষ্টি হয় নাই, রৌদ্রের উত্তাপ দিন দিন বাড়িতেছে। হিমালয়ে যেমন আমার মস্তিষ্ক জমিয়া গিয়াছিল, এখানে সেইরূপ গলিয়া যাইতেছে। আমাদের মুখে কথাটি কবার জো নাই, ঈশ্বর যে অবস্থায় রাখেন সেই অবস্থায় থাকিয়া তাঁহারই প্রিয় কার্য্যে শরীর নিপাত করিতে হইবে। আর আর সকল মঙ্গল।

---

(২২)

কলিকাতা

১৮ জৈষ্ঠ ১৭৮২ শক

* * যে অজর অমর অমৃত পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সে রোগ শোক জরা মৃত্যুর মধ্যে থাকিয়াও অভয় প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ শ্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি।

বোধ হয় তোমার অনেক পরিশ্রম করিতে হয়; এজন্য তোমার শরীর ভাল থাকে না, পাণ্ডুরোগ নিঃশেষে আরাম যদিও হইয়াছে কিন্তু সাবধানে থাকিবে। মেদিনীপুরের দগ্ধ মৃত্তিকা অপটু শরীরের পক্ষে কখনই ভাল নহে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ যাহা উপাসনা পদ্ধতিতে যুক্ত থাকে তাহার নিকটে এ সংক্ষেপ পদ্ধতি কিছুই ভাল নহে। বোধ হয় তাহা দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ সকলেই গ্রহণ করিতে পারিতেছে, এ সংক্ষেপ ব্রাহ্মধর্ম্মের লক্ষণ পুনর্ব্বার মুদ্রিত করাতে কোন প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না।

কলিকাতাতে যে রৌদ্রের উত্তাপ তাহাতেই আমার শরীর অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; যেমন হিমালয়ে হিম ভোগ করিয়াছি তেমনই জ্যৈষ্ঠ মাসের রৌদ্র কলিকাতাতে বসিয়া ভোগ করিতেছি। দেখি আর এখানে কতদিন থাকিতে হয়। তোমার সঙ্গে একবার কলিকাতায় দেখা না হইলে আর কিছুই হইতেছে না; এবারকার অবকাশ পাইলে অবশ্যই কলিকাতায় আমার এখানে কিছু দিন থাকিয়া আমাকে সুখী করিতে হইবে। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে তাহা পত্র দ্বারা লেখা যায় না। তাহাতে আবার এখন রৌদ্রে ত লেখনী হস্তে করিতে ইচ্ছা হয় না।

---

(২৩)

কলিকাতা

২৭ অগ্রহায়ণ ১৭৮২ শক

* * একমাস তোমার সহিত কি সুখেই বাস করা গিয়াছিল, সীলোনে যাইতে গত বৎসর যেমন ক্লেশ গিয়াছে এ বৎসরে তেমনই

আনন্দে কার্ত্তিক মাস ভোগ করা গিয়াছে। তোমার সরল মনের আর তুলনা দেখি না, তোমার এইক্ষণে অনেক অভাব বাড়িয়াছে, এবং অনেক কষ্টও স্বীকার করিতে হইতেছে; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বাক্যের তুমি জীবন্ত দৃষ্টান্ত হইয়াছ যে "সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বা প্রিয়ং। প্রাপ্তং প্রাপ্তং উপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতা"॥ ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের প্রতি নির্ভর করিবে, সকলই মঙ্গল হইবে।

আমার এইক্ষণে জমীদারিতে যাইবার কতক কতক আবশ্যক বোধ হইতেছে; এই জন্য এইক্ষণে লিখিতে পারিলাম না যে, তোমার ছুটী লইয়া এখানে পৌষ মাসের সভাতে আসিতে হইবেক কি না। যদি জমীদারিতে না যাওয়া হয়, তবে আমি তোমাকে লিখিব। কখন কি ঘটনা হয় কিছুই বলা যায় না। দেখি তোমাকে পৌষ মাসে দেখিবার সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় কি না। সত্যেন্দ্রনাথ আপেক্ষিক ভাল আছেন।

---

(২৪)

কলিকাতা—
২৫ মাঘ ১৭৮২ শক

আপনাদের সমাজের উৎসবের উৎসাহ পূর্ণ পত্র পাইয়া উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। মনে হইল আমি সত্যেন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া হারমোনিয়মের সহিত বিষ্ণুর সহিত সকলে একত্র হইয়া এখনই যাই; কিন্তু তাহা সিদ্ধ করা কঠিন ব্যাপার। বহুদূরের জন্য বিষ্ণু যাইতে স্বীকার পায় না,

তথাকার কোন গায়ক দ্বারা সমাজের উপাসনা সম্পন্ন করিবেন। একা বিষ্ণু দ্বারা বহুদূরের সঙ্গীত কার্য্য সমাধা হইতে পারে না। মনের সাধে বাসন্তীর উৎসব সম্পন্ন করিবে। এখানকার ১১মাঘে তোমার থাকা হইলে সাম্বৎসরিক উৎসবের যে আমোদ দেখিতে, তাহা কদাপি কল্পনা করিতে পারিবে না। দেখা যাউক আগামী বৎসরে কি হয়?

ব্রহ্ম বিদ্যালয় তোমার দ্বারা যেমন উন্নত হইবে, এমত আমি কেশব বাবুর দ্বারাও আশা করিতে পারি না। তুমি চেষ্টা করিবে যাহাতে স্বদেশীয় মাতৃভাষায় উত্তমরূপে সকলের মন আকর্ষণ করিতে পার। ইংরাজী ভাষার ঠনঠনানির অপেক্ষায় মাতৃভাষাতে জলাঞ্জলি দেওয়াতে বিস্তর হানির সম্ভাবনা। ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছে ইহা অতি শুভ সংবাদ। মদ্যপান-পরিহারের উপায় হইয়াছে শুনিয়া বাঁচিলাম। অদ্য বুধবার এইক্ষণে প্রায় দুই প্রহর। আর লিখিবার মন নাই। সমাজের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহার জন্য মন ব্যস্ত হইতেছে; আর কিছুই ভাল লাগে না।

তোমার পত্রের উত্তর তাড়াতাড়ি না লিখিলে নয় বলিয়া অদ্য বুধবারেও লিখিলাম। তোমাদের সাম্বৎসরিক ও বাসন্তীর সমাজ কি প্রকার নির্ব্বাহ হয় তাহা শুনিবার উল্লাস রহিল।

আমার ইচ্ছা করিতেছে যে, আমি নিদান আপনি যাইয়া তোমা-দের সমাজের উৎসব সংভোগ করিয়া আসি এবং তোমার ব্রহ্মবিদ্যা লয়ের উপদেশ শুনিয়া আসি।

(২৫)

কলিকাতা—
৭ আষাঢ় ১৭৮৩ শক

* * তোমার ৪ আষাঢ়ের পত্রদ্বারায় শুভ সংবাদ সকল পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। মেদিনীপুরের সমাজ-গৃহ অদ্যাপি প্রস্তুত হয় নাই, কত টাকার অকুলান হইয়াছে জানিতে বাসনা করি। তোমার ব্রহ্মবিদ্যালয়ে যে সকল প্রস্তাব দেখিলাম, ইহা অতি উৎকৃষ্ট। যদি ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করা হয় তাহা হইলে তো সাধারণের উপকার হইতে পারে। তোমার সহিত আলাপ যাহারা একবার করিয়াছে তাহারা তোমাকে কদাপি ছাড়িতে পারে না। যদিও মদ্যপেরা তোমার প্রতি এইক্ষণে বিষ-দৃষ্টি দ্বারা তোমার মনে বেদনা দিতেছে; কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহাদের চৈতন্য হইবে তাহারা আবার আপনার প্রতি পরে দুঃখিত হইয়া আক্ষেপ করিবে। তথাকার মান্য ও সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে ব্রাহ্ম করিয়া প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠাইয়াছ, অতিশয় সন্তোষের সহিত সে সকল প্রাপ্ত হইলাম। নগর অপেক্ষা উপনগরে অধিক অত্যাচার। কি দুঃখের বিষয় মদ্যপান করিয়া করিয়া কত সৎ ও বিদ্বান্ ও দেশহিতৈষী কাল-গ্রাসে অকালে পতিত হইতেছে। কি দুঃখের বিষয় শ্রীযুক্ত হরিশ বাবু হিন্দু প্রেট্রিয়টের সম্পাদক পান-দোষে রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমার দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলে সাবধান হউন, যেন মদ্যপানে না আপনাকে হনন করিয়া ফেলেন। কৃষ্ণনগরে "ধূম ধাম" হইয়া গিয়াছে, বিদ্যুৎ পতনের ন্যায় ব্রহ্মানন্দের বাক্য পতিত হইয়াছিল

তাহাতে তথাকার কিছু উপকার হইয়াছে, কিন্তু নিয়মিত রূপে যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা হয় সেইখানেই যথার্থ কার্য্য সিদ্ধ হয়। তোমার চেষ্টাতে এমত মরুভূমি যে মেদিনীপুর তাহাও উর্ব্বরা হইয়াছে। তোমার ক্রমাগত যত্নেতে তুমি অল্পে অল্পে কৃতকার্য্য হইতেছ। মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া এখানে যে আসা হয় নাই ইহা সং যুক্তি হইয়াছে। স্বর্ণলতার বিবাহ যেমন বংশের সহিত প্রচলিত ব্যবহার মত হইতে পারে তাহাই কর্ত্তব্য। তুমি যথার্থ লিখিয়াছ যে, রাজনিয়ম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে জাতিভঙ্গ করিলে বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা। রাজনিয়ম দ্বারা যাহাতে শঙ্কর বর্ণে বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে এমত চেষ্টা করা এইক্ষণে বিহিত বোধ হইতেছে। সকলের অন্তর পরিশুদ্ধ কায়-মনোবাক্যে তাহাতে যত্নবান্ থাক, ঈশ্বর প্রসাদাৎ সকলই উন্নতির দিকে যাইতেছে। এখানকার তাবৎ মঙ্গল। সত্যেন্দ্র নাথের শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল আছে। তোমার স্নেহময় পুত্রটি কেমন আছে ও বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হইয়াছে কি না। স্বর্ণলতার বয়ঃক্রম কত হইল জানাইবে।

---

(২৬)

কলিকাতা—

২৫ ভাদ্র ১৭৮৩ শক

আমি এইক্ষণে ভবানীপুর ও চুঁচরা দুই স্থানের ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ দিতেছি। মেদিনীপুরের বিদ্যালয়ে কি হইতেছে জানিবার বাসনা। বোধ হয় তথাকার ব্রাহ্মসমাজও উত্তমরূপে চলিতেছে।

সমাজ-গৃহের কতদূর হইল আর জানিতে পারি নাই। তুমি পূর্ব্বে এক পত্রেতে সকল সমাজের তত্ত্ববিবরণ জন্য যে ব্যবস্থা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলে তাহা আমার অত্যন্ত মনোনীত। কিন্তু কোন লোকাভাব প্রযুক্ত তাহা এইক্ষণে সমাধা হইয়া উঠিতেছে না। গত আষাঢ় মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে মেদিনীপুরের বসন্ত উৎসবের বক্তৃতা দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিয়া থাকিবে, পাণ্ডুলিপির অনেক কথা পরিত্যাগ করা হইয়াছে, তাহাতে তোমার মনের ভাবের উজ্জ্বলতা ও কোমলতার সারাংশই দেওয়া গিয়াছে।

পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে আমার কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি আমার আশার অতীত ফল প্রদান করিয়াছেন। আমি যে জীবন্ত থাকিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্যবস্থার অনুযায়ী অনুষ্ঠান দেখিলাম, ইহাতেই আমার জীবন সার্থক বোধ হইতেছে। তোমার লিখিত ব্রাহ্ম সমাজের পুরাবৃত্তের শেষ ভাগের কথা ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া বোধ হইতেছে। তাহাতে আরো আরো যাহা লেখা আছে, ঈশ্বর করুন, তাহাই ফলিতে থাকুক। আমার নিজ পরিবারে আর পৌত্তলিকতার গন্ধও রহিল না। ইহাতে আমার আর আর জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। গণেন্দ্র পর্য্যন্ত সেই বিবাহের দিনে উপস্থিত ছিলেন না। কতলোক কত কথাই বলিতেছে। তোমার কন্যার বিবাহের জন্য একটি পাত্রকে আমি উপযুক্ত বোধ করিয়াছি, সে কায়স্থ, এইক্ষণে প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ করিতেছে এবং ছাত্র-বৃত্তিও প্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহার একান্ত অনুরাগ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্রতপালনে সে সকল প্রকার বিপত্তি স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছে। যদি কোন পাত্র তথায় তোমার মনোনীত না হইয়া থাকে তবে আমাকে লিখিলে

আমি তাহার নাম ধাম বয়ঃক্রম প্রভৃতি আর আর সবিশেষ লিখিয়া পাঠাইব। তখন তুমি বিবেচনা করিতে পারিবে।

---

(২৭)

কুমারখালী শিলাইদহ
৩১ ভাদ্র ১৭৮৩ শক

* * আমি পরগণা বিরাহিমপুর হইতে তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি, ইহাতেই বুঝিতে পারিবে যে, তোমার পূর্ব্ব পত্রের উত্তর লিখিতে এত বিলম্ব কেন হইয়াছে। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্রত কি কঠিন ব্রত। তোমার পিতা মনেও করেন নাই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলে এমন "শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম পথে" তোমায় চলিতে হইবে। যদি তুমি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, যদি দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া তোমার ব্রতপালন কর ; তবে তোমার মাতা ক্ষিপ্তা হইবেন, তোমার ভ্রাতারা তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন, তোমার স্ত্রী তোমার বর্ত্তমানে সহায়-হীনা হইবেন। কিন্তু তোমার হৃদয়ের ব্রহ্মাগ্নি যখন আমি মনে করি, তখন বুঝিয়া উঠিতে পারি না যে, তুমি কেমন করিয়া সম্প্রদান-শালাতে সর্ব্বস্রষ্টা পরব্রহ্মের স্থানে ক্ষুদ্র অযোগ্য সৃষ্ট বস্তু আনিয়া পবিত্র হৃদয়ে প্রাণ-প্রতিমা স্বর্ণলতার শুভ বিবাহ সম্পন্ন করিবে। ইহা আমার অত্যন্ত শোচনার বিষয় হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনার সময়ে তাঁহার মহিমা এই প্রকারে কীর্ত্তন করিতে হইবে যে, "যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥" যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষূংষি পশ্যতি। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥"

আর কর্ম্মের সময়ে ঈশ্বরকে উপেক্ষা করিয়া হীনব্রত হইয়া অকিঞ্চিৎ-কর অনভিজ্ঞ লোকের অনুরোধে জড় পাষাণের উপাসনা করিতে হইবে, ইহা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়, ইহাতে পাপজনিত মহদ্ভয় উপস্থিত হইবে। তুমি আমার অকৃত্রিম বন্ধু, তোমাকে আমার মনের কথা সকল খুলিয়া লিখিলাম। এই গুরুতর বিষয়ে যাহা আমার বক্তব্য, তাহা আমি বলিলাম। এই সকলই তুমি জানিতেছ, আমার বলা বাহুল্য। তথাপি যাহাতে তোমার ব্রত রক্ষা হয়, তাহাতে আমার যত্ন করিতে হয় বলিয়া এত লিখিলাম। আমাকে কঠোর অভিবাদী মনে করিবে না। কঠোর সংসারের প্রতিকূলে দৃঢ়িষ্ঠতাকে অবলম্বন করিতে হয়। সত্য-স্বরূপ ঈশ্বরের সাক্ষাতে কন্যা সম্প্রদান করিলে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না, আর কীটাবাস শিলাকে পূজা করিয়া বিবাহ দিলে তাহা সিদ্ধ হইবে ইহা হইতে বিপরীত কথা আর কি আছে? ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থা প্রচলিত জন্য রাজনিয়মের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি সে প্রার্থনা সিদ্ধ না হয়, তাহাতেই বা কি?

মেদিনীপুরে নূতন গৃহে কবে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি। বোধ হয় এতদিনে গৃহের ছাদ প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।

---

(২৮)

কুমারখালী শিলাই দহ

২০ বৈশাখ ১৭৮৪ শক

* * আমি বৈশাখ মাসেই বাটী হইতে অন্যত্র যাইবার সংবাদ দিয়া তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছি তাহা বোধ হয় পাইয়া

থাকিবে। আমি সেই পত্রে লিখিয়াছিলাম যে বৈশাখ মাসে আমি বাটীতে থাকিব না; অতএব যিনি মেদিনীপুর হইতে প্রচারক হইবার জন্য আমার নিকটে আসিবেন তিনি এমাসে আইলে বাটীতে আমার দেখা পাইবেন না। আমি তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি আমার সঙ্গে আসিয়া পরে মিলিতে পারেন। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র নারায়ণ দেব আমাকে শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া আমি আপ্যায়িত হইয়াছি। তাঁহার প্রতি আমাদের পবিত্র ধর্ম্মোন্নতির জন্য আশা জন্মিয়াছে। তিনি ব্রাহ্ম ও ব্রহ্ম-পরায়ণ হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন হওয়াতে আমি বলিলাম যে, যাবৎ তিনি না আপনাকে পৌত্তলিকতার সহিত সংস্রব-দোষ ত্যাগ করিতে সক্ষম বুঝেন তাবৎ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা গ্রহণ না করাই শ্রেয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারেতে তাঁহার উৎসাহ দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছি। মেদিনীপুরে তাঁহার সহিত আবার আমার অবশ্যই সাক্ষাৎ হইবে। তিনি বলিলেন যে, বর্ষাকালে সেখানে এমন ঘর পাওয়া যায় না যে ছাদ হইতে না জল পড়ে। আমি এক্ষণে তো এই শিলাইদহে আসিয়াছি, পরে মেহেরপুরে যাইবার বাসনা আছে, পরে ঈশ্বর প্রসাদাৎ মেদিনীপুরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া চিরবাঞ্ছিত সুখ লাভ করিতে পারি। এবার এ অঞ্চলে এখনই এমত বৃষ্টি হইতেছে যে, এই বৈশাখ মাসকে কখন কখন আষাঢ় মাস ভ্রম হইতেছে এবং বায়ুও এমনি শীতল হইয়াছে যে, রাত্রিতে শাল গাত্রে দিয়া শয়ন করিতে হয়। বঙ্গদেশে তো বৈশাখ মাসে এমত শীত কখনো অনুভব হয় নাই। এ দেশের আচার ব্যবহারের সহিত শীত উষ্ণতারও কি পরিবর্ত্তন হইবে? কি আশ্চর্য্য সময়!

শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুকে আমার নমস্কার দিবে। মাদ্রাস দেশের পুরুষোত্তম মুদেলিয়ার যে পত্র লণ্ডন হইতে স্বদেশে লিখিযাছেন তাহার একখণ্ড তোমার জন্য পাঠাইতেছি।

শ্রীঃ

---

(২৯)

কলিকাতা
১৩ মাঘ ১৭৮৪ শক

তোমার গত দিবসের পত্র পাইয়া আহ্লাদিত হইলাম। তোমার কন্যার বিবাহে তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মকে অতিক্রম করিবে না। পরিমিত দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যে অনন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করে সেই ব্রাহ্ম। যে ব্রাহ্ম আপনার তাবৎ সাংসারিক শুভ কার্য্যে অনন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরের নিকট প্রণত হয় এবং কোন প্রকারেই তাঁহার পরিবর্ত্তে কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা না করে, সেই ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করে। সুতরাং জাত-কর্ম্ম প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গত অনুষ্ঠান বলা যায়। বিবাহের সময়ে জামাতাকে মধুপর্ক, অঙ্গুরী, আসন, বস্ত্র দিয়া যে অভ্যর্থনা করা হয়, তাহাতে কিছু মধুপর্ক অঙ্গুরী আসন বস্ত্রাদির পূজা হয় না কিন্তু সেই সকল সামগ্রীর দ্বারা বরের অর্চ্চনা ও অভ্যর্থনা করা হয়। কিন্তু ব্রাহ্ম বিবাহে বরকে অঙ্গুরী আদি দিয়া অভ্যর্থনা না করিলেই যে সে বিবাহ সিদ্ধ হইবেক না, এমত নহে। যদি তুমি বরকে অভ্যর্থনা না করিয়া তাহাকে কেবল কন্যা সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা করিবে, তাহাতে কোন ব্রাহ্মের আপত্তি নাই। শর্ম্মন্, বসু, মিত্র প্রভৃতি

যে সকল কুলের পদবী ক্রমাগত আবহমান চলিয়া আসিতেছে, তাহা পরিবর্ত্তন করা কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিসন্ধি নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিসন্ধি ঈশ্বরের আরাধনা করা এবং তিনি সৃষ্টিতে যে ধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রাণপণে রক্ষা করা। এই পৃথিবীতে চিরকালই ধন কুলের মর্য্যাদার বৈষম্য থাকিবে। পৃথিবীতে যেমন পর্ব্বত সমুদ্র উচ্চ নিম্ন স্থান আছে, সেই প্রকার মনুষ্য মধ্যে ধন মানের আধিক্য ও অল্পতা থাকিবে। কিন্তু ধনী হউন বা মানী হউন, দরিদ্র হউন বা নীচ হউন; রাজা হউন বা প্রজাই হউন, সকলেরই কর্ত্তব্য যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আদেশ অনুসারে পুত্তলিকার পূজা ত্যাগ করিয়া অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনা করেন ও ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে রক্ষা করেন। যতদিন না এই পৃথিবীতে সকল লোকে ধনে মানে পদে সমান হইবেন, ততদিন ব্রাহ্মসমাজকে আহ্বান করা যাইবে না বলিলে, বোধ হয় কোন কালেই ব্রাহ্মসমাজকে আহ্বান করা যাইতে পারিবে না।

আবহমান প্রচলিত পদবী থাকিতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তাই বলিয়া জাতিভেদ থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে জাতিভেদ নাই; ব্রাহ্মণ শূদ্রের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইতে পারে। তাহা বলিয়া সমান জাতির মধ্যে আদান প্রদান হইলে যে তাহা ব্রাহ্মবিবাহ হইল না, ইহা স্বীকার কবা যায় না। তোমার যদি অভিপ্রায় থাকে যে ভিন্ন জাতিতে তোমার কন্যাকে বিবাহ দিবে, তবে এ প্রস্তাবে সকল ব্রাহ্মই আহ্লাদিত হইবেন এবং এমত পাত্রও আছে যে, সে কন্যাকে গ্রহণ করিতে পারে।

আমরা পূর্ব্বপুরুষের নির্দ্দোষ প্রথা যাহা কিছু গ্রহণ করি, তাহা কিছু লোকের ভয়ে করি না, কিন্তু সেই প্রথা ভাল বলিয়াই

গ্রহণ করি ! পূর্ব্বপুরুষদিগের সকল প্রথাই পরিত্যাগ করিতেই হইবে, ইহাতে যেমন আমরা সম্মত নহি, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষদিগের সকল প্রথা গ্রহণ করিতেই হইবেক, ইহাতেও আমরা সম্মত নহি। পূর্ব্বপুরুষ হইতে আবহমান প্রচলিত যদি নির্দ্দোষ প্রথা পাই, তবে আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করি। প্রচলিত প্রথাকেই পৌত্তলিকতা বলা যুক্ত হয় না। পিতার মৃত্যু হইলে একপ্রকার শোক-চিহ্ন অবশ্যই ধারণ করিতে হইবে। প্রচলিত রীত্যনুসারে পিতার মৃত্যু হইলে পাদুকাদি পরিত্যাগ করিয়া শোক-চিহ্ন ধারণ করিলে যে, সে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধ কার্য্য হয়, ইহা ত আমার বোধ হয় না।

তোমার কন্যার বিবাহ যে প্রকার পদ্ধতি অনুসারে দিতে মানস করিয়াছ, তাহা একবার আমাকে দেখাইবার জন্য পাঠাইবে, বোধ হয় তাহাতে আমার কোন আপত্তি হইবে না। তদনুসারেই তোমার কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবেক। আমরা নামের জন্য কার্য্যকে ভুলি না। বাস্তবিক পুত্তলিকা-পূজা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তস্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনার সঙ্গে সাংসারিক বিবাহ আদি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইলেই নির্দ্দোষ হয়, আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মব্রতের রক্ষা হয়। ইহা হইলেই বাঁচি। আর যত হয় ততই ভাল। উমাচরণ বাবুকে আমার সাদর নমস্কার। ২৲ টাকা সমাজে দান দিবে। আমি ক্রমে সবল হইতেছি। সত্যেন্দ্র ভাল আছেন ও মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতেছেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

(৩০)

ওঁ

২৫ আষাঢ় ১৭৭৩ শক

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

তোমার বাস স্থান হইতে চুরি সম্বাদ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমার প্রতি চৌরের এত দৌরাত্ম্য! এইক্ষণে সাবধান পূর্ব্বক থাকিবে। আমি এখানে বিষয় ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া তোমাকেও পত্র লিখিতে এত বিলম্ব হইয়াছে। আমি বেথুন সাহেবের বালিকা-বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দত্ত খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মের বিপক্ষ হইয়া যে যে প্রস্তাব লিখিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তাহা লেখা তাঁহার সমাপ্তি হইয়াছে, তোমাকে তিনি তাহা দেখিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিবেন, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র বাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হওয়াতে তিনি আপনার পিতার সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে লক্ষ টাকার খত লিখিয়া লইয়াছেন এবং কলিকাতার অন্যস্থানে বাসা করিয়া আছেন, এমন পাগল আর ভূভারতে নাই। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যো তাঁহার মনকে সম্যক্ অধিকার করিয়াছে। বোধ হয় খ্রীষ্টীয়ান বা হইতেও পারে, কিন্তু তাহার এখন কিছুই নিশ্চয় নাই। যাহার কিছু ধর্ম্মবৃত্তি আছে, সে কি কখন জ্ঞানেন্দ্রের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে। যে পিতা চিরকাল তাহাকে পোষণ করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে এ প্রকার আন্তরিক যাতনা দিবার অপেক্ষা আর অধিক পাপ কি আছে? তোমার শারীরিক সম্বন্ধ লিখিয়া সন্তুষ্ট করিবে, আমি এখানে ভাল আছি। ইতি

(৩১)

ওঁ

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

তোমার ৭ শ্রাবণের পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। জ্ঞানেন্দ্র বাবু খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছেন, এইক্ষণে তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতা করিবার সাধ মিটিবে। পূর্ব্বে আমার নিকটে তিনি একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্ম সমাজে ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করেন, আমি তাঁহার এই অসম্ভব প্রস্তাবে অস্বীকার হওয়াতে যদিও পূর্ব্বে পূর্ব্বে কখন কখন ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা কহিতেন, সেই অবধি তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন। মনুষ্যের কি আশ্চর্য্য স্বভাব, অতি অল্প কারণে স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হয়। জ্ঞানেন্দ্র বাবুর যেমন পরিবর্ত্তনশীল স্বভাব এমত পুরুষেতে পাওয়া কঠিন। বেদ রক্ষা করিবার জন্য আমি বহু চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু এত পরিশ্রমের পর স্পষ্ট প্রতীতি হইয়াছে যে, সমুদায় বেদ রক্ষা হইবার নহে ; তাহাতে অনেক যুক্তি-অমূলক কথা আছে ; সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রকাশিত যে মত তাহাই প্রচার করিতে হইবেক। আমার প্রজারা সকলে হৃষ্ট পুষ্ট আছে, কলিকাতায় আইলে দেখিতে পাইবে। তোমার শারীরিক ও মানসিক সুস্থ সম্বাদ লিখিয়া আপ্যায়িত করিবেক। ১১ শ্রাবণ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৩২)

ওঁ

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

মদ্যপান পরিত্যাগ হইল এইক্ষণে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ হইলেই হয় তাহার আর বড় বিলম্ব বোধ হইতেছে না। সত্ত্বগুণ

যখন প্রবল হয়, তখন সাত্ত্বিক আহারই হইয়া উঠে। তোমার ব্রাহ্মণ বৃত্তি ব্রাহ্মণ্য দেব আর কত দিন তোমার অন্তর হইতে দূরে থাকিবেন। রজোগুণ প্রধান প্রযুক্ত রাজা, অতএব রাজা হইয়া মদ্যপান না করিলে কফাশ্রয় রোগ হয় বটে। আমি শারীরিক ভাল আছি এক্ষণে তুমি এখানে নাই নতুবা জ্যোতির ভাব এইক্ষণে দেখিলে অবাক হইতে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৩৩)

ওঁ

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

তোমার ১৭ভাদ্রের পত্র পাইলাম ও পরীক্ষার নিমিত্তে এইক্ষণে তোমাকে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে ; তথাপি মিলন্ সাহেবের বাহুল্য প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তর প্রদান হইয়াছে ইহাতে তোমাকে সাধুবাদ করিতে হইবেক। আমি জানি যে, এইক্ষণে তোমার পরিশ্রমের সময়, অতএব যখন উক্ত প্রশ্ন তোমার নিকটে প্রেরিত হয়, তখন আমি বলিয়াছিলাম এইক্ষণে ইহার উত্তর দিতে সময় হইবে না ; আমার মনে ছিল যে, পরীক্ষার পরে ইহার উত্তর আসিবে, কিন্তু ইহার মধ্যেই যে প্রস্তুত হইয়াছে ইহাতে বোধ হয় তোমার অনেক পরিশ্রম হইয়া থাকিবে। এইক্ষণে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিবার কি করিলে? বর্দ্ধমানাধিপতির পত্র যে সম্প্রতি পাইয়াছি, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি মৎস্য মাংস পরিত্যাগ

করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার পত্র হইতেই তাঁহার স্বীয় কথা লিখিতেছি দেখিবে। "I must tell to you that I am trying to leave off meat and fish and this is the third day I have not taking any—let me try few days and if I am able to do then I take no more" আমি এখানে এ পর্য্যন্তও তো আছি, পূজার সময় বাটী থাকিব কি কোথায় যাইব তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই; পূজার সময় এবার বাটী থাকিলে একটি বিশেষ সুখের সম্ভাবনা আছে যে, তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। তুমি কবে কলিকাতায় আসিবে? আমি এখানে ভাল আছি। ইতি ২০ ভাদ্র

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(৩৪)

ওঁ

পরম শুভাশীষাং রাশয়ঃসন্তুবিশেষ—

তোমারদিগের নিকট হইতে বিদায় হইয়া, বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরীর মোঁড়ের নিকটেই ব্যাঘাত উপস্থিত, রথ-চক্রের লৌহ-বেষ্টন বিযুক্ত হইল। পরে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া পল্‌তার ঘাটে উপস্থিত হইলাম। লালা সাহেব একটি ক্ষুদ্র বোট ভাড়া করিয়া দেন, তাহার আবার ছাতের উপর দিয়া ভিতরে জল পড়ে। বোটের মধ্যে আমরা একেবারে চারিজন যাইয়া উপস্থিত, লালা সহিত পাঁচজন হইল! স্থান কোথায় যে সকলে বসিবেন? চন্দ্রনাথ রায় এবং রাম বাবুতেই

সকল স্থান ঘিরিয়া বসিলেন। চন্দ্রনাথ রায়ের বোটে স্থান হউক না হউক তিনি আপনার উদরে কাকে স্থান দিবেন তজ্জন্যই মহাব্যস্ত। তিনি লালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জলপান কি আছে, লালা বলিলেন কিছুই নাই। ইহাতে গত রাত্রিতে যেমন সুখে আহার নিদ্রা হইল তাহা জানিতেই পারিতেছ। অদ্য প্রাতঃকালে ৫ঘণ্টার সময়ে বোট ত্যাগ করিয়া গাড়িতে আরোহণ করতঃ ৬ঘণ্টার সময়ে হুগ্‌লিতে পঁহুছিলাম। সমস্ত পথই বৃষ্টি।

এইক্ষণে সন্ধ্যা ৫ঘণ্টার সময়ে মেমারিতে পঁহুছিয়াছি, এখানে অপূর্ব্ব ডাকের বাঙ্গালা। আহার নিদ্রার কোন ক্লেশ নাই। এখানকার ভৃত্যেরাও "উদ্ধত ভৃত্য।"

লালা সাহেবের কিছুই আহার নাই। ভাগ্য বশতঃ প্রস্তুত অন্নও কাহারও নিকট অপ্রস্তুত হয়, ইহাও এক নীতিসারের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। লালাসাহেব কেবল প্রাতঃকালে যৎকিঞ্চিৎ দুগ্ধপান করিয়া ছিলেন সেই মাত্র। এইক্ষণে তিনি বলিতেছেন যে তাঁহার মাথা ঘুরিতেছে। হা অদৃষ্ট! সুস্থ শরীর ব্যক্তি কি।কেহ আমার সহবাসী হইবে না, হায়! অদ্য এতাবন্মাত্র।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

মেমারি ১৭আশ্বিন শনিবার

কলিকাতা হইতে ষষ্ঠ আড্ডা ২৫ ক্রোশ দূর।

(৩৫)

ওঁ

কলিকাতা

১৬ মাঘ ১৭৭৩ শক।

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—
তোমার ৬ মাঘের পত্র দ্বারা তোমার একটি বালক হইবার সম্ভাবনা অবগত হইয়া অত্যন্ত পুলকিত হইলাম। যথাকালে একটি পুত্র সন্তান জন্মিয়া সে তোমার গৃহের দীপ স্বরূপ হউক এবং আমাদিগের আনন্দ-বর্দ্ধন করুক। সেই দিনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম যে দিনে সুধাকর চন্দ্রের ন্যায় তোমার হৃদয়ানন্দের উদয় সংবাদ প্রাপ্ত হইব।

তোমার একজন ভ্রাতাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করাইতে অভিলাষ করিয়াছ শুনিয়া তুষ্ট হইলাম। তোমার মৈত্রেয়ী সে দিনকার মিষ্টান্ন খাইয়া কি ভাল বলিয়াছেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৩৬)

ওঁ

কলিকাতা

১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৭৭৫ শক

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—
আমার উপর এইক্ষণে সংসারের তাবৎ কর্ম্মের ভার পড়িয়াছে। তুমি যখন এখানে ছিলে তখন আমার হস্তে কত অবকাশ ছিল,

এখন তাহার কিছুই নাই। এই রৌদ্রের উত্তাপ—মধ্যম বাবু ও ছোট বাবু উদ্যানে থাকেন, আমি একাকী এই বৃহৎ পোত চালাইতেছি। তুমি শুনিয়া অবশ্য আহ্লাদিত হইবে যে, ঋণ স্বরূপ মহা বিপদ্ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কূল পাইবার আশা আমার মনে সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যেও অনেক বিপদ্ রহিয়াছে, কূলে না পঁহুছিলে আর নিস্তার নাই। এইক্ষণে যেন বোটের মাস্তলের মধ্যের দড়ি চ্ছেদ হইয়াছে, উপরের দড়ি ছেদ হইতে হইতেও হইতেছে না। যাহা হউক ঈশ্বর মঙ্গল স্বরূপ, তাঁহার রাজ্যে থাকিয়া কখন অকল্যাণ হইবে না।

মেদিনীপুরে অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইয়াছে, এখানেও অতিশয়। অদ্য মেঘ হইয়া জীবন রক্ষা করিতেছে। ওলাউঠাও এখানে বিস্তর। এ সময়ে তুমি সাবধানে থাকিবে।

তথাকার ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতি সম্বাদ শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। এখানেও ব্রাহ্ম সমাজের অত্যন্ত উন্নতি। এইক্ষণে এখানকার ব্রাহ্মসমাজে অনেক শ্রদ্ধাবান্ যুবা ব্রাহ্মেরা নিয়ত আসিয়া থাকেন। ভবানীপুরেও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইয়াছে। কবে এই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম আমারদিগের দেশের সাধারণ ধর্ম্ম হইবে? আমি ভাল আছি। তোমরাও সকলে অবশ্য ভাল আছ। তোমার ভ্রাতার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছ ভালই।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৩৭)

ওঁ

কলিকাতা

২৭ পৌষ

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

তোমার ২৫ পৌষের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তাৎপর্য্য দুই এক শ্লোক করিয়া যেমন লিখিবে তেমনই পাঠাইয় দিবে, তাহা ডাকের মাশুল না দিয়া পাঠাইবে। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের তাৎপর্য্য লেখা অতি গুরুতর কর্ম্ম তাহার সন্দেহ কি? তুমি তাহা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ ইহাতে আমি আনন্দিত হইলাম। যদিও তোমার সময় অল্প তথাপি ক্রমে ক্রমে লিখিবে;—শনৈঃ পন্থা শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অধ্যায় সকলের তাৎপর্য্য অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই, কিন্তু অচিরাৎ মুদ্রিত হইবার সম্ভাবনা আছে, অতএব তাহার যে যে শ্লোকে যে যে ভাব তোমার উদয় হইবে তাহা লিখিতে থাকিবে।

শ্রীযুক্ত বেণী বাবুর প্রমুখাৎ অবগত আছি যে, তোমার নোটের বিষয় অচিরাৎ সিদ্ধ হইবেক। বাঙ্গাল বেঙ্কে বড় কঠিন নিয়ম তাহা প্রতিপালন করিতে অধিক কালের প্রয়োজন।

• ১৮ পৌষে আমাদিগের পল্‌তার উদ্যানে কয়েক জন প্রধান প্রধান ব্রাহ্মদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম; প্রায় ৬০ জন ব্রাহ্ম একত্র হইয়াছিলেন। বৃক্ষতলে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইল এবং সামিয়ানার ছায়াতে ভোজন কার্য্য সমাধা হইল। সেই ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল যে, ব্রাহ্ম-দিগের এক দল বদ্ধ করিয়া তাহাদিগের মধ্যে কন্যা আদান প্রদান

চালান যায়। তাহা হইলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিতে কাহারও বাধ্য হইতে হয় না। এই প্রস্তাবে ৮ জন ব্রাহ্ম অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, আমরা ইহাতে প্রস্তুত আছি এবং আমারদিগের মধ্যে পরস্পর কন্যা আদান প্রদান করিব। এইক্ষণে এই বিষয় সিদ্ধির নিমিত্ত যত্ন করা যাইতেছে, ইহা সিদ্ধ হইলে ধর্ম্মের মূল বদ্ধ হয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কর্ম্ম অতি কঠিন, তাহাতে বাঙ্গালির মন অতি কোমল, দেখা যাউক কি হয়।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৩৮)

ওঁ

কলিকাতা

৮ মাঘ ১৭৭৫ শক

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

আপনার ৬ মাঘের পত্রেতে সুযুক্তি যুক্ত পরামর্শ প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত লাভ জ্ঞান হইল। আপনার অভিপ্রায় মতে শ্রাদ্ধ ও বিবাহের পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে হয়। নতুবা ব্রাহ্মদিগের তৎ তৎ কর্ম্মে আত্মপ্রসাদের হানি হয়। ইহাতে আমার সম্যক্ মত ও সম্মতি আছে। কিন্তু ইহা বিবেচনা করিতে হইবেক যে, নূতন পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিতে হইলে বর কন্যা কি প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্মের পুত্র এবং ব্রাহ্মের কন্যা ব্যতীত নূতন পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হইতে পারে না। প্রাচীনেরা এবং ব্রাহ্ম ভিন্ন অন্য ব্যক্তিরা এ পদ্ধতি স্বীকার করিবেন না এবং বিবাহ যে

সিদ্ধ হইল এমতও অঙ্গীকার করিবেক না। যাহারা ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দিতে সম্মত হইবে না, তাহারা ভিন্ন পদ্ধতিতেও বিবাহ দিতে সম্মত হইবে না। ইহাতে পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কেবল পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিলে হয় না, জাতি ভেদও উঠাইয়া দিতে হয়। এ পরিবর্ত্তনে আর কতক কতক হয় না। বিশেষতঃ আপনি অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্তিম ক্রিয়া সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন, ব্রাহ্মদিগের উপনয়ন বিষয় কেন স্মরণ করিলেন না, যদি আপনার মতে শ্রাদ্ধের পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তবে আপনার মতে অবশ্য অন্নপ্রাশনেরও পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কারণ অন্নপ্রাশনেতেও শ্রাদ্ধাদি যুক্ত আছে। ব্রাহ্মণদিগের উপনয়নের বিষয় কি বিবেচনা করেন তাহাদিগের উপনয়ন বিধান পরিবর্ত্তন করিবেন? না, একেবারে পরিত্যাগ করিবেন? আমার মতে ব্রাহ্মদিগের উপনয়ন স্বধর্ম্ম সম্মত নহে। অতএব অবশ্য তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, যদি ব্রাহ্মদিগের উপনয়নই পরিত্যাগ করিতে হইল, তবে আর ব্রাহ্মণ শূদ্র প্রভৃতি জাতি ভেদ কোথায় থাকে যে, বিবাহের সময়ে জাতিভেদ করা যায়। অতএব আপনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, কিঞ্চিৎ-মাত্র পরিবর্ত্তন করিতে গেলে, সকলই পরিবর্ত্তন করিতে হয়, কেবল পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকা যায় না, তাহা হইলে জাতিভেদও ভাঙ্গিয়া দিতে হয়; অতএব পরিবর্ত্তন করিতে হইলে এ অবধিই ভদ্র ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান এবং ইতর ব্রাহ্মদিগের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান সংস্থাপিত করিতে হয়, নতুবা কিছুই পরিবর্ত্তন করা হয় না; কিন্তু বোধ হয় এখন এমত সময় উপস্থিত হইয়াছে যে, কাহারও পরিবর্ত্তনে বাধা দিবার সাধ্য নাই ইতি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(৩৯)

ওঁ

কলিকাতা

১৫ মাঘ ১৭৭৫ শক

শ্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

তোমার ১৩ মাঘের পত্র পাইয়া সদ্যুক্তি লাভ করিলাম। তুমি বহুদর্শী, জাতি ভেদ বিষয়ে তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহা যথার্থ। এক্ষণে এমত সময় উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে জাতি ভেদ ভঙ্গ করা যায়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কালে যে জাতিভেদ থাকিবেক না তাহা স্পষ্ট বোধ হইতেছে; যে হেতু নানা ঘটনা সেই জাতিভেদ ভঙ্গ বিষয়ে উন্মুখ হইয়াছে। আমি যখন লিখিয়াছিলাম যে, এমত এক কাল উপস্থিত হইয়াছে যে, কাহারও পরিবর্ত্তনে বাধা দিবার সাধ্য নাই—তাহার এ তাৎপর্য্য নহে যে, এক দিবসেই সম্যক্ পরিবর্ত্তন হইবেক। কিন্তু যে পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার সাধ্য নাই। ব্রাহ্ম করিয়া উপবীত দেওয়া বড় নূতন কথা লিখিয়াছ। বড় কুতূহল জনক। আমরা কোথায় উপবীত ত্যাগ করাইয়া ব্রাহ্ম করিতে ব্যগ্র; তুমি ব্রাহ্ম করিয়া উপবীত দিবার নিয়ম করিতে চাহিতেছ। যাহা হউক জাতিভেদ ভঙ্গ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত অক্ষয় বাবুরও এই মত। তিনি বলেন যে, মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্রকে দুঃখ দিয়া স্বজাতি হইতে পৃথক্ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। এ বিষয়ে তুমি আপনার যথার্থ অভিপ্রায় যে লিখিয়াছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত সন্তোষপ্রাপ্ত হইলাম এবং ইহাতে আমার লাভ জ্ঞান হইল। তোমার মনের যাহা কিছু অভিপ্রায় তাহা আমাকে বলিতে কদাপি সংকোচ করিবে না।

প্রিয় বন্ধুর নিকট হইতে যদি সৎপরামর্শ না পাইব, তবে আর কোথা হইতে পাইব!

জাতিভেদ যে না থাকে তাহা কিছু আমাদের মুখ্য লক্ষ্য নহে, আমাদিগের লক্ষ্য যে জ্ঞানস্বরূপ মঙ্গলস্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা প্রচার ও ব্যাপ্ত হয়, কিন্তু জাতি সংস্কারের মধ্যে পৌত্তলিকতা থাকাতেই এত অনর্থ হইয়াছে ইতি।

---

(৪০)

ওঁ

৭ বৈশাখ। ১৭৭৬

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

শ্রীযুক্ত দয়ালচাঁদ উপাচার্য্য এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছেন, তোমার যত্ন সহকারে তথাকার ব্রাহ্মসমাজ দিন দিন যে উন্নত হইতেছে এ সংবাদে আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ জন্মিয়াছে। তথায় ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনা সভা সংস্থাপনের যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ, ইহা অতিশয় সদভিপ্রায়। যখন পরমেশ্বরকে উজ্জ্বল, পরিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত বুদ্ধি দ্বারা সাক্ষাৎকার করা যাইতে পারে, তখন তদ্‌বিষয়ে বুদ্ধি চালনার ন্যায় তাঁহাকে জানিবার আর প্রশস্ত উপায় কি হইতে পারে? অতএব ব্রহ্মজ্ঞানালোচনা সভা সংস্থাপন করিবার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবে। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় যে গ্রন্থ প্রস্তুত করিতে সংকল্প করিয়াছ ইহাও অতি উত্তম, আমি তাহা দেখিতে পাইলে বড়ই আনন্দিত হইব। ব্রাহ্মধর্ম্ম-দীপিকা অতি আবশ্যক, অতএব ইহা রচনা করিতে বিশেষ যত্নশীল হইবে; তাহার উৎকৃষ্টতার প্রতি

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার অনেক নির্ভর করিবে। তোমাদের বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষকেরাই দেখি ব্রাহ্ম হইয়াছেন, কেবল দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম-আশ্রয় করেন নাই। তিনি যদি দ্বিতীয় শিক্ষক, তবে অবশ্যই তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি হইবেন, তবে তাঁহার এই উৎকৃষ্ট পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ না করিবার তাৎপর্য্য কি—আমি ভাল আছি ইতি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৪১)

ওঁ

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

তোমার ৪ চৈত্রের পত্র পাইয়া অবগত হইলাম। পুঁথী যে পাঠাইয়াছ তাহা সমাজে পঁহুছিয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রশ্নোত্তর ছলে না লিখিলে বোধ হয় উত্তম হইতে পারে, তাহার এক অধ্যায় লেখা হইলে আমি দেখিতে অভিলাষ করি। তোমার আর এক দুহিতা হইয়াছে, উত্তম। শ্রীযুক্ত উপাচার্য্য মহাশয়কে আমার প্রীতি পূর্ণ নমস্কার দিবে এবং শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু প্রভৃতিকে আমার প্রিয় সম্ভাষণ দিবে ইতি। ৭ চৈত্র ১৭৭৬

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

---

(৪২)

ওঁ

গৌরহাটী ১৬ শ্রাবণ ১৭৭৭ শক

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

ধর্ম্ম তত্ত্বদীপিকার পঞ্চম অধ্যায় ও ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য প্রাপ্ত হইলাম। শাঁওতালের উপদ্রবে বঙ্গভূমি অস্থির

হইয়াছে। তোমার স্থানে মেদিনীপুরের হৃৎকম্প শুনিয়া কম্পিত হইলাম। তোমার পরিবারদিগকে আর তথায় রাখিবে না। যত শীঘ্র পার তথা হইতে বাটী পাঠাইয়া দিবে। আর সাহেবেরা যদি সে স্থান হইতে পলায়ন করেন, তবে তুমিও তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তী হইবে। উপাচার্য্য মহাশয়ের বাটী একেবারে সাঁওতালের গ্রামের মধ্যে পড়িয়াছে। তাঁহার ঝটিতি সংবাদ লিখিয়া আমাকে নিরুদ্বিগ্ন করিবে। তথাকার আর আর সংবাদ ত্বরায় লিখিয়া আমাকে সুস্থির করিবে ইতি। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৪৩)

ওঁ

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

অদ্য মঙ্গলবার সকল কার্য্যালয় বন্ধ। আমি অদ্য নৌকাতে আরোহণ করিলাম, কিন্তু শ্রীযুক্ত উপাচার্য্য মহাশয়কে এ পর্য্যন্ত দেখিতে পাইলাম না। ঢাকা অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজের ভাব দেখা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়াছে, এই অবকাশের সময় ভিন্ন সেখানে যাওয়ার সুসার হয় না। ইহাতে যদি এইক্ষণে তমলুকে যাইতে হয়, তবে অনেক সময় গত হয়, এই অবকাশের মধ্যে ঢাকায় যাওয়া হয় না। তোমার সঙ্গে ইহার পরেও দেখা হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ঢাকায় এ সময় না যাইলে আর যাইবার বড় সুসার হয় না, এই বিবেচনায় ঢাকা অঞ্চলে গমনোন্মুখ হইলাম; যদিও ইহাতে তোমার সহিত সহবাসের সুখ ভোগ করিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইল, তথাপি ধর্ম্মের উন্নতি কার্য্যে দূর দেশে যাওয়াতে মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেছি। যাহার

জন্য আমাদিগের ইচ্ছা প্রবলা হয়, তাহাও কখন কখন সম্পন্ন হয় না, আর যাহার জন্য বিশেষ যত্ন করা যায় নাই, এমত মহৎ সুখও কখন কখন উপস্থিত হয়। সকল ঘটনার সূত্র যাঁহার হস্তে, তিনিই জানেন যে কিসে আমাদের মঙ্গল হয় এবং তদনুসারেই হইয়া উঠে। হে পরমাত্মন্ তোমার নিগূঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিবে। ৩১ আশ্বিন ১৭৭৭।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৪৪)

ওঁ

কলিকাতা

২৩ অগ্রহায়ণ ১৭৭৭।

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

তোমার ধর্ম্মতত্ত্ব দীপিকা এখান হইতে প্রেরিত হইয়াছে, এত দিন পাইয়া থাকিবে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বাবুর এক প্রকার শিরঃ পীড়া হইয়াছে তাহাতে বুদ্ধি চালনা করিলে তাহা বৃদ্ধি হয়, তোমার সেই পীড়া অল্পমাত্রায় ছিল, এখন বোধ হয় মেদিনীপুরে যাইয়া তাহা আরাম হইয়াছে। তোমাদিগের উপাচার্য্যকে লইয়া গ্রামস্থ লোক বড়ই যন্ত্রণা দিতেছে। তাঁহার পত্র লইয়া তাঁহার একটি লোক আমার নিকট আসিয়াছিল আমি তাহাতে অবগত হইয়াছি। এখনও বোধ হয় তাঁহার মেদিনীপুরে যাওয়া হয় নাই। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৪৫)

ওঁ

বৰ্দ্ধমান
৯ অগ্রহায়ণ ১৭৭৭।

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

আমি ঢাকা হইতে ৩ অগ্রহায়ণে দ্বিপ্রহর রাত্রিতে নির্ব্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে বাটী আসিয়া পঁহুছিলাম। তাহার পর দিবসে বর্দ্ধমানাধিপতির জন্মোৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া ৫ অগ্রহায়ণে এখানে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। বর্দ্ধমানাধিপতি ইতঃপূর্ব্বে যখন মুচিখোলায় গিয়াছিলেন, তখন আমার ভবনে আসিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন; সুতরাং বাটীতে উপস্থিত হইয়াই পুনর্ব্বার বর্দ্ধমানে রাজার নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত আসিতে হইল। এখানে আইলেই তোমার সহিত সদালাপ করত দামোদর নদী দিয়া যে প্রথম বার অত্রস্থলে সুখে আগমন হইয়াছিল, তাহা এতদিন বিলম্বেও স্মরণের পথে জাজ্জ্বল্যমান প্রকাশ পায়। সেই সন্ধ্যার সময় বর্দ্ধমান প্রাপ্তির উদ্দেশে নৌকা হইতে অবতরণ, বহুদূর পর্য্যটন, পরে বাজারে আগমন, সেই দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিতে দ্বারি কর্তৃক নিবারণ, মনোহর চন্দ্রমার কিরণ দ্বারা বর্দ্ধমান পুরি দর্শন দামোদর নদী তীরে দ্বিপ্রহর রজনীতে পুনর্ব্বার প্রত্যাগমন, শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া তোমার সেই নৌকাতে শয়ন ও পরদিবস গোমানীর আগমন এবং রাজার আতিথ্য গ্রহণ, এ সকল যেন সে দিনের কথা মত বোধ হইতেছে। ঢাকা হইতে আসিতে সুন্দরবনে দিন ছয় থাকিতে হইয়াছে, তথাকার সেই কদর্য্য জল বায়ু ভোগ করিয়া পরে বর্দ্ধমানের জল বায়ুকে বিশেষরূপে এই ক্ষণে

লাভ জ্ঞান হইতেছে। সেই তারাচাঁদ বাবুর বাটীতে এবারও আমার বাস হইতেছে। কিন্তু তাহার সজ্জা এক্ষণে সে প্রকার নাই। তখন হইতে এখন এখানে আরামে থাকা যায়। তখনকার মত লোক সমারোহের উপদ্রব নাই, এখন যেন আপনার বাটীতেই আছি।

আমার প্রতি রাজার অত্যন্ত দৃষ্টি ও যত্ন। রাজার স্বভাবের এই এক অপবাদ এখানে আছে যে, নূতন লোকের সহিত তাঁহার যে প্রকার ভাব প্রকাশ পায় তাহা কালেতে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া যায়, কিন্তু আমার সম্বন্ধে তাহার বিপরীত দেখিতেছি, প্রতি বৎসরে আমার প্রতি তাঁহার ভাব যেন বৃদ্ধি হইতেছে। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ ও তারক নাথ এখানে রাজার নিকটে বিশেষ প্রতিপন্ন হইয়া আছেন। জন্মোৎসবের দিবস এখানে ব্রাহ্মসমাজ হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ তদ্দিবসের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট বক্তৃতা পাঠ করিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীক্রমে এখানে উপাসনা কর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়। সমাজ এখানে প্রায় ১১ টা বেলার সময় হইয়াছিল। রাজা তাঁহার বহুপরিবার কর্তৃক বেষ্টিত হইয়া বিনীত ও ভক্তি ভাবে তথায় পরব্রহ্মের উপাসনা করিলেন ও পরে রাজ গৃহে রাজাসনে উপবেশন করিয়া প্রজা ভৃত্য ও অনুগত বর্গের দর্শণী গ্রহণ করিলেন। খৃষ্টান কৃষ্ণ-মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রাত্রির সভাতে আসিয়া টেবিলে আহারে বসিয়া গেলেন এবং মদ্য পান করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আমাকে তিনি অনুরোধ করিলেন রাজার অদ্য জন্মোৎসব, আপনি কিছু আমার সহিত মধুপান করুন, আমি তাহাতে অস্বীকার হইলাম। পরে কহিলেন কিছু সাম্‌পেন পান করুন, আমি কহিলাম, না। পরে তিনি নিরস্ত হইলেন। ভদ্র সাহেব ও বিবি দিগের সভা মধ্যে এবং রাজা ও আমাদিগের সাক্ষাতে স্বয়ং ধর্ম্ম যাজক হইয়া যে প্রকার মদোন্মত্ত স্বরে

আলাপ আরম্ভ করিলেন তাহাতে সকলেই ত্যক্ত হইয়া উঠিল। আহারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় বাদ্য হইতেছিল, সেই বাদ্যকে ঢাকিয়া মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণ বন্দ্যোর স্বর সকলের কর্ণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল এবং তাঁহার কটু শ্লেষ ও অশুভ ভাব উদ্গীরিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ তাহার নিকটবর্ত্তী দিগকে বিষ জ্বালায় জ্বালাতন করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বন্দ্যোর এপ্রকার স্বভাব আমি কখন মনে করি নাই। ক্রাইষ্টের উপদেশ, ক্রাইষ্টের দৃষ্টান্ত তাহার যে কিছু মাত্র মনোগত হইয়াছে এমত কখনই বোধ হয় না। আহা! ঈশ্বর! মনুষ্যের স্বভাব কত দিনে এ সকল কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইবে, কত দিনে তাহাদিগের মনে মঙ্গল ভাবের আবির্ভাব হইবে, কত দিনে তোমার মঙ্গলাভিপ্রায়ের অনুগত হইয়া চলিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

---

(৪৬)

পাটনা

২২ কাৰ্ত্তিক ১৭৭৮ শক

ওঁ

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কারানিবেদনমিদং—

আমি চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত এই সংসার ঘুঁটিয়া দেখিলাম, তোমার সমান আর একটি বন্ধু প্রাপ্ত হইলাম না। ভাই, এ সংসার বড় দুরন্ত। এই সংসারে থাকিয়া তুমি যে রূপে ঈশ্বর পরায়ণ হইয়া এবং সাধু ব্যবহার করিয়া কাল যাপন করিতেছ এমত ব্যক্তিও পাওয়া

ভার। তোমার পরিষ্কার মনে ব্রহ্মজ্যোতির আভা লাগিলে তোমার যে আনন্দের উদয় হয় তাহার পরিবর্ত্তে তুমি কিছুই চাহ না। ইহাই আমারদিগের পরম গতি, ইহাই আমারদিগের পরম সম্পদ, ইহাই আমারদিগের পরম লোক, ইহাই আমারদিগের পরম আনন্দ।

এবার জল পথে দেশ কালাতীত পরম পুরুষের দেশ কালগত মহিমা দর্শন করত তৎপ্রসাদে এত দূরে সুস্থ শরীরে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। এ বৎসরে গঙ্গার অত্যাচারের চিহ্ন অনেক স্থানে দৃষ্ট হইল। কত গ্রাম জলে মগ্ন হওয়াতে লোক সকল নিরন্ন হইয়া গিয়াছে। তীরস্থ কত কত বৃহৎ ইষ্টকালয় সকল ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। কহলগাঁর নিকটবর্ত্তী কান্তনগর নামে এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম গঙ্গার প্রবল স্রোতে এমনি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে যে, সেই সমুদায় গ্রামের লোক তথা হইতে উঠিয়া যাইয়া অন্যত্র এক নূতন গ্রাম পত্তন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। যেমন জলের অত্যাচার হইয়াছিল, তেমনি মধ্যে মধ্যে বায়ুরও উপদ্রব গিয়াছে। রাজমহল অবধি ভাগলপুর পর্য্যন্ত শত শত বৃহৎ নৌকা জলে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে।

মধ্যে আমার চক্ষুর পীড়া হওয়াতে তোমাকে কিছুই লিখিতে পারি নাই। কিন্তু আমি যেখানে থাকি তোমার সেই সৎপ্রকৃতি আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কুজনের গ্রন্থ যাহা তোমার প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা বৈকুণ্ঠনাথ বাবু পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমিও তাহা পাইয়া থাকিবে। ধর্ম্ম-তত্ত্ব-দীপিকা গ্রন্থে যে পরিশ্রম করিতেছ তাহা অবশ্য সার্থক হইবেক। কলিকাতা রিভিউ আমার হস্তগত হয় নাই, সুতরাং তাহা তোমাকে পাঠাইয়া দিতে পারি নাই। তুমি শুনিয়া এইক্ষণে আহ্লাদিত হইবে যে, আমার সেই চক্ষুর পীড়ার শান্তি হইয়াছে। তোমার মৈত্রেয়ীর দুর্ব্বলতা জন্য যে শিরঃপীড়া হইয়াছিল

তাহার শান্তি হইয়াছে কি না? তোমারদিগের কুশল বার্ত্তা কাশীতে লিখিলে আমি পাইতে পারি এবং আপ্যায়িত হই।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

---

(৪৭)

ওঁ

অমৃতসর ১২ফাল্গুন ১৭৭৮

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদন মিদং—

আমি কাশীতে পহুঁছিয়াই তথায় তোমার এক পত্র পাইয়াছিলাম। কাশীতে আমি জল পথে গিয়াছিলাম, তথা হইতে গাড়ীর ডাকে আগ্রাতে গিয়াছিলাম, তথা হইতে পুনর্ব্বার নৌকাতে আরোহণ করিয়া যমুনা নদীর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মথুরা ও বৃন্দাবন হইয়া দিল্লীতে আসিয়া পঁহুছিলাম। দিল্লী হইতে পুনর্ব্বার গাড়ির ডাকে পিপলী পর্য্যন্ত আইলাম, তথা হইতে পাল্কীর ডাকে লাহোর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া সেখান হইতে এইক্ষণে আসিয়া এই অমৃতসরে অবস্থিতি করিতেছি। যে পঞ্জাবের মধ্যে পূর্ব্বে চলিতে চলিতে মাথা যাইত, এই-ক্ষণে :সে পথে আর কোন শঙ্কা নাই। ঈশ্বর প্রসাদাৎ এতদূর পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। এ বৎসর দীর্ঘকাল শীতভোগ করিতে হইয়াছে। অদ্যাপি রাত্রিতে কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিতে হইতেছে। তোমার ধর্ম্ম-তত্ত্বদীপিকাকে এক প্রকার গোছা-ইয়া উঠিয়াছ ইহাতে আনন্দিত হইলাম। এইক্ষণে তাহা আর

প্রকাশের বিলম্ব কি? হামিল্টনের দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিতে করিতে তাহার একস্থান এমনি বোধ হইল যে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি" এই শ্রুতির তাৎপর্য্য অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তাহা তোমার দৃষ্টির নিমিত্তে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

What is our thought of creation? It is not a thought of the mere springing of nothing into some thing on the contrary creation is concieved, and is by us concievable, only as the evolution of existence from possibility into actuality by the fiat of the Deity. Let us place ourselves in imagination at its very crisis. Now can we construe it to thought than the moment after the universe flashed into meterial reality, into manifested being. There was a larger complement of existence in the universe and its author together than the moment before there subsisted in the deity alone! This we are unable to imagine and what is true of our concept of creation holds of our concept of annihilation. We can think no real annihilation, no absolute sinking of something into nothing. But as creation is cogitable by us, only as putting forth of Devine power, so is annihilation by us only concievable as a withdrawal of that same power. All that is now actually existing in the universe, this we think and must think as having prior to creation virtually existed in the creator, and in imagining the universe to be annihilated we can only concieve

this, as the retractation by the Deity of an overt energy into latent power—

Sir W. Hamilton.

তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে। ইতি

---

(৪৮)

ওঁ

অমৃতসর ২৪ফাল্গুন ১৭৭৮

প্রীতিপূর্ব্বক ননস্কারা নিবেদন মিদং—

তোমার ১২ ফাল্গুনের দিল্লী ঠিকানার পত্র আমি অদ্য এখানে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে মগ্ন হইলাম। তোমার মনকে ধন্য, তোমার মন সর্ব্বদাই দেশের হিতানুষ্ঠানে নিযুক্ত রহিয়াছে। তোমার সাধ্য ও যত্নে দেশের যতদূর মঙ্গল হইতে পারে তাহার কিছু মাত্র ত্রুটী করহ না। মেদিনীপুরের উষর ভূমিতে কেবল একমাত্র তোমার যত্ন দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজ জীবিত রহিয়াছে এবং অল্পে অল্পে তাহার উন্নতিও হইতেছে। সৎপদার্থকে উপার্জ্জন করিতে, তাঁহার প্রতি প্রেম স্থাপন করিতে, তাঁহার স্থাপিত ধর্ম্ম পালন করিতে তাঁহার উপাসনা প্রচার করিতে, তোমার ন্যায় এত ব্যগ্র আর কাহাকে দেখা যায়? তোমার ধর্ম্মতত্ত্ববিবেক প্রায় সাঙ্গ হইয়াছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। দেখিতেছি, তুমি অতি কঠোর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ, তোমার ভাইদিগকে বিধবাদিগের সহিত বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইয়াছ। ইহাতে যে বিষ উঠিবেক তাহা তোমার কোমল মনকে অস্থির করিয়া ফেলিবে। “কিন্তু “সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়” ঈশ্বরই তোমাকে রক্ষা

করিবেন। তোমার ভাইদিগের বিধবা বিবাহে সম্পুর্ণ ইচ্ছা আছে কি না? এ বিষয়ে তোমার মৈত্রেয়ীর কি মত? বোধ হয় এত দিনে বিবাহ কার্য্য সকল সম্পন্ন হইয়া থাকিবেক। তোমার মাতা ঠাকুরাণী এইক্ষণে মথুরাতে যাইয়া তথাকার ডাক্তারের বাটীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার নাম দীননাথ ঘোষ না? তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বোড়াল বিদ্যালয়ের সম্পাদক না ছিলেন, যিনি বিদ্যালয়ের টাকা আদায় করিতে মধ্যে মধ্যে আমার নিকটে যাইতেন? দীননাথ ঘোষ অতি উপযুক্ত হইয়াছেন, তিনি অতি শান্ত এবং ধীর। তিনি মথুরাতে আমার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া অতিশয় আগ্রহ পূর্ব্বক আমার সহিত আসিয়া দেখা করিলেন এবং তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। আমার জামাতা সারদাপ্রসাদ এই ক্ষণে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছেন। প্রথম প্রথম তাঁহার বাবুগিরির প্রবল ইচ্ছা দেখিয়া দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহার পরে দ্বিজেন্দ্র আমাকে আর এক পত্রে লিখিয়াছেন যে "মহাশয়কে পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম যে উত্তম উত্তম পোষাক পরিধান করিতে সারদাপ্রসাদের বড় ইচ্ছা কিন্তু এইক্ষণে আমারদিগের সঙ্গে সহবাস করাতে সে ইচ্ছা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে।" আমি এই বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রের দুই পত্র তোমার দৃষ্টির নিমিত্তে পাঠাইতেছি দেখিবে। শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথের ইংরাজী ভাষা কতটুকু আয়ত্ত হইয়াছে তাহা তোমার দেখিবার জন্য তাহারও দুই ইংরাজি পত্র ইহার মধ্যে পাঠাইতেছি। এই চারি পত্র দ্বারা তাহারদিগের মনের ভাবও অনেক বুঝিতে পারিবে। প্রতাপ বাবু আমার অতিশয় প্রিয়। তিনি তোমাকে মধ্যে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া তুমি লিখিয়াছ প্রতাপ বাবু কি উত্তম লোক। অতএব আমার সেই

পত্র দেখিতে বাসনা হইতেছে। অদ্যাপি এখানে শীত ঋতু বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমার শরীর ও মন ভাল আছে। তোমারদিগের সকলের কুশল বার্ত্তা লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

---

(৪৯)

ওঁ

শিমলা

২ চৈত্র ১৭৭৯ শক

অভিন্ন হৃদয়েষু—

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—তোমার পত্র দ্বারা অবগত হইলাম যে, তুমি পূজার সময়ে কলিকাতায় আসিয়াছিলে এবং তোমার গ্রামস্থ লোকের অত্যাচার ভয়ে বোড়ালে থাকিত পারহ নাই, অতি সংগোপনে এক রাত্রির জন্য তথায় যাইয়া তোমার খুড়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে। এই সকল উৎপাতে তুমি অত্যন্ত 'অসুখী হইয়া থাকিবে। আহা! যাহার আন্তরিক ইচ্ছা যে সকল লোক সুখী হউক, তাহার মনে আঘাত দিতে যাহারা সংকল্প করে তাহারদিগের মন কি কঠোর। কিন্তু আমি জানিতেছি যে পাপের শাস্তা ও পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা মঙ্গল স্বরূপের শীতল ছায়াতে বাস করিয়া এ সকল অসহ্য অত্যাচার তুমি অতিক্রম করিতে পারিতেছ।

যদিও তোমার আকৃতি এইক্ষণে আমার নয়ন গোচর হইতেছে না, তথাপি তোমার উদার উজ্জল শান্ত মনের ভাব কদাপি বিস্মৃত হইতে পারিব না। আশীর্ব্বাদ করি যে, তোমার নবকুমার তোমার মহতী

প্রকৃতির অধিকারী হইয়া আমারদিগের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করে। বোধ করি তোমার ভ্রাতারা ও ভাতৃ বধুরা তোমার সহিত মেদিনীপুরে সুস্থ ও সুখী আছেন এবং অন্য অন্য পরিবারের সহিত তুমিও সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতেছ! ধর্ম্মতত্ত্ববিবেকের সমাপ্তি হইবার আর অপেক্ষা কি? মেদিনীপুরের সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ বোধ করি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকিবে। তথাকার উপাচার্য্য মহাশয়কে আমার প্রিয় সম্ভাষণ সহিত নমস্কার দিবে। তোমার মাতা না জানি এইক্ষণে কোথায় আছেন, আমি ঈশ্বর প্রসাদাৎ এই শীতল দেশে সুস্থ শরীরে আছি। ইতি

---

(৫০)

ওঁ

শিমলা

১ শ্রাবণ ১৭৮০ শক

অভিন্ন হৃদয়েষু—

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদন মিদং—

বহু দিবস হইল, ইতঃ পূর্ব্বে তোমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার কোন উত্তর প্রাপ্ত হই নাই, এ হেতু বোধ হয় যে তাহা তোমার হস্তে না পঁহুছিয়া থাকিবেক। সম্প্রতি এখানে বর্ষা কাল বিরাজমান, পর্ব্বত হইতে বাষ্প সকল অনবরত নির্গত হইয়া সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। এক একবার আমারদিগের দৃষ্টি হইতে সমুদয় জগৎ বাষ্প মধ্যে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, বৃষ্টি হইয়া পুনর্ব্বার তাহা প্রকাশ পাইতেছে। এখানে মেঘের সঞ্চার হইলেই বিলক্ষণ শীতের

প্রভাব হয় প্রায় বারমাসই উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। আমি ২৫ জ্যৈষ্ঠে আরও উত্তর হিমালয় দর্শনের নিমিত্তে এই শিমলা হইতে যাত্রা করি, প্রায় বিশ ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিয়া বারকাণ্ডা নামক পর্ব্বত শিখরে উপস্থিত হই। যদিও উষ্ণ বস্ত্রই গাত্রে ছিল, তথাপি তথাকার শীতল বায়ুতে শীত অনুভব হইতে লাগিল। পরদিবসে প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনার পর চা এবং দুগ্ধ পান করিয়া পদব্রজেই চলিলাম। অদূরেই নিবিড় বনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম, যেহেতু সে পথ বনের মধ্যে দিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সেই বনকে ভেদ করিয়া রৌদ্রের কিরণ ভগ্ন হইয়া পথে পড়িয়াছে, স্থানে স্থানে অতি প্রাচীন জীর্ণ শরীর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ সকল মূল হইতে উৎপাটিত হইয়া, কোন কোন বৃক্ষ বা সমূলে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত রহিয়াছে, কত তরুণ বয়স্ক বৃক্ষও দাবানলে দগ্ধ হইয়া অসময়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

অনেক পথ চলিয়া পরে যানারোহণ করিলাম। এ যানকে এখানকার লোকেরা ঝাঁপান বলে। বাস্তবিক ইহা একটি বড় কেদারা, দুই পার্শ্বে দুই দীর্ঘ বরগাতে সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতে থাকে এবং তাহা চারিজন লোকেতে বহন করে। এখানকার যান পর্য্যন্ত নূতন ব্যাপার। উপমা দ্বারা বুঝান ভার। ঝাঁপানে চড়িয়া ক্রমে আরও নিবিড় বনে প্রবিষ্ট হইলাম। পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিতে করিতে তাহার অধোতে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল হরিৎবর্ণ ঘন পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষ সকল দেখিতে পাই, তাহাতে একটি পুষ্প কি একটি ফলও নাই, কেবল কেলু নামক বৃহৎ বৃক্ষেতে হরিৎবর্ণ এক প্রকার কদাকার ফল দৃষ্ট হয় তাহা কোন পক্ষিতেও আহার করে না। কিন্তু পর্ব্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকার তৃণ লতা যে জন্মে তাহারই শোভা চমৎকার!

তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে তাহা সহজে গনণা করা যায় না। স্বর্ণবর্ণ, নীলবর্ণ, শ্বেতবর্ণ, রক্ত বর্ণ, পীত বর্ণ, সকল বর্ণেরই পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। সেই পুষ্প সকলের কোমল আকৃতি, তাহাদিগের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য তাহারদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্ত্তমান বোধ হয়। যদিও তাহারদিগের যেমন রূপ তেমন গন্ধ নাই, তথাপি এই বন মধ্যে একেবারে আঘ্রাণ সুখ হইতে বঞ্চিত না হই, এহেতু সেই করুণাময়ের শাসনে ইহার স্থানে স্থানে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ গোলাপ পুষ্পের গুচ্ছ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া স্বীয় গন্ধ অকাতরে বিতরণ করিয়া সমুদয় বনকে আমোদিত করিয়াছে। এই শ্বেত গোলাপ চারি পত্রের এক স্তবক মাত্র। এই আকৃতির ঈষৎ রক্তবর্ণ গোলাপও অনেক স্থানে প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার গন্ধ নাই। ইহার মধ্যে মধ্যে ষ্ট্রাবেরি (Straw berry) ফল রক্তবর্ণ খণ্ড খণ্ড উৎপলের ন্যায় দীপ্তি পাই তেছে। স্থানে স্থানে চামেলি পুষ্পও গন্ধদান করিতেছে। আমার এক ভৃত্য এক বনলতা হইতে তাহার পুষ্পিত শাখা আমার হস্তে প্রদান করিলেক। তাহার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে মন সেই সৌন্দর্য্যের সৌন্দর্য্যে মগ্ন হইয়া গেল। যখন সুগন্ধি রূপ লাবণ্য বিশিষ্ট কোন মনোহর পুষ্প হস্তে রাখিয়া তাহার শ্রষ্টার নাম ভক্তির সহিত উচ্চারণ করি, তখনই তাঁহার উপাসনা হয়। নারকাণ্ডা হইতে বার ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া ৩০ জ্যৈষ্ঠ সুঙ্গ্রি নামক পর্ব্বত চূড়াতে উপস্থিত হইলাম, এই অতীব উচ্চ স্থান হইতে পরস্পর অভিমুখ স্থিত দুই পর্ব্বত শ্রেণীর শোভা দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে পর্ব্বতে নিবিড় বন, ঋক্ষ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর

আবাস স্থান, কোন পর্ব্বতের আপাদ মস্তক পক্ক গোধূম ক্ষেত্রের দ্বারা স্বর্ণ বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মধ্যে বিস্তর ব্যবধানে এক এক গ্রামে দশ বারোটি করিয়া গৃহ পুঞ্জ সূর্য্য কিরণে দীপ্তিপাই-তেছে। কোন পর্ব্বত চানকের উদ্যানের গঙ্গাতীরস্থ ভূমির ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৃণ দ্বারা ভূষিত রহিয়াছে। কোন পর্ব্বত একেবারে তৃণ শূন্য হইয়া তাহার নিকটস্থ বনাকীর্ণ পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। প্রতি পর্ব্বতই মহোচ্চতার অভিমানে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই। কিন্তু তাহার আশ্রিত পথিকেরা রাজ ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা শশঙ্কিত যে, একবার পদস্খলন হইলে আর রক্ষা নাই, সায়ংকাল অবসান হইয়া অন্ধকার ক্রমে সমুদয় ভুবন আচ্ছন্ন করিলেক। তখনও আমি সেই নির্জ্জন পর্ব্বত শৃঙ্গে একাকী বসিয়া আছি, দুর হইতে পর্ব্বতের স্থানে স্থানে কেবল প্রদীপের আলোক মনুষ্য বসতির পরিচয় দিতেছে। পরদিবস প্রাতঃকালে সেই পর্ব্বত শ্রেণীমধ্যে যে পর্ব্বত বনাকীর্ণ সেই পর্ব্বতের পথ দিয়া নিম্নে পদ ব্রজেই অবরোহণ করিতে লাগিলাম। পর্ব্বত আরোহণ করিতে যেমন কষ্ট, অবরোহণ করা তেমনিই সহজ। এ পর্ব্বতে কেবল কেলু বৃক্ষের বন। ইহাকে তো বন বলা উচিত হয় না; ইহা উদ্যান অপেক্ষাও ভাল। কেলু বৃক্ষ দেবদারু বৃক্ষের ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ, তাহার শাখা সকল তাহার অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং ঝাউ গাছের পত্রের ন্যায় অথচ সূচী প্রমাণ দীর্ঘ মাত্র ঘন পত্র তাহার ভূষণ হইয়াছে। শীত কালে এই ঘন পত্রাবৃত শাখা সকল বহু তুষার ভার বহন করে। অথচ ইহার পত্র সকল সেই তুষার দ্বারা জীর্ণ শীর্ণ না হইয়া আরও সতেজ হয়। ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? ঈশ্বরের কোন্ কার্য্য না আশ্চর্য্য। পর্ব্বত

তল হইতে তাহার চূড়া পর্য্যন্ত এই সকল বৃক্ষ সৈন্য দলের ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই দৃশ্যের মহত্ব আর সৌন্দর্য্য কি মনুষ্যকৃত কোন উদ্যানে থাকিবার সম্ভাবনা। এই কেলু বৃক্ষে কোন পুষ্প হয় না এবং ইহার ফলও অতি নিকৃষ্ট, তথাপি ইহার দ্বারা আমরা বিস্তর উপকার প্রাপ্ত হই, ইহাতে আল্‌কাত্রা জন্মে। কতক দূর চলিয়া পরে ঝাঁপানে চড়িলাম। যাইতে যাইতে স্নানের উপযুক্ত এক প্রস্রবন প্রাপ্ত হইয়া সেই তুষার পরিণত হিম জলে স্নান করিয়া নূতন স্ফূর্ত্তি ধারণ করিলাম এবং পদ ব্রজেই অগ্রসর হইলাম। বনের অন্তে এক গ্রামে উপনীত হইলাম। পুনর্ব্বার সেখানে পক্ক গোধূম যবাদি ক্ষেত্র দেখিয়া প্রহৃষ্ট হইলাম। মধ্যে মধ্যে অহিফেনেরও ক্ষেত্র রহিয়াছে। এক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকেরা প্রসন্ন মনে পক্ক শস্য কর্ত্তন করিতেছে। অন্য ক্ষেত্রে কৃষকেরা ভাবি ফল প্রত্যাশায় হল বহন দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতেছে। রৌদ্রের জন্য পুনর্ব্বার ঝাঁপানে চড়িয়া প্রায় দুই প্রহরের সময়ে কেয়ালি নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলাম। সুজ্ঞ্রী হইতে ইহা অনেক নিম্ন। এই পর্ব্বতের তলে নগরী নদী এবং ইহার নিকটস্থ অন্য অন্য পর্ব্বত তলে শতদ্রু নদী বহিতেছে। কেয়া-লিয়া পর্ব্বতের চূড়া হইতে শতদ্রু নদীকে দুই হস্ত এবং নগরী নদীকে অর্দ্ধ হস্ত মাত্র প্রশস্ত বোধ হইতেছে। এই শতদ্রু নদীতীরে রামপুর নামে যে এক নগর আছে তাহা এখানে বড় প্রসিদ্ধ, যে হেতু এই সকল পর্ব্বতের অধিকারী যে রাজা, রামপুর তাঁহার রাজধানী। রামপুর যে পর্ব্বতের উপরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহা ইহার সন্নিকট, তথাপি তথায় বহুপথ ভ্রমন করিয়া যাইতে হয়। এই রাজার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চবিংশতি বৎসর এবং ইংরাজি ভাষাও অল্প স্বল্প শিখিয়াছেন।

শতদ্রু নদী এই রামপুর হইতে ভজ্জীর রাণার রাজধানী শোহিনী হইয়া তাহার নিম্নে বিলাস পুরে যাইয়া পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে বহমানা হইয়াছে। গত মাঘ মাসে ভজ্জীর রানা তাঁহার নিবাস স্থান শোহিনীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শিমলা হইতে প্রায় দেড় দিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে চলিয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় যাইয়া পর্ব্বত তলে কৃষ্ণ নগরের জলঙ্গি নদীর মত এখানকার শতদ্রু নদীর প্রশস্ততা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ইহার জল সমুদ্র জলের মত নীল বর্ণ, উজ্জল এবং পরিষ্কার। এখানকার শতদ্রু নদীর পরিষ্কার জলের উপমা বাল্মীকি কবির তমসা নদীর উপমা "সজ্জনানাং যথামনঃ।" আমি চর্ম্মময় মশকের উপর চড়িয়া ঐ নদীর পারেও গিয়াছিলাম। ইহাতে মশক ভিন্ন আর গতি নাই, ইহার জলমধ্যে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর মগ্ন থাকাতে নৌকা চলিতে পারে না। পার হইয়া তাহার তীরে উষ্ণ জল কুণ্ড দেখিলাম। তাহার বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, বর্ষাকালে যেমন নদী বৃদ্ধি হইয়া তাহার আয়তন প্রশস্ত হইতে থাকে এবং উষ্ম জল কুণ্ডের স্থল অধিকার করিতে থাকে, উষ্ম জল কুণ্ডও তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে তত অগ্রসর হইতে থাকে কখন তাহার তীরের আশ্রয় পরিত্যাগ করে না। এই পর্ব্বত বাসী ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে প্রধান রাজা, পরে রাণা, পরে ঠাকুর, অবশেষে জমীদার ; এখানকার জমীদারেরাই কৃষক। হিন্দুস্থানের জমীদারদিগেরও এই দশা। পর্ব্বতে রাজা ও রাণাদিগের ক্ষমতা অধিক, ইহারাই প্রজাদিগের শাসন কর্ত্তা। রাজা ও রানাদিগের বিবাহে সখীগণ সহিত কন্যার সম্প্রদান হয়। রাণীর গর্ভের পুত্র রাজা অথবা রাণা হয়। সখী-গর্ভের পুত্র রাজপরিবারে থাকিয়া যাবজ্জীবন অন্ন পায়। সখী

চৈত্র মাস শেষ না হইতে হইতেই তুষার জীর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া বৈশাখমাসে মনোহর বসন্ত বেশ ধারণ করে। ২ রা আষাঢ়ে এই পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিয়া সিরাহোন নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হই। সেখানে রামপুরের রাজার একটি অট্টালিকা আছে, গ্রীষ্ম কালে রামপুরে অধিক উত্তাপ হইলে কখন কখন শীতল বায়ু সেবনার্থে রাজা এখানে আসিয়া থাকেন। ৪ টা আষাঢ়ে এখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ঈশ্বর প্রসাদাৎ ১৩ আষাঢ়ে নির্ব্বিঘ্নে শিমলাতে পৌছিয়া পথ শ্রান্তি দুর করিলাম।

*　　*　　*　　*　　*

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৫১)

ওঁ

কলিকাতা

১৫ অগ্রহায়ণ ১৭৮০ শক

অভিন্ন হৃদয়েষু :—

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদন মিদং—

তোমারদিগের সহিত পুনর্ব্বার সম্মিলন সুখ যে সংভোগ হইবেক, তাহা অতি কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদাৎ নানা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আলয়ে আসিয়া পঁহুছিয়াছি এইক্ষণে তোমায় দেখিতে ও তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করিতে বোধ করি আর বিস্তর বিলম্ব হইবেক না। যদিও ঘটনা সূত্র দ্বারা সংসারে জন্ম মরণ

জনিত ক্লেশ উপস্থিত হইতেছে, তথাপি মঙ্গল স্বরূপের রাজ্যে সকল ঘটনাই শুভ সম্পাদনার্থে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে, এই বিশ্বাসে আমার হৃদয় রসসিক্ত রহিয়াছে। বিশেষতঃ দুঃখান্তকারী মিত্রের পত্র দ্বারা হিমালয়ের শতদ্রু নদী তুল্য সুশীতল জল সিঞ্চিত হইয়া যাহা কিছু সাংসারিক দুঃখ-বহ্নি-কণিকা হৃদয়ে স্পৃষ্ট হইয়াছিল তাহা নির্ব্বাণ হইল। তোমরা সকলে শারীরিক ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। ইতি।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৫২)

ওঁ

কলিকাতা

২১ আষাঢ় ১৭৮১ শক

অভিন্ন হৃদয়েষু—

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদন মিদং—

তোমার ১৩ আষাঢ়ের পত্র মধ্যে জীবন্মৃত প্রস্তাব পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম এবং তুমি যত্ন পূর্ব্বক যে তাহা আমার দৃষ্টির নিমিত্তে পাঠাইয়াছ ইহাতে আমি বিশেষ উপকৃত হইলাম। যাহা তোমার মনোগত হইবে তাহা যে আমার মনোগত হইবেক না এমত কখনও নহে। ঈশ্বর প্রীতির কি অতুল্য বল, যে তাঁহার প্রেম-রস আস্বাদন করিয়াছে, সে মর্ত্ত্যলোকে থাকিয়াই অমৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত মেদিনী পুরের পূর্ব্ব উপাচার্য্য মহাশয় এখানে নাই। তিনি পূর্ব্বে একবার মাত্র আসিয়া এখানে তিন

চারি দিন ছিলেন, পরে বাটী যাইয়া অদ্যাবধি এখানে আইলেন না। আর একজন সদ্বিদ্বান সাধু চরিত্র যত্নশীল ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু পাইয়াছি, তাঁহাকে আমি ব্রহ্ম বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেছি, বোধ করি তিনি উপাচার্য্য পদ উত্তম রূপে ধারণ করিতে পারিবেন। তথাকার উপাচার্য্য কারণ ভদ্রেশ্বরের একজনকে মনোনীত করিয়াছ, তাঁহার নাম জানিতে বাসনা করি। আমি এখান হইতে হালিসহরে গিয়া তথায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া আসিয়াছি। তথাকার যুবাদিগের এই ধর্ম্মে বিশেষ উৎসাহ দেখিলাম। ঈশ্বর প্রসাদে ব্রাহ্মধর্ম্ম তথায় প্রচার হইতে পারিবেক। ব্রহ্ম বিদ্যালয়ে অনেক গুলিন ছাত্র উপস্থিত হইয়া থাকেন এবং তদ্দ্বারা ধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হইবার অনেক সম্ভাবনা। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই সম্পন্ন হইবেক। জগতের অবশ্যই মঙ্গল হইবেক। আমরা সকলে ভাল আছি।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৫৩)

ওঁ

কলিকাতা

৭ আশ্বিন ১৭৮১ শক

অভিন্ন হৃদয়েষু—

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

তোমার ৩ আশ্বিনের পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। তোমরা সকলে ভাল আছ এবং তোমার স্নেহময় যোগীন্দ্রনাথ তোমার হৃদয়ের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে ইহাতে আমার হৃদয়েও আনন্দ

বর্দ্ধন হইতেছে। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচারকেরা এতদিন পরে মেদিনী পুর আক্রমণ করিয়াছে, ভালই হইয়াছে। ঘর্ষণ দ্বারা সত্য জ্যোতিই বিকীর্ণ হইবে। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যদিও ধন বলে ও রাজ বলে ও বিদ্যাবলে অধুনা বলবান, তথাপি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য বলে তাহারা সকলই পরাজিত হইবেক। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য-জ্যোতিঃ এখনও উষারূপে দীপ্তি পাইতেছে, তাহারও যখন এত বল যে খ্রীষ্টানদিগের শিক্ষকের মন হইতে অন্ধকার হরণ করিয়াছে, তখন ইহার উন্নতি হইলে যে, এ দেশের কেমন সৌভাগ্য বিস্তার হইবে, তাহা মনে করিয়াও মন আনন্দ ধারণ করিতে পারে না। বিপক্ষদিগের দ্বেষানলের উত্তাপ দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতির পরিমাণ নিরূপণ হইতে পারে। মেদিনী পুরের পূর্ব্ব উপাচার্য্য মহাশয়কে যে তাঁহার পদে পুনর্ব্বার নিযুক্ত করিয়াছ উত্তমই হইয়াছে। আমার বোধ হইতেছে তিনি পল্লীগ্রামে ও নির্জ্জন নির্ব্বিঘ্ন স্থানে সর্ব্বদা থাকিয়া তাঁহার যে এক প্রকার মনের স্বচ্ছন্দতা ভাব জন্মিয়াছে তাহাতে জনাকীর্ণ কলিকাতা নগর তাঁহার পক্ষে ভালই বোধ হইবে না। তিনি মেদিনী পুরের সমাজেরই বিশেষ উপযুক্ত, তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ, অতএব তাঁহার সহিত আমারদিগের সম্বন্ধ ভগ্ন করা উচিত হয় না। তাঁহাকে আমার নমস্কার দিবে এবং বলিবে যে বিল্ব কল্প সাঙ্গ হইয়াছে। এবং পূজার সময়ে ভ্রমণ কল্পের সূচনা হইতেছে। এবার আমি সীলন উপদ্বীপে যাইবার মানস করিয়াছি। ১২ আশ্বিনে এখান হইতে বোধ হয় যাত্রা করিতে হইবে। যদিও আমার বাটীতে এবার পূজা বারণ করিতে সমর্থ হইয়াছি এবং আমার তৎকালে বাটীতে থাকার বাধা নিরাকরণ হইয়াছে তথাপি মন আমার মানে না, ঈশ্বরের অনন্ত ভাবের প্রতিবিম্ব দেখিবার জন্য নীলোজ্জ্বল গভীর

সমুদ্র দিকে আমার মন হেলিয়া পড়িয়াছে, ঈশ্বর প্রসাদাৎ সকল মঙ্গল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মনঃ।

---

(৫৪)

ওঁ

কলিকাতা

৮ পৌষ ১৭৮১ শক

অভিন্ন হৃদয়েষু—

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদন মিদং—

আমি সিংহল উপদ্বীপে সত্যেন্দ্র নাথকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম, তাহার পথে যাইতে আসিতে এবং সিংহলে যে কয়েক দিবস ছিলেন সেই কয়েক দিবসে তাঁহার যে সকল মনে ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা এই পৌষ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইয়াছে। তাহা দেখিলে সিংহলের ভাব অনেক বুঝিতে পারিবে। সকলই পরিবর্ত্তনে উন্মুখী হইয়া আছে, ভাল মন্দ বিপদ সম্পদ এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার কার্য্য অগ্রসর করিবার নিমিত্তে যে মহাত্মা বিপদকে বক্ষস্থল পাতিয়া আলিঙ্গন করিয়াছে সেই সাধু পুরুষের হৃদয়ে তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা তিনি নিয়তই প্রেরণ করিতেছেন। যদি সকলের তিরস্কৃত হইয়া তাঁহার অঙ্গীকৃত হই, তবে তাহাতে আমার লাভের পরিসীমা কি। তবে মাতাঠাকুরাণীর শীর্ণ

কায় ও স্বর্ণলতার ম্লান বসন নিরীক্ষণ করিয়া মনের সমতা রক্ষা করা পুত্র ও পিতার সাধ্য নহে। বাঙ্গালাতে যে ঈশ্বরের নমস্কার রচনা করিয়াছ তাহা উত্তম হইয়াছে। মেদিনীপুরে যে পদ্ধতি অনুসারে উপাসনা দেখিয়া আসিয়াছি তদনুসারেই কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম সমাজের ব্রহ্মোপাসনা এই পৌষ মাসের পত্রিকাতে দেখিতে পাইবে, তদনুসারেই এইক্ষণে সমাজে উপাসনা হইয়া থাকে।

গত অগ্রহায়ণ মাসে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, ক্রমে ক্রমে সংসারের স্রোত অগ্রসর হইতেছে, আমরা পশ্চাতে পড়িয়া রহিতেছি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৫৫)

ওঁ

কলিকাতা ৫ভাদ্র ১৭৮২ শক।

অভিন্নহৃদয়েষু—

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদন মিদং—

শ্রীযুক্ত অভয়কুমার বসু তথাকার সমাজে যে "অজুহাত" পাঠ করিয়াছেন, তাহা বোধ করি সেই প্রস্তাব হইবে তাঁহার চট্টগ্রামে যাইবার পূর্ব্বে যাহা আমার নিকট পাঠ করিয়াছিলেন। তাহাতে আমরা ডিক্রি হাসিল করিতে পারি। কেমন ঠিক কি না? ভূমি খণ্ড নিষ্কণ্টক হইয়াছে, এক্ষণে যাহাতে ত্বরায় তাহার উপরে সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ হয় তাহার যত্ন করিতে ক্রটী করিবে না। আমি পরীক্ষা

করিয়া দেখিলাম যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা উপাচার্য্যের কার্য্য সুন্দর রূপে কোন প্রকারেই সম্পন্ন হয় না। এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় নয়, আবার সে কালের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এইক্ষণকার নব্য সম্প্রদায়েরদিগের নিকটে কখনই প্রিয় হইতে পারে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নামধারীরা এইক্ষণে অত্যন্ত লোভী হইয়া উঠিয়াছে। তদ্রূপ ক্ষুধার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়াছে। কেবলই ঘৃত, লবণ, তণ্ডুল, বস্ত্র, ইন্ধন চেষ্টায় অনবরত ফিরিতেছেন। তাহারা কেবল ধন আদায় করিবার জন্য পৃথিবীতে আসিয়াছেন কাহাকেও কখন ধন প্রদান করিতে হয় না। এইবার উইলসন সাহেবের দৌরাত্ম্য তাঁহাদের ভোগ করিতে হইবেক। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে উপাচার্য্য রাখিয়া রাখিয়া তাঁহাদের এ ধর্ম্ম বিষয়ে ঔদাস্য দেখিয়া এইক্ষণে তাহাদের প্রতি নিরাশ হইয়াছি। এইক্ষণে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তিন জনকে উপাসনা কার্য্যে ব্রতী করিয়াছি, তাঁহারা পর্য্যায় ক্রমে ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। আমি যে মধ্যে মধ্যে সমাজে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতাম তাহা আমার বন্ধুদিগের অনুরোধে ত্যাগ করিয়া বেদীতেই বসিতে হইয়াছে। প্রথম প্রথম কেমন বোধ হইত, এইক্ষণে অভ্যাস হইয়া যাইতেছে। তথা হইতে আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করি, তাহা পর সপ্তাহে মুদ্রিত হয়এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সমাজস্থ সকলকে বিতরণ করা যায়, এবং যেখানে যেখানে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সেখানে এক এক খণ্ড করিয়া পাঠাইয়া দেওয়া যায় মেদিনীপুরের সমাজেও যাইতেছে এবং তাহার উল্লেখও তোমার এই পত্রে পাওয়া গিয়াছে। এইক্ষণে বেদীতে তিন জন আছেন ; বেদান্তবাগীশ, আমি, আর একজন ব্রাহ্ম। এতদনুসারে মেদিনীপুরেতেও যদি এই প্রকার করা হয় তাহা হইলেও

তো ভাল হয়। লোক দেখান ব্রাহ্মন পণ্ডিতে কি কার্য্য। তথাকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কোন কোন উত্তম শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিকে উপাচার্য্যের কর্ম্মে বৃত করিলেও তো হয় এবং তাহার সঙ্গে তোমার একত্র বসিলেও তো হয়। এই প্রকার প্রতি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার প্রণালী হইলে ভাল হয়। যে ধর্ম্মে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার নিকট হইতে সে ধর্ম্মের কথা শুনা কি? যে কথায় ধর্ম্ম বলে, কার্য্যে তাহার অনুষ্ঠান করিতে সম্মত নহে। তাহাকে সমাজের মধ্যে প্রধান আসন দেওয়াই বা কোন্ বিধি। আমি উপাসনায় যে প্রণালী প্রস্তাব করিতেছি ইহাতে ব্যয়েরও লাঘব হয় কার্য্যও উত্তম হয়। সমাজের মধ্যে বক্তৃতা পাঠ করা অপেক্ষা বেদীতে বসিয়া বলিলেই ভাল। তাহাতে লোকের শ্রদ্ধা হয়। ব্রাহ্মণ না হইলে উপাচার্য্য হইবে না, এ কথারও মুণ্ডে বজ্রাঘাত করা যায়। শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্ম অপেক্ষা কি কপট ব্রাহ্মণ ভাল? তোমার পূর্ব্বকার শরীর দেখিয়াছি। এখন অনুভব হইতেছে বৃদ্ধকালে তুমি অচল শরীর পাইবে। শরীর যেমন স্থূল হয় তেমন বল না পাইলে শরীর লইয়া কোন কার্য্য করা দূরে থাকুক. নিজে শরীরকেই চালান ভার। মদিরা ব্যবহার করিতে বাধিত হইয়াছ, ঔষধের ন্যায় তাহা গ্রহণ করিবে। তোমার নিজের পক্ষে তত দোষের নহে, কিন্তু দৃষ্টান্ত বড় মন্দ। রামমোহন রায় পান পাত্র গণনা করিয়া মদিরা ব্যবহার করিতেন, তাঁহার শিষ্যেরা ঘরে কবাট দিয়া সমস্ত রাত্রি মদেতে মত্ত হইতেন। যোগীন্দ্রনাথ যেন এমত বুঝিতে না পারে যে মদিরা পানে দোষ নাই। আমাদের ঘরে মদিরা প্রবেশ হইয়া ঘরটি ছারখার গেল। এখনও আমি তজ্জন্যই গণেন্দ্র দ্বারা প্রপীড়িত হইতেছি। বর্ত্তমান অল্প উপকারের নিমিত্তে, ভবিষ্যতে বহু অনিষ্টের সম্ভাবনা।

তোমার মনের মত ব্রহ্মবাদিনীর রচনা পাইয়াছ এবং সুতরাং তাহা আমারও মনের মত। ইউরোপীয় ব্রহ্মবাদিনীকে ধন্য। এই প্রকার ব্রহ্মবাদিনীর ঈশ্বরের অনুরাগ এখানকার ব্রহ্মবাদিনীরা কবে অধিকার করিবে। ইহার শতাংশের এক অংশ পাইলেও যে বর্ত্তাই। এইক্ষণে এখানে ব্রহ্মবাদিনীর তো নামও নাই। এখানে আর সকলই ভাল, সত্যেন্দ্রের ক্ষুধা মান্দ্য আর যাইতেছে না। তিনি তাঁহার দুর্ব্বল শরীর লইয়া বড়ই উৎপাতে পড়িয়াছেন। তোমার বাটীর কুশল সংবাদ লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে। ইতি

---

(৫৬)

ওঁ

কলিকাতা

২৬ ফাল্গুন ১৭৮২ শক।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদন মিদং—

তোমাকে ধন্যবাদ যে, তোমার পরিশ্রমে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও উন্নতির ঘটনা সকল একত্রে আনুপূর্ব্বিক গ্রথিত হইল। যদিও ব্রাহ্মসমাজের পুরাবৃত্ত রূপ ঘটনা-মালা বড় দীর্ঘ হয় নাই, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে। অল্পের মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের সকল ঘটনা সকলে এক কটাক্ষে দেখিতে পাইবে। এই একটি বড় অভাব ছিল, তাহা ঈশ্বর প্রসাদাৎ তোমার যত্নে মোচন হইল। এই পুরাবৃত্ত হইতে ব্রাহ্মসমাজের আরও কত শ্রীবৃদ্ধি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? ইহা পাঠ করিয়া কত লোকের নূতন উৎসাহ প্রজ্জ্বলিত হইবে, কত লোকের ব্রাহ্মধর্ম্মের মতে শ্রদ্ধা জন্মিবে, কত লোকে অন্য লোককে এই মতে আনিতে প্রবৃত্ত হইবে, কত

লোকে আত্মাপহরণ দোষ পরিত্যাগ করিবার জন্য, পৌত্তলিকতার সহিত সংশ্রব রাখিতে ঘৃণা করিবে। আত্মপ্রত্যয় ব্রাহ্মধর্ম্মের উত্তম চাবি হইয়াছে, এই ক্ষুদ্র চাবিতে হৃদয়ের বড় বড় লৌহ কবাট খোলা যায় এবং তাহার মধ্যে জ্ঞানময়, প্রেমময় পরমেশ্বরের আবির্ভাব দেখান যায়। যে আপনার হৃদয়ের মধ্যে সেই অরূপের মনোহর রূপ দেখিয়াছে, অচিরাৎ তাহার হৃদয়গ্রন্থি সকল ভিদ্যমান হয় এবং তাঁহার সকল সংশয় দূরীকৃত হয়।

এক একবার বিনা আয়াসে ঈশ্বরের যে প্রকার আবির্ভাব প্রকাশ পায় এবং তাঁহার আনন্দলাভ করা যায়, হয়তো অনেক যত্নে, অনেক পরিশ্রমে, তাহা সিদ্ধ হয় না। বসন্তের উৎসব প্রথমবার কেমন সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছিল কিন্তু এবার তাহা হইতেও অধিক যত্নে সে প্রকার আনন্দ উদ্ভব হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদাৎ এবারকার ১১ মাঘ কলিকাতাতে যে প্রকার সুসম্পন্ন হইয়াছিল এবং ক্রমিক ১৮ ঘণ্টা যে প্রকার আনন্দ ধারা বর্ষণ করিয়াছিল তাহাতে আমার আশাতীত ফল প্রাপ্তি হইয়াছে। তুমি যদি ১১ই মাঘে এখানে থাকিতে, তবে সে প্রকার উৎসব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে। আবার অগামী বৎসরে এপ্রকার হয় কিনা তাহা কে বলিতে পারে? মেদিনীপুরে ব্রাহ্মবৃক্ষে নূতন পল্লব সকল জন্মিতেছে ইহাই তাহার জীবনের চিহ্ন। স্বর্ণবণিক সকল স্থানেই এ ধর্ম্মে অগ্রসর হইতেছে, এ বড় আশ্চর্য্য। তথায় ব্রাহ্ম সমাজ গৃহ প্রায় প্রস্তুত হইল, এ সংবাদ অতি আহ্লাদকর। তথাকার সাম্বৎসরিক সমাজের বক্তৃতাদি পাঠাইয়া দিবে। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

স্বর্ণলতার বিবাহের সম্বন্ধের কি হইল?

(৫৭)

ওঁ

কলিকাতা

১৯ মাঘ ১৭৮৩ শক।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদন মিদং—

আমি বেরেলি হইতে পৌষ মাসের শেষ দিনেতেই কলিকাতায় আসিয়া পঁহুছিয়াছি বেরেলীতে হিন্দি আর উর্দ্দু ভাষাতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রতি বুধবারে সেখানেও তাহাদের হিন্দি ভাষাতে ব্রাহ্ম সমাজে ব্রহ্মোপাসনা হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিলক্ষণ শুভ চিহ্ন সকল দেখা যাইতেছে, তোমার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হইবে তখন ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিব। ২৮ মাঘে আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না, কিন্তু ইহার পরে ঈশ্বর করেন তো তোমার সহিত সেখানে আমার সাক্ষাৎ হইবে। ব্রাহ্মসমাজ গৃহ এইক্ষণে তথায় স্থাপিত হইল, তোমার মনের প্রিয় অভিলাষ সিদ্ধ হইল, এইক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা যে ব্রাহ্মধর্ম্ম তথায় দিন দিন উন্নত হউক। এখানে ১১ই মাঘের কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(৫৮)

ওঁ

হুগলী

৩২ আষাঢ় ১৭৮৪ শক।

অভিন্নহৃদয়েষু—

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কারা বহবঃসন্তু—

শ্রাবণমাস কল্য আরম্ভ হইবে। ঘোর বর্ষা উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আমার এইক্ষণে মেদিনীপুরে যাইবার সময় হইয়াছে। একটি ছোটবাটী ভাড়া লইয়া আমাকে সংবাদ দিলেই আমার যাইতে আর বড় বিলম্ব হইবে না। ১৫ই শ্রাবণ হইতে সে বাটীর ভাড়া আরম্ভ হইবে এবং ১৫ ভাদ্র তাহার শেষ হইবে। আমি ১৫ই শ্রাবণের পরেই মেদিনীপুরে যাইতে মানস করিয়াছি। অখিলচন্দ্রের সহিত বোধ হয় আমার সেখানে সাক্ষাৎ হইবে, তাঁহার প্রচারকের ভার লইবার সংকল্প অদ্যাপি স্থিরতর আছে তাহার সন্দেহ নাই। সমাজ গৃহের কি প্রকার উপকরণ দ্বারা সজ্জা করিবার মানস তাহা আমাকে অবগত করিলে আপ্যায়িত হই। শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ সুস্থ শরীরে লণ্ডনে পঁহুছিয়াছেন, অদ্যাপি তাঁহার অধ্যয়নের রীতি পদ্ধতির বিষয় কোন সংবাদ তাঁহার নিকট হইতে পাই নাই। এ পত্রের উত্তর কলিকাতাতে লিখিলে তাহা পাইব। শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে, এ শুভ সংবাদে অবশ্যই আনন্দিত হইবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(৫৯)

ওঁ

কলিকাতা।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৬।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কারা নিবেদনমিদং—

তোমার ৬ জ্যৈষ্ঠের পত্র পাইয়া সন্তুষ্ট আছি। তুমি যথার্থ লিখিয়াছ যে, আমারদিগের ক্রিয়া গুলিন সংখ্যায় যত অল্প ও প্রণালী যত আড়ম্বর শূন্য হয়, অথচ মনের ভাব সূচক হয়, ততই ভাল। আমার ইহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি। অন্তিম ক্রিয়াতে মৃত্যুর পরে শবকে গেরুয়া রঙের আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া শ্মশানে তাহাকে চিতার উপরে রাখিয়া তাহার উত্তরাধিকারী নিম্ন লিখিত মন্ত্রে অগ্নি তাহার পদদেশে প্রক্ষেপ করিলেই সহজে উক্ত কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে পারে। সে মন্ত্র আমি বাজসনেয় সংহিতোপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। তাহা এই যে "বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরং। ওঁ ক্রতোস্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।" এই মন্ত্র তুমি ও অবগত আছ, যে হেতু তুমি ইহার ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়াছ। অগ্নি পদদেশে প্রদত্ত হইলে তাহার পরে একটি প্রার্থনা বাঙ্গলা ভাষায় পাঠ করিলে আরো ভাল হয়। এই রূপ প্রার্থনা যে "হে পরমাত্মন্, তুমি আমার অমুকের আত্মাকে সংসারের পাপ তাপ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার শীতল ক্রোড়ে রক্ষা কর এবং ইহাকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাও"। ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং। পরে শব দাহ হইলে স্নান করিয়া স্বীয় স্বীয় পরিবারের প্রথা মত জ্ঞাতিরা শোক চিহ্ন ধারণ করিবেক এবং নির্দ্দিষ্ট শোকের কাল গত হইলে পরিবার ও বন্ধু বান্ধব সকলে একত্র হইয়া

ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া পরলোকগত ব্যক্তির আত্মার উন্নতির জন্য প্রার্থনা করিয়া শ্রাদ্ধকর্ম্ম সম্পন্ন করিবেক। এই প্রণালী বোধ হয় তোমার মনোনীত হইতে পারে। ইহাতে তোমার যে কিছু বক্তব্য থাকে তাহা আমাকে জানাইলে আমি অতিশয় আপ্যায়িত হইব। জামাইষষ্ঠিতে জামাতাকে আদরের সহিত খাদ্য সামগ্রী দেওয়াতে কোন আপত্তি হইতে পারে না, ইহাতে মনের প্রীতি ভাবই প্রকাশ করা হয়। এ প্রণালী রক্ষা করা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

ঈশান বাবু বিপদে পড়িয়াছেন। তিনি স্বীয় ধর্ম্ম বলে ইহা অতিক্রম করিবেন তাহার সন্দেহ নাই, বিশেষতঃ তুমি যখন তাঁহার নেতা ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত রহিয়াছ।

কোন্নগরে কল্য প্রথম সাম্বৎসরিক সমাজ হইবেক আমায় তথায় যাইতে হইবেক, তাহারই উদ্যোগে আছি। ঈশ্বর তোমার হৃদয়ের প্রতিমা স্বর্ণলতাকে ও তোমার জামাতাকে সুখঃসচ্ছন্দে রক্ষা করুন এই আমার প্রর্থনা। তাঁহারা ধর্ম্মেতে বর্দ্ধিত হইয়া সকলের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হউন। এই আমার কামনা। ইতি।

---

(৬০)

ওঁ

কলিকাতা।

১২ শ্রাবণ ১৭৮৬ শক।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কারা বহবঃসন্তু—

আমার চক্ষুরিন্দ্রিয় আর বড় দেখিতে পায় না, কর্ণেন্দ্রিয় আর বড় শুনিতে পায় না, বাক্য আর অধিক কথা কহিতে চায় না। আমার ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে, অবসর লইবার জন্যে আমাকে বড়ই ব্যস্ত

করিতেছে। এ সময়ে যদি তোমাকে পাই তবে ইহা হইতে আর অধিক আহ্লাদ আমার কিছুতেই নাই। তোমার মুখের প্রতিই আমি চাহিয়া রহিয়াছি।

নবীন বাবুকে পাইয়া আমরা আহ্লাদিত আছি, তাঁহাকে উৎসাহ দাও, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার কর, আর কিছুই আমারদের কার্য্য নহে। ঈশান বাবু এইক্ষণে কি করিতেছেন? তিনি তো শারীরিক ও মানসিক ভাল আছেন। তাঁহাকে ও একাগ্রচিত্ত নবীন বাবুকে ও অখিল বাবুকে আমার প্রেম পূর্ণ আশীর্ব্বাদ দিবে। স্বর্ণলতাকে আমার শুভাশীর্ব্বাদ দিবে। ইতি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

এই ১২ শ্রাবণে সুকুমারীর বিবাহ হইয়াছিল।

---

(৬১)

ওঁ

কলিকাতা

২৩ চৈত্র ১৭৮৬ শক

প্রীতিভাজনেষু—

নমস্কারা বহবঃসন্তু—

মেদিনীপুরে গোপগিরিতে বসন্তকালে ব্রহ্মোপাসনার বৃত্তান্ত শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথ রায়ের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, পরে সেই সময়ের তোমার উৎসাহ কর বক্তৃতা পাঠ করিয়া অমৃত সিক্ত হইয়াছি। এই অনুষ্ঠানের কোলাহলের মধ্যে তোমার হৃদয়ের নম্র প্রীতি-পুষ্প তেমনি বিকশিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের

এত উন্নতি যে আমি দেখিতে পাইব তাহা ত আমার আশা ছিল না, কিন্তু এইক্ষণে আশার অতীত ফল দেখিতেছি। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর মহদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং নাগ মহাশয়ের উৎসাহ শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এইক্ষণে প্রচারের ধ্বনি সর্ব্বত্র হইতে উত্থিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মে অনেকের স্বত্ব জন্মিয়াছে। প্রচারের উদ্দেশে কেহ কেহ নির্দ্দিষ্ট জীবিকা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তুমি অবশ্য কালের উন্নতি বুঝিতে পারিয়া সন্তোষ লাভ করিতেছ। ব্রহ্মানন্দজীর দৃষ্টান্তে শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ বসু বিষয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ইহা সকলি শুনতে পাইতেছ আর অধিক কি লিখিব। তোমার হেমলতার বিবাহের কি হইতেছে? তাহার বিবাহের সময়ের কি বিলম্ব আছে? তোমাদের সকলের শারীরিক কুশল সম্বাদ। অনেক দিন পাই নাই, অতএব তাহা লিখিয়া আপ্যায়িত করিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

পুঃ তোমার সে প্রচারক মহাশয়কে আমার প্রিয় সম্ভাষণ দিবে। তিনি এইক্ষণে কোথায় আছেন?

(৬২)

ওঁ

বোলপুর শান্তিনিকেতন
২২ শ্রাবণ ১৭৮৮ শক।

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা বহবঃসন্তু—

তোমার ১৭ শ্রাবণের পত্রে বহুমূল্য উপদেশ পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইলাম। কেশব বেচারা এখন বড়ই দুঃখ পাইতেছে, তাহাকে কিছু কিছু উল্লসিত করা আমার ইচ্ছা। ৮০ জন করিয়া তথাকার দুর্ভিক্ষগ্রস্ত লোক অন্ন পাইতেছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম। এইক্ষণে তুমি বিস্তর মস্তকের পরিশ্রম করিও না।

তোমার শরীরে বল হইলেই তোমার রোগের উপশম হইবে। ঔষধের অপেক্ষা তোমার ও পীড়াতে পথ্যের নিয়ম অধিক চাই। তোমার সপরিবারের কুশল সম্বাদ লিখিয়া আপ্যায়িত করিয়াছ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৬৩)

ওঁ

বোলপুর শান্তিনিকেতন
২৮ শ্রাবণ ১৭৮৮ শক

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা বহবঃসন্তু—

শ্রীযুক্ত নবগোপাল বাবু বিপক্ষদিগের ভয়ানক অত্যাচার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া যে পত্র আমাকে লিখিয়াছেন তোমার দৃষ্টির জন্য পাঠাইতেছি দেখিবে। তোমার ঘূর্ণায়মান মস্তকের জন্য এ সকল

"তুল তলাম" ঘটনা উপযুক্ত পথ্য নহে। তথাপি এ বিষয় তোমাকে অবগত করিবার জন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। গোপনে তাহার নিন্দাবাদ তোমার নিকটে কেহ উত্থাপন করিয়া তাহার অপকার না করিতে পারে, ইহাতে বিপক্ষদিগের কত দূর আক্রোশ, তাহাও বুঝিতে পারিবে। আর আর সকল মঙ্গল। ব্রাহ্মধর্ম্ম লইয়া এ কি হইল! ! !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৬৪)

Calcutta 11th August

Baboo

Debendra Nath Tagore

Dear Sir

I really can not express the pleasure I have felt in reading your letter dated the *23rd Shrabun.* wherein you convey your approval of certain news given out by Baboo Rajnarain Bose regarding the interesting subject we are carrying discussion upon. It has rendered me material help in my hours of trouble and anxiety. In your absence from Calcutta I was actually not pleased in conducting controversy with the Mirror. That Journal's ungenerous attack upon the Brahmo Somaj, its constitution and Theology must be depended-yet how? Again I was under serious apprehensions lest my remark I may make place you in a false position. At last,

however, trusting to my honest exertions I edited a lengthy leader which I doubt not you must have received by this time, and shewed it to Dijendra Baboo and Pakrashy mahashya. They all felt glad with what I have written. There was not sufficient time left to send a proof of the article in question to you which must have been done if I had taken pains to write it earlier. Here I must acknowledge my great fault but it arose from a circumstance of which you perhaps are not aware. Often as you have felt disposed to call me energetic I am yet the dullest person that the world has ever seen. I would never commence doing a thing until the eleventh hour arrives to do t.

Regarding Baboo Rajnarain's views on the subject I have still ample opportunity left to take the best advantage of them. By the bye our reply has caused great sensation here. Dr Robson & the Christian missioneries in general have been pleased with our production, the Dr going so far as to say that our article was almost unanswerable. The elder portion of the Brahmo community, yea the younger portion also in some quarters have expressed satisfaction with what we have done in our last impression. This I doubt not you will be glad to hear. My mind, however, will not be at ease until I know your opinion in this matter. The Mirror party is of course not pleased with me. Not only are they determined to write thundering articles

against me but have also set a regular espionage on my character & dealings. A man attended to the Hindoo Patriot office who generally comes to me telling me day before yesterday that was womanath & others constantly enquired whether I was addicted to any sort of vice, whether I have ever drunk wine or spirituous liquors, whether I have ever gone to ———, which you can better concieve than I may describe. I can stand all these. I am too strong within myself, but I am sorry our Brahmo friends would commit themselves to a course of action of meli-heinous nature.

I am quite hale & hearty. The bereavement of my family caused by the death of my sister has been partially releived by a kind dispensation of Providence. One of my sisters who had about two years since lost her only son has lately got a new born male child. This has greatly soothed my mother's affictions and the whole family also is glad at the circumstance.

I have the honor
to subscribe
myself
Your most affectionate
(Sd) Nabogopal Mitter.

P. S.

Accompanying is a hand bill which I send for your inspection. You will see that I have not even

printed it in the Brahmo somaj press, the cost being only the trifliling sum of three or four rupees.

(Sd) N. G. Mitter

---

(৬৫)

ওঁ

লাহোর—

২৪ চৈত্র ১৭৮৯ শক

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কারা বহবঃসন্তু—

কানপুর হইতে তোমার ১৭ চৈত্রের পত্র এখানে কল্য রাত্রিতে প্রাপ্ত হইলাম। তোমার শিরঃপীড়া কতদূর শান্তি হইল, তাহাতে তাহার কিছুই লেখই নাই। আগামী মাস পর্য্যন্ত যখন ছুটী লইয়াছ তখন বোধ হইতেছে এখনো তোমার পীড়ার সম্যক্ উপশম হয় নাই। এখন সেখানে রৌদ্রের প্রাদুর্ভাব এ সময়ে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার মনস্থ করিয়াছ ভালই হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার জীবনের পরিশ্রম, ইহার জন্যে তুমি শরীর দিলে, মন দিলে, তোমার মানমর্য্যাদা যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিলে, ইহার পুরস্কার ঈশ্বরের হস্ত ইতে নিয়ত পাইতেছ এবং অনন্তকাল পাইতে থাকিবে। তোমার হৃদয়ে তাঁহার করুণা তুমি অনুভব করিয়া সকলই সহ্য করিতে পারিতেছ। ধন্য জগদীশ্বর ধন্য!

তোমার রচিত প্রবন্ধ আমি এখনো প্রাপ্ত হই নাই। যাহারা একটুকু অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের সঙ্গে অত্যগ্রসরদিগের মিলন করিবার অভিপ্রায় করিয়াছ, ইহা উচ্চ ও উদার সংকল্প তাহার সন্দেহ

নাই। ব্রহ্মোপাসনা যথায় তথায় করিয়া লোকদিগের হৃদয় মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল ও বিশুদ্ধ ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য তোমার জিহ্বা মধুময় হউক, এই আমার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

---

(৬৬)

ওঁ

Willow Bank.
Murree hills.

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কারা বহবঃসন্তু—

তোমার দুর্ব্বল শরীরে আবার জরাক্রান্ত হইয়া তোমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। তুমি এই ঘূর্ণি মাথা লইয়া এত যত্ন পূর্ব্বক এত দীর্ঘপত্র যে লিখিয়াছ তাহা আমি অতি আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিলাম। ঈশ্বরের প্রসাদে তুমি আরোগ্য লাভ করিবে আমার এমন আশা হইতেছে যে হেতু তোমার হস্তে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কার্য্য অনেক আছে। তুমি এখন উঠিয়া পড়িয়া হাতে কলমে ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষে না দাঁড়াইতে পারিলে আর উপায় নাই। এই জন্যই আমার আশা হইতেছে যে ঈশ্বর প্রসাদে তোমার শরীর আরোগ্য লাভ করিবে ও তুমি আপনার মনের সাধে ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য করিতে পারিবে। আহা! তোমার সাধ্বী পত্নীর জন্য আমার মনে আরো বেদনা লাগিয়াছে, তিনি নিজে এখন দুর্ব্বল ও অসুস্থ ও ছেলে টেলেরা সকলেই পীড়িত—আহা! তাঁহার বড় দুঃখ। তবু তুমি ভাল থাকিলে ভাল হয়, তাহাও হয় না। গ্রীষ্মকালে কানপুরও আল্লাহাবাদ প্রভৃতি স্থান তো বড় উত্তপ্ত হয়

সে সময় তোমারদের শরীর ত ভাল ছিল। বর্ষারম্ভে তোমরা অসুস্থ হইয়াছ। আমি জানিতাম পশ্চিমাঞ্চলের দেশ সকল বর্ষাকালে গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। এলাহাবাদে সম্প্রতি যাইবার মানস করিয়াছ। সেখানে যাইয়া তথাকার ব্রাহ্মসমাজের ও নীল কমল বাবুর পুত্রের ও তাঁহার বন্ধুগণের অনেক পরিমাণে উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইবে ইহা উত্তম কল্প। আমি শুনিয়াছি যে চারুচন্দ্রের যেমন নাম, তার তেমনি গুণ ও তেমনি রূপ। চারুচন্দ্র অতীব শান্ত সুশীল ও ব্রহ্মপরায়ণ। ডিরেক্টর যে পত্র লিখিয়াছে তাহাতে তুমি অপমান বোধ করিতেছ, তাহা করিবে না, যেহেতু "অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোপি ভয়ঙ্কর" তুমি মেদিনীপুর বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য শরীর মন সকলি দিয়াও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলে না, এই আক্ষেপ সহজেই মনে হইতে পারে। কিন্তু এ আক্ষেপ তুমি তোমার মন হইতে দূর করিয়া দিবে। এখানে এখন বর্ষাকাল তথাপি বায়ু তেমন আর্দ্র নহে। মধ্যে মধ্যে বাষ্পেতে সকলই আচ্ছন্ন হইয়া যায়, আবার বৃষ্টি হইয়া তাহা পরিষ্কৃত হয়। এই পর্ব্বত হইতে কবে প্রত্যাবর্ত্তন করিব তাহার এখনও নিশ্চয় নাই ঈশ্বরের উপরে তাহার নির্ভর। তোমারদের সকলের শারীরিক সুস্থতার সংবাদ লিখিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করিবে। ইতি ৪ভাদ্র ১৭৯০শক

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(৬৭)

ওঁ

কাশী—

৮মাঘ ১৭৯১শক

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার—

তোমার ৬ পৌষের পত্র এই কাশীতে প্রাপ্ত হইলাম। এই কয় বৎসর ধরিয়া তুমি যে প্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতেছ ইহা স্মরণ হইলে হৃদয় অতিমাত্র ব্যথিত হয়। কোন স্থানেই কোন ঔষধেই তোমার শরীরের সুস্থতা হইল না, বরঞ্চ আরো আরো রোগ তোমার শরীরকে আক্রমণ করিতেছে। কলিকাতায় তোমার ভাল চিকিৎসা হইবার উপায় আছে, তাহার কি করিতেছ? ভ্রমণে ভ্রমণেই আমার শরীর নিপাত হইবে। কলিকাতায় আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইল না, আলাহাবাদে হইল। এবার কোথায় যাইয়া পড়ি তাহার কিছুই ঠিকানা নাই। দ্বিজেন্দ্রনাথ তোমার আলয়ে আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, ইহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। বিষয় কর্ম্মের ভার এখন তাঁহাদের উপর সকল পড়িয়াছে, এখন তাঁহাদের আর তাহা না দেখিলেই নয়। চন্দ্র গ্রহণের সময় কাশীতে লোকের কোলাহল দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি। সকল দেশের লোক সে সময়ে এখানে একত্রিত হইয়াছিল। ঘাটে বাজারে আর লোক ধরে না। প্রয়াগে মাঘ মাসের মেলাতেও অনেক লোক হয়, তাহা তুমি দেখিয়া থাকিবে। তোমার পরিবারের আর আর সকলে বোধ করি ভাল আছেন।

তুমি সাবধানে থাকিবে। লেখা পড়ার আলোচনা অল্পই করিবে, তোমার শরীর সুস্থ থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ উপকার হইবে। এখন দিন কতক জ্ঞান আলোচনাতে ক্ষান্ত থাকিবে। আর আর সকল মঙ্গল। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৬৮)

ওঁ

ধর্ম্মশালা—

১১ চৈত্র ১৭৯১শক

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কারা বহবঃসন্তু—

আমি ভ্রমণ করিতে করিতে ধর্ম্মশালা পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি—পথ মধ্যে তোমাকে একখানা বই আর পত্র লিখিতে পারি নাই। তোমার আর একটি পুত্র সন্তান হইয়াছে আহ্লাদেরই বিষয়, তাহাতে ভাবনা কি? "প্রজা কামো বৈ প্রজাপতিঃ" প্রজাপতির কামনা কে নিবারণ করিতে পারে? আমার বেশ বিশ্বাস যে ঈশ্বর তোমাকে সকল রোগ হইতে মুক্ত করিয়া তোমার শরীরে ও মনে পুনর্ব্বার উপযুক্ত বলাধান করিবেন—যে হেতু এখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের কার্য্য তোমার হস্তে অনেক রহিয়াছে—সে সকল কার্য্য করিতে আর কাহারও সাধ্য নাই। তোমার শিষ্যের মধ্যে দেখিতেছি যে, ঈশানচন্দ্র বসু উত্তম যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। "আর কোথায় বা সেই পবিত্র উৎসব যাহার

গীত শব্দে দেবতারাও উল্লসিত হইয়া করতালী প্রদান করেন?" এটি কি উন্নত মনের পরিচয় দিতেছে—ঈশানের চৈতন্য হইয়াছে। আমার এইটি পাঠ করিয়া এই মহাবাক্য স্মরণ হইতেছে "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" তোমার চিকিৎসাদির ব্যয়ের নিমিত্তে জ্যোতিরিন্দ্রের নামে আদেশ পাঠাইতেছি, এ টাকা তাঁহার নিকট হইতে লইবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৬৯)

ওঁ

ধর্ম্মশালা

২৫ ভাদ্র ১৭৯২ শক।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার—

তোমার এই কষ্টদায়ক পীড়া লইয়া তুমি অসাধ্য সাধন করিতেছ। এত দুর্ব্বল শরীরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারোপযোগী প্রস্তাব সকল লেখা সহজ ব্যাপার নহে। তোমার হৃদয়ের অনুরাগই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতেছে। আবার তুমি পূজার পরে ব্রহ্মবিদ্যালয় খুলিবার সূচনা করিতেছ। কি আশ্চর্য্য!

শ্রীমান্ কৃষ্ণধনের বিলাতে যাওয়ার প্রধান সংকল্প যদিও সিদ্ধ না হইল—তথাপি তাহার আনুসঙ্গিক অনেক উপকার লাভ হইবে।

The Relegion of passion and the Relegion of calm dignified enthusiasm.

এ প্রস্তাবটি তোমার হস্ত হইতে উৎকৃষ্টরূপে বাহির হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

তুমি নেটিব ওপিনিয়নে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ক যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলে তাহা যদি প্রকাশ হইয়া থাকে তবে সে কাগজ কি আমি দেখিতে পাইব? তোমার আর একশত টাকা আয় হইলে সংসার খরচ নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া যায়, অতএব কার্ত্তিক মাস হইতে তোমাকে একশত টাকা মাসিক দিবার জন্য জ্যোতিকে লিখিলাম। সপরিবারের উপাসনাতে চিত্তকে প্রফুল্লিত করিয়া থাক, ইহা অতি শুভ সংবাদ। তোমার পুত্র কন্যা সকলে ভাল আছেন সংবাদে তুষ্ট হইলাম। আমার কলিকাতায় যাওয়ার কথা এখনো আমি কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৭০)

ওঁ

হিমাচল

২৩ বৈশাখ ১৭৯৩ শক।

তোমার ১২ই বৈশাখের পত্র পাইবার পূর্ব্বে কেবল ১৮ চৈত্রের জলেন্দ্র ঠিকানার পত্র পাইয়াছিলাম—ইতোমধ্যে তোমার আর কোন পত্র পাই নাই। পাকড়াশী যেখানে থাকিলে তিনি বোধ করেন যে ব্রাহ্ম সমাজের অধিক উপকার করিতে পারিবেন সেই খানেই তিনি থাকিতে পারেন, তাহাতে আমার কোন অনুরোধ নাই। 'নেশনল পেপর' দ্বারা যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কিছু উপকার হয়

তাহারি যত্ন করিবে, ইহাতেও আর অন্য কথা নাই। ব্রাহ্ম বিবাহের বিলের বিষয়ে আমার যাহা অভিপ্রায় তাহা তোমাকে ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি, বোধ হয় সে পত্র পাইয়া থাকিবে। তোমার বাটী মেদিনীপুরে হইলে ভাল হয়, আমার তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। ভোলানাথ পণ্ডিতের পত্র পাঠ করিয়া বোধ হইল যে আর ৯৫০৲ টাকা হইলে তোমারও বাটী গাঁথা সম্পন্ন হইয়া উঠে। অতএব এ নয় শত পঞ্চাশ টাকার যখনই প্রয়োজন হইবে আমাকে লিখিবে, তজ্জন্য আর উদ্বিগ্ন হইবে না। তোমার পুরাতন জ্বর ও অম্বলের বেদনা সারিয়াছে, কিন্তু তোমার আর আর পীড়া রহিয়াছে। আমি আর কি বলিব সাবধানে চলিবে। যে প্রকার ব্রাহ্মবিবাহ লইয়া গোলযোগ উঠিয়াছে ইহাতে আশ্চর্য্য নহে যে, পাত্র মেলা সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইতেছে। সকল মঙ্গল ইতি

---

(৭১)

ওঁ

বাক্রোটা শেখর

২৯ আষাঢ় ১৭৯৩ শক।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার—

তুমি ভাঙ্গাহাতে খুব লড়াই করিতেছ। তুমি ভিন্ন আমাদের তো এখন আর কেহ নাই, কি করা যায়? এক শরীরে তো এত রোগের ভোগ, তাতে আবার ধর্ম্ম লইয়া তোমার মস্তকের উপর কত কোপ পড়িতেছে ইহার আর উপায় কি! তুমি এখন এক এক দিন সমাজের প্রকাশ্য উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত

আছ, অতি আহ্লাদের সহিত ইহাতে আমি অনুমোদন করিতেছি। এখন দেখি, ইংলণ্ডে কতকগুলিন বিবিরাই ধর্ম্মের আলোচনা অধিক করিতেছে, ইহাদের কোমল হৃদয়ে ঈশ্বরের ভাব খুব প্রবিষ্ট হয়। ইহাদের সহিত তুমি পত্রের দ্বারা আলাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ইহাতে তাহাদের মন হইতে অনেক ভ্রম অপসারিত হইবে।

এখানকার সুখের মধ্যে এই যে, এখানে মোহ কোলাহল আমার কানের নিকটে নাই—মোহকোলাহল দূর হইতে শ্রুত হইতে থাকে। সমস্ত মঙ্গল। ইতি

---

(৭২)

ওঁ

বাক্রোটা শেখর

৫ ভাদ্র ১৭৯৩ শক।

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার—

এই অরণ্যের মধ্যে তোমার এক একখানি পত্র পাইয়া আমার মন আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া যায়, আশা ভরসা উদ্দীপিত হয়, শুভ কার্য্যের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাই। এই বিপত্তির মধ্যে কল্যাণ-পথে তোমারদের উৎসাহ ও উদ্যম আমার পক্ষে অতি মনোহর দৃশ্য। বহু পরিশ্রমে নৌকার হাল ফিরাইয়াছ, ইংলিশম্যান ও ফ্রেণ্ডের অনুকূলতা লাভ করিয়াছ। তারক বাবু আন্দোলনের প্রথমাবধি আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন, ইহা অতীব সন্তোষজনক। লোককে একত্র করিবার জন্য পাকড়াশী যে কথা বলেন, তাহা উত্তম বটে, তিনিও তাহাতে চেষ্টা করুন। পাকড়াশীর ঢাকায় থাকাতে

বোধ হয় তথাকার ব্রাহ্মদিগের অনেক উপকার হইয়াছে এবং আমাদের প্রকৃত মত প্রকাশ হইয়াছে। শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম যে শিবচন্দ্র বাবুর পুত্রের সহিত তোমার তৃতীয় কন্যা সুকুমারীর বিবাহের কথা হইতেছে। ইহা নির্দ্ধারিত হইবার সংবাদ পাইলে আরো আহ্লাদিত হই। তোমার কোন কন্যার কাশীর পীড়া ছিল এবং তাহা তাহার এত দিনে আরাম হইয়াছে কি না? সুকুমারীর বয়স সবে বার বৎসর লিখিয়াছ, এতো তাহার বিবাহের বেশ সময়। আর দুই বৎসর অপেক্ষা করা কেন? তুমি তো অত্যগ্রসর নও—তুমি Conservative ইহার বাঙ্গালা কি? শিবচন্দ্র বাবুর পুত্রের কত বয়স তাহাতো জানিতে পারিলাম না। ক্ষীণ ও রুগ্ন সেনার সম্বন্ধে সেনাপতির তত্ত্বাবধান অতীব আবশ্যক বলিয়া আমার হৃদয়কে খুব টানিয়াছ। তুমি কি চিরকালই সেনা থাকিবে? এখন সেনাপতি হইয়া স্বয়ং তুমি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতে থাক। শ্মশ্রু রাখা সেনাপতির লক্ষণ। শ্মশ্রু রাখিবার জন্য কি তোমার পীড়ার উপশম হইয়াছে? তাহা নহে। এখন তুমি ঈশ্বরের কার্য্যে প্রাণ মন সকলি দিয়াছ, ইহারই জন্য তোমার পীড়া তোমাকে কাতর করিতে পারিতেছে না।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(৭৩)

ওঁ

বাক্রোটা শেখর
২৭কার্ত্তিক ১৭৯৩শক

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার—

তোমার আবার জ্বর। তোমার আত্মা যেমন সুন্দর পক্ষী ও তাহার যেমন মধুর গান, তোমার শরীর তাহার উপযুক্ত পিঞ্জর নহে। শীত কালে আরো শরীর ভাল থাকে, তোমার সেই সময়েই জ্বর হয়। কি ক্লেশ, কি কষ্ট! দিন কতকের জন্য তোমার মনের শান্তি ও শরীরের আরাম চাই। গত বৎসরের ন্যায় দিন কতক তোমার শান্তি নিকেতনে থাকিলে কি ভাল হয় না? এখন কিশোরী সেখানে আছে, তোমার জন্য সকল প্রকার আয়োজন সে করিয়া দিতে পারে। জ্যোতি তাহার প্রতি তজ্জন্য অনুমতি করিবেন। তোমার শরীরের শেষ বল তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য ক্ষেপণ করিতেছ। তোমার প্রাণ মন সকলি তাহার জন্য অর্পণ করিয়া দিবা নিশি তাহার কার্য্য করিতেছ, তাহাতে যে কিছু অল্প পরিমাণে তোমাকে সাহায্য করিতে পারিতেছি, তাহার জন্য কথায় কথায় আমাকে তোমার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিতে বলা কেন? ইহাতে আমি লজ্জিত হই। তুমি নূতন প্রস্তাব লিখিয়া যে পাঠাই-য়াছ তাহা পাইয়াছি। ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ হইবার বিষয়ে একটা শেষ হইলে তাহার পরে এই প্রস্তাব দেখিয়া দিব মনে করিতেছি। তাহা হইলে ঠিক হইবে। বিবাহের জন্য একটা নিয়ম গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা-সমাজ হইতে হইবেই হইবে। ব্রাহ্মদিগের বিবাহের জন্য সে নিয়ম না হইয়া যদি সাধারণের জন্য হয় তাহাতে ক্ষতি কি? কেবল

কৈশবদিগের জন্য বিবাহের আইন করার যে প্রস্তাব নবগোপাল করিয়াছেন তাহা আমার ভাল বোধ হয় না। আমার সম্মুখে উচ্চতর পর্ব্বত শ্রেণীতে ইহার মধ্যে বরফ পড়িয়া গিয়াছে। এই পত্র লিখিতে লিখিতে হাত কন্ কন্ করিতেছে, তথাপি এখন দুই প্রহর দুইটা, আর রৌদ্রও ঝাঁঝাঁ করিতেছে। ইতি।

---

(৭৪)

ওঁ

অমৃতসর

৮ পৌষ ১৭৯৩শক

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার—

তোমার ১৯ অগ্রহায়ণের পত্র এখানে প্রাপ্ত হইলাম। ব্রাহ্ম-বিবাহ বিল সিভিল বিবাহ বিলে পরিণত হইবে, তাহাতে এই সংবাদ অবগত হইয়া আহ্লাদিত হইলাম। এখন এক প্রকার গোল মিটিয়া গেল দেখি, আর এক প্রকার গোল কি উঠে। কেশব নিশ্চিন্ত থাকিবার নহে। পঞ্জাব অনাবৃষ্টির জন্য হাহাকার করিতেছিল। অদ্য প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখি—"মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত।" এখানে এখন বৃষ্টি হইতেছে। আমি যে পর্ব্বতের শিখরে ছিলাম সেখানে তুষার পড়িতেছে। এবার তুষার মধ্যে তাঁহার মহিমা দেখা হইল না। তুমি কলিকাতার সর্ব্বত্র তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিলে, তাহাও আমার শুনা হইল না! তুমি তোমার এমন রুগ্ন ও দুর্ব্বল শরীর লইয়া কেমন করিয়া এত গুরুতর কার্য্য সাধন করিতেছ—ইহাতে আমি দিন দিন অধিকাধিক আশ্চর্য্য

হইতেছি। তোমার আত্মা কি তোমার শরীরের দুর্ব্বলতা মানে না। ঈশ্বরের প্রেমে সকলি তুচ্ছ করা যায়, কিন্তু শারীরিক পীড়া পর্য্যন্ত যে তুচ্ছ করা যাইতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত তুমি। সিন্দুরিয়া পটির ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্বৎসরিক উপাসনাতে বক্তৃতা করিয়া অবধি তোমার শারীরিক কষ্ট বাড়িয়াছে—আবার মাঘোৎসবের মঙ্গলাচরণের ভার দেখি তুমি লইয়াছ। সম্বৎসরকাল এই সকল পরিশ্রম হইতে ক্ষান্ত থাক এই আমার পরামর্শ, শরীর আবার সবল হইলে এক বৎসরের কার্য্য এক মাসের মধ্যে করিতে পারিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

তোমার নূতন প্রবন্ধ দেখিয়া শীঘ্রই পাঠাইব।

---

(৭৫)

ওঁ

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

এই মাসের পত্রিকাতে 'সিবিল বিবাহের রাজবিধি" প্রস্তাব দেখিলাম। এই প্রস্তাবে যথাবৎ বৃত্তান্ত লিখিতে অনেক ভুল হইয়াছে। জুলাই মাসে শিমলা পর্ব্বতে অবস্থিত ব্যবস্থাপক সমাজের নিকটে আবেদন পত্র আদি সমাজের দ্বারা যে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার কোন কথা ইহাতে উল্লেখ নাই এবং ষ্টীপন সাহেব সেই আবেদন পাইয়া পুনর্ব্বার ব্যবস্থাপক সমাজ কলিকাতায় আসা পর্য্যন্ত তাহার বিবেচনা স্থগিত রাখিয়াছিলেন, তাহারো কিছুই লেখা হয় নাই। এই ব্রাহ্ম-বিবাহের আইন লইয়া ৯মাস পর্য্যন্ত যে আন্দোলন চলিয়াছিল, পত্রিকা পড়িয়া তাহা কেবল দুই মাস মাত্র বোধ হইতেছে। এই প্রস্তাবের

এ সকল দোষ সংশোধন করা আবশ্যক। অতএব আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, এই প্রস্তাবটি পরিশুদ্ধরূপে তুমি ইংরাজিতে লিখিয়া আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকাতে প্রকাশ কর এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আদি সমাজ হইতে যে আবেদন প্রদত্ত হইয়াছিল তাহাও সম্পূর্ণরূপে যেন প্রকাশিত হয়। এজন্য যদি জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকা ৬ ফর্ম্মা হয় তাহাতেও কুণ্ঠিত হইবে না। এই অবধি তাহাতে উদ্যোগী না হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকাতে তাহা প্রকাশ হইয়া উঠিবে না। যথা বিবেচনা করিবে। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

৩ বৈশাখ ১৭৯৪ শক।

---

(৭৬)

বাক্রোটা

১৪ বৈশাখ ১৭৯৫ শক

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

আমি অমৃতসর হইতে আবার সেই আমার বাক্রোটা শেখরে আসিয়া পহুঁছিয়াছি। এখানে তোমার ৭ বৈশাখের পত্র পাইয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। তোমার গ্রন্থের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক উপকার হইবে এবং তাহার পথ পরিস্কৃত হইবে, আমার এই প্রকার বলবৎ প্রত্যাশা এবং তাহা ফল দ্বারাও পরিচয় পাইতেছি। দুর্গা প্রসাদ আঢ্যের দ্বারা আহূত হইয়া তুমি যে আকনাতে গিয়া তথায় দুই দিবস থাকিয়া ব্রহ্মোপাসনা করিয়াছিলে ইহা শুভ সম্বাদ। মার্ল্লিবার্জুনের পত্র আমি নেশনল

পেপারে দেখি নাই। বৈশাখ মাসের পত্রিকায় একটি প্রস্তাব আছে "প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম"; ইহা কাহার রচনা? আমি ইহা পড়িয়া দেখিলাম অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে এবং এখনকার বিশেষ সময়োপযোগী। তোমার কন্যার বিবাহের জন্য বর পাওয়া যাইতেছে না ইহাতে উদ্বিগ্ন হইতেছি। ইহার কি কিছুই অনুসন্ধান পাইতেছ না? রবীন্দ্র এখানে ভাল আছে এবং আমার নিকটে সংস্কৃত ও ইংরাজি অল্প অল্প পাঠ শিখিতেছে। ইহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মও পড়াইয়া থাকি। তোমার শরীরের পীড়ার উপশম হইয়াছে কি না লিখিয়া নিরুদ্বিগ্ন করিবে। তোমাদের সকলের কুশল সংবাদ পাইবার প্রতীক্ষায় রহিলাম। ইতি

---

(৭৭)

ওঁ

হিমালয় বক্রোটাশেখর
১৪আষাঢ় ১৭৯৫

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার—

এই কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইলে বাঁচি। হরিশচন্দ্র তলাপাত্র একজন কর্ম্মের লোক। তাহার সহিত অনেকের আলাপ আছে। তাহার যত্নে এখন একটি পাত্র সংঘটন হইবার নিশ্চিত সম্বাদ পাইলে হয়। তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। তোমার রুগ্ন শরীর লইয়া তুমি যে প্রকার শ্রম সাধ্য প্রস্তাব সকল লিখিয়াছ, তাহার ফল ক্রমে ফলিতেছে। আদি ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা হইতেছে। বিজিগাপাটন ও আহমদাবাদ তাহার পরিচয় দিতেছে।

এসম্বাদে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। বেদান্ত দর্শনের সিদ্ধান্ত কি? ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরুদ্ধে "সোহমস্মি" "তত্ত্বমসি" এই সকল উপনিষদের বাক্য কি সিদ্ধান্ত নয়? তাহা হইলে আমরা বেদান্ত দর্শন কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি? আমাদের মতে আত্মা কখনো পরাকাষ্ঠা নয়। কিন্তু এই আত্মার অন্তরাত্মা যে পরম পুরুষ তিনিই পরাকাষ্ঠা। অতএব আমরা এই উপনিষদ্ বাক্য গ্রহণ করিয়াছি যে "হিরণ্ময়ে পরেকোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।" আমার মতে 'অন্নময় কোষ' জড়বস্তু, 'প্রাণময়কোষ' বৃক্ষলতা,-'মনোময় কোষ' পশুপক্ষী,—'বিজ্ঞানময় কোষ'-মনুষ্যের আত্মা, 'আনন্দময় কোষ'-দেবাত্মা,-সকলের প্রতিষ্ঠা ব্রহ্ম, "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"। অবিদ্যা-বিদ্যা, বন্ধন-মুক্তি প্রভৃতি যুগলগণ পরস্পর বিরোধী অথচ পরস্পর সাপেক্ষ—দ্বিজেন্দ্রের এই প্রহেলিকার পোষকতা বাজসনেয় সংহিতাতেও পাওয়া যায়। 'বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ংসহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াহ মৃতমশ্নুতে।" "অবিদ্যা জ্ঞানের বিপরীত পক্ষ" ইহাতে কোন সংশয় নাই। "জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে সেই সত্য জানে।" রবীন্দ্রকে একটি জীবন্ত পত্র স্বরূপ করিয়া তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছি—তাহার প্রমুখাৎ এখানকার তাবৎ বৃত্তান্ত চুম্বকরূপে জানিতে পারিয়াছ, ইহার চতুর্দ্দিক হইতেই সত্যং শিবং সুন্দরং ভাতি চ বিভাতি চ, ইহার বৃত্তান্ত আরো সংক্ষেপে এই বলিলাম। তুমি চিররোগী হইয়া পড়িয়াছ আমাদেরই দুর্ভাগ্য।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(৭৮)

ওঁ

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

তুমি কন্যাদায়ে অতি সংকটে পড়িয়াছ। এই অকুল পাথারে তিনি এক ভরসা। পাকড়াশীর বিষয়ে আমি দ্বিজেন্দ্রকে লিখিয়াছি, তিনি যাহাতে পাকড়াশী পরিবারের কষ্টের লাঘব হয়, তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার শেষের গীতটি ইংরাজিতে অতি সুন্দর অনুবাদ হইয়াছে। তাহাতে বিদ্রোহের ভাব যে কিছু আছে, তাহাতেই সে সতেজ হইয়াছে। আমি তোমার এই অনুবাদ সত্যেন্দ্রকে পাঠাইয়া দিয়াছি।

এখানকার বর্ষা ঋতুতো অতিক্রম করিলাম। এখন কম্পমান শীত আসিতেছেন, ইহার মধ্যেই গত বিজয়াদশমীতে আমার উত্তরাভিমুখ পর্ব্বতে বরফ পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতায় এখন যে বরফের হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, সেই বরফের ভয়ে এখানে আগে হইতেই সকলের হৃদয় কাঁপিতেছে। আমোদ প্রিয় সাহেবেরা এই পর্ব্বত ছাড়িয়া এখন নীচে যাইতেছেন—এখানকার বাজার ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইতেছে, আর দিন কতক পরে ইহা জন শূন্য তপোবন হইবে। যাহারা আর কিছু চায় না, তখন এখানে তাহারা ঈশ্বরকে পাইবে। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

২৮ আশ্বিন ১৭৯৫ শক।

(৭৯)

ওঁ

মাধবপুর

২১অগ্রহায়ণ ১৭৯৫শক

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

বঙ্গদেশের কি দশা হইল! বিদ্রোহ-দুর্ভিক্ষ-মারিভয়ে তাহাকে একেবারে ঘোরাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ঈশানের পত্রপাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত খিদ্যমান হইলাম। তাহার বাটীর সকলে জ্বরগ্রস্ত, পুত্রটি যায় যায়—তাহার উপরে আবার দুর্ভিক্ষ; ঈশান একাকী কি প্রকারে এসকল সামলাইবেন। এই ঘোর বিপদের মধ্যেও তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস লিখিয়া সম্পন্ন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আছেন! কিন্তু এবিষয়ে তিনি এখন এই লিখিয়াছেন যে, "আমি প্রথমে বলিয়াছিলাম যে এক বৎসরের মধ্যে এই ইতিহাস লেখা সম্পন্ন হইতে পারিবে।" কিন্তু আমার বলা উচিত ছিল "দুই বৎসরের মধ্যে ইহা হইতে পারিবে।" ঈশানের দুই বৎসরের জন্য ইহা লিখিবার সময় দেওয়া উচিত। তাড়াতাড়ি করিলে ইহা কখনো সুসম্পন্ন হইবে না। ইহার জন্য তিনি আর ৩০০৲ তিন শত টাকা পাইতে পারেন। সম্প্রতি তাহাকে ১০০৲ একশত টাকা দিবার জন্য জ্যোতিকে এই পত্র লিখিলাম।

তোমার শূল রোগ বৃদ্ধি হইতেছে, গতবার চারিদিবস অসহ্য বেদনা ছিল। ইহা মনে করিতে গেলে হৃদয় কম্পিত হয়। বিদ্যা সাগরের ঔষধে কিছু উপকার দিয়াছে। যদি ইহাতে উপকার বোধ

হয়, তবে বৃথা এক মাসের জন্য পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়ার পরিশ্রম স্বীকার করা। আমি এইক্ষণে ইরাবতী নদীতীরে আছি। এখানেও বড় শীত।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৮০)

ওঁ

অমৃতসর
২৩ চৈত্র ১৭৯৫ শক

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

আমার ব্যয়ের ভার লাঘব করিবার অভিপ্রায়ে বিদ্যাসাগরের বিদ্যালয়ে ৭০৲টাকা বেতনে কষ্টকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে। তোমার এই রোগায়তনজীর্ণ শরীরে তাহা এখন সহ্য হইবে কেন? দেরাদুন হইতে তোমার যে আহ্বান আসিয়াছে তাহাই তোমার পক্ষে আমার কল্যাণ বোধ হইতেছে। সেখানে গেলে তোমার মন সবল হইবে, তোমার শরীর সবল হইবে এবং রোগের যাতনা অনেক খর্ব্ব হইবে। এমনি তো আমার বোধ হইতেছে, আবার তাহার নূতন শোভা দেখিয়া তোমার জীবন পুনর্ব্বার নূতন হইয়া যাইবে এবং নবতর মধুরস্বরে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া তুমি আপ্তকাম হইবে। যদি তোমার সেখানে যাইতে উৎসাহ হয়, তবে সেই দিকের রেলপথ এখনই অবলম্বন করিবে। তথায় যাইবার এই মুখ্য সময়। গ্রীষ্মকাল আরো অধিক হইলে পথেতে অধিক কষ্ট হইবে। আবার

বর্ষার পূর্ব্বে তথায় না গেলে মনের মত ফল লাভ হয় না। বর্ষাকালটা পর্ব্বতে শরীরের পক্ষে বড় ভাল নহে। তোমার অতিরেক ব্যয়ের নিমিত্তে ৩০০৲ টাকার চেক এখান হইতেই পাঠাইতেছি। এখানে এইক্ষণে বসন্তকাল। নেবু ফুলের গন্ধের সহিত আম্র মুকুলের গন্ধ মিশ্রিত হইয়া বিদেশে স্বদেশের ভাব আনিয়া দিতেছে। কিন্তু বসন্তের এ আমোদ আর থাকে না। ইহার পশ্চাতে খরতর খরা আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই বসন্তের অবসানের পূর্ব্বেই আমি এখান হইতে প্রস্থান করিব এবং পর্ব্বতে যাইয়া তথাকার বসন্তের সমাগমের প্রতীক্ষা করিব। সেখানে যাইয়া যদি দেরাদুন হইতে তোমার কুশল সংবাদ পাই, তবে মনের আমার মস্ত একটা ভার চলিয়া যাইবে। আর সকলই মঙ্গল। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৮১)

ওঁ

ব্রাক্রোটা শেখর

২৯চৈত্র ১৭৯৫ শক

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

তোমার অতীব আহ্লাদ জনক পত্র অদ্যপ্রাপ্ত হইলাম। তোমার কন্যার জন্য একটি উপযুক্ত পাত্র মিলিয়াছে। তাহার বিবাহ ৮ই বৈশাখে দিন স্থির হইয়াছে। ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে আপাততঃ ৩০০৲ তিনশত টাকার আদেশ পাঠাইতেছি, এটাকা প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের নিকট হইতে আনাইয়া লইবে। এই শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন

হইবার সম্বাদ পাইলে আমি অতিশয় প্রহৃষ্ট হইব। ইহাতে যদি আরো কিছু টাকার তোমার প্রয়োজন হয়, তবে আমাকে লিখিবে। তোমার আর কয়টি কন্যা অবিবাহিতা রহিল? কন্যার দ্বারাই ব্রাহ্মধর্ম্মের পরীক্ষা হয়।

অমৃতসরের অমৃত বায়ু আর নাই। এখানে হিম বায়ুর ঝড় বহিতেছে। তাহার উপরে আবার দণ্ডে দণ্ডে শিলাবৃষ্টি হইয়া যেন ঘরের ছাত ভাঙ্গিয়া দেয়। সূর্য্য একেবারে মেঘে আচ্ছন্ন, কিছুতেই আর শীত ভাঙ্গে না। এত শীত তোমার শরীরে বোধ হয় সহ্য হয় না। দেরাদুনে এত শীত নাই—তাহাই তোমার শরীরে উপযুক্ত। এখানে প্রায় আর একমাস পরে বসন্তের সমাগম হইবে। সকল মঙ্গল। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৮২)

ওঁ

বাক্রোটা শেখর

১১শ্রাবণ ১৭৯৭ শক

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কারা—

হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার ইংরাজী অনুবাদ শেষ হইয়াছে এবং Science of Religion নাম দিয়া একটি প্রবন্ধও লিখিয়াছ। বিলাতে ইহা ছাপাইবার জন্য মানস করিয়াছ—তাহা হইলে এই পুস্তক বোধ হয় অনেক উঠিয়া যাইবে। তুমি এই সকল গ্রন্থ রচনাতে যেমন পরিশ্রম করিতেছ, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে তোমার

মাথা ঘোরা ও বৃদ্ধি হইতেছে। তোমার সঙ্গে একটী লোক না থাকিলে তোমার বেড়াইতেও সাহস হয় না। দেরাদুনে যাইতে পারিলে তোমার মাথা ঘোরার অনেক প্রতিকার হইতে পারে। দেরাদুনে যাইবার জন্ত গোপীমোহন ঘোষের দুই আহ্বান পত্র আমিও পাইয়াছি, আমার চলা বলার কিছুই ঠিকানা নাই। আমি দিন দিন ক্রমে পৃথিবী হইতে অবসর লইতেছি। "সেকাল আর একাল" তোমার বক্তৃতা ছাপা হইলে আমাকে পাঠাইয়া দিবে—এপ্রস্তাব আমোদ জনক হইবে তাহার সন্দেহ নাই। মূলাজোড়ে তুমি কেমন ছিলে? রবীন্দ্রের ইংরাজী পড়া যে ভাল হইতেছে আমার এমন বোধ হয় না, তুমি তাহাকে শ্রেষ্ঠ ইংরাজী কবিদিগের এক ফর্দ্দ করিয়া দিয়াছ। তাহা কি রবীন্দ্র আপনা আপনি পড়িয়া বুঝিতে পারিবে? পুরুবিক্রমের মধ্যে পুরুর কথায় যেখানে সৈন্তেরা সব ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাহার ইংরাজী তরজমা দেখি নেশনল কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কে তরজমা করিল? বোধ হয় তুমি। মাসে মাসে ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষদিগের একটা সভা হইয়া, সমাজের কার্য্য সকল তাঁহারা যথার্থ রূপে তত্ত্বাবধারণ করেন—ইহা হইলে বড় ভাল হয়। সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করিয়া এবিষয়ে স্থির করিবে। সমাজের আয় যাহাতে অধিক হয়, ব্যয় পরিমিত হয়, এবিষয়ে তোমারদের সকলের দেখা অতি কর্ত্তব্য। অধ্যক্ষ দিগকে হাত ছাড়া করিবে না। তোমার নূতন জামাতা শ্রীমান্ ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ দিবে। সুকুমারীর এখনো নিজ গ্রামে যাওয়া হয় নাই। সেখানে বৌভাত হইয়া যাইবার সংবাদ পাইলে আমি অতীব আহ্লাদিত হইব। ঈশ্বর প্রসাদে তোমার সকলই মঙ্গল হইবে, ভয় নাই। ইতি

(৮৩)

ওঁ

বক্রোটা শেখর

১২আশ্বিন ১৭৯৬

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

ব্রাহ্ম সমাজের পুরাবৃত্ত তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম ভাগ ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপনের উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় ভাগ—উপাসনা-প্রণালী স্থাপন, তৃতীয় ভাগ—অনুষ্ঠান প্রচলিত। এই তিন ভাগে প্রথম হইতে এখন পর্য্যন্ত সকল কথা লেখা যাইতে পারে। তাহাতে দলাদলি জয় পরাজয়ের কথা না থাকে। এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তুমি যদি নিজে ইহার পুরাবৃত্ত লিখিতে পার, তাহা হইলেই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপকারের সম্ভাবনা। ঈশানের প্রণীত পুরাবৃত্ত সংশোধন করিতে গেলে, তাহার আর কিছুই থাকে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে তোমার প্রকৃতির বিরুদ্ধে, অনেক কার্য্য করিতে হইয়াছে ইহাতেই তোমার মহত্ত্ব। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা তোমার হৃদয়ে যেমন স্থান পাইয়াছে, তেমনি তোমার রসনা হইতে তাহা কীর্ত্তিত হইতেছে এবং তেমনি তোমার কার্য্যেও প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে বিবাদের আশঙ্কা করিলে চলিবে কেন? তুমি শত্রুর প্রহারে অক্ষত হইয়া নির্ভয়ে সত্য প্রচার করিতে থাক, এই আমার অনুরোধ এবং ইহাতেই তোমার জীবনের লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে। রবীন্দ্রের তত্ত্বাবধারণ মধ্যে মধ্যে করিয়া থাক, ইহাতে আমি অতীব সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(৮৪)

ওঁ

বক্রোটা শেখর

৫বৈশাখ ১৭৯৮শক

নববর্ষের প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক নমস্কার—

তোমার গত ২৬ চৈত্রের পত্রেতে তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ পাইয়া অতীব আহ্লাদিত হইলাম। তোমার প্রিয় মেদিনীপুর ব্রহ্মসমাজের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তোমার মনও ভাল থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখানে বৈশাখ মাসের প্রথম দিবসেই বরফ পড়িয়া এমনি কঠোর শীত হইয়াছিল, তাহা একেবারে অসহ্য, তাহার তীব্রতা তোমরা অনুমানও করিতে পারিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, কঠোর শীতেতে পরমাত্মার সমাধানে আত্মার বল হয়। যিনি "মহতোমহীয়ান্" তাঁহার মহত্ত্বের নিদর্শন এখানে চতুর্দ্দিক হইতেই প্রতীতি হইতেছে।

জাতিভেদ প্রথার নিষ্ঠুরাঘাতেই সকলেই অস্থির। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে তাহা আর থাকিবে না। আর দুই শত বৎসরের মধ্যে ইহার অনেক শিথিল হইবে। তোমা ভিন্ন ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম এমন আর কে লিখিতে পারে? তাহা পত্রিকাতে প্রকাশিত না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের স্ফূর্ত্তি থাকিবেক না। অতএব পত্রিকার জন্য তুমি তাহা হইতে তোমার লেখনীকে বিরাম দিবে না। মধ্যে মধ্যে যোগীন্দ্র ইহাতে তোমাকে সাহায্য করিলে আরো ভাল হয়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(৮৫)

ওঁ

দার্জ্জিলিং

২৩ জ্যৈষ্ঠ ৫০

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

তুমি বৈদ্যনাথে সপরিবারে যাইতে মানস করিয়াছ—তোমার শরীরের যাহাতে উপকার হয়, সেই পথই অবলম্বন করিবে। ক্রমাগত তোমার শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, ইহাতে আর উপেক্ষা করিবে না। বৈদ্যনাথে যাইয়া তোমার শরীরের ভাব কি প্রকার হয় তাহা শুনিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম। তোমার পীড়ার উপরে আবার যোগীন্দ্রের শরীরের জন্য ভাবনা—বিষম সংসারের যাতনা। ইহা প্রতীকারের যে কিছু সদুপায় থাকে তাহা অবলম্বন করিবে। ইতি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৮৬)

ওঁ

দার্জ্জিলিং

৫ আষাঢ় ৫০

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

বিদ্যারত্ন এবারকার পত্রিকাতেও কৌমুদিকে খুব প্রহার করিয়াছেন, খুব চাবুক দিয়াছেন। তাহার আর মাথা উঠান ভার হইবেক। কেবল রামচন্দ্রের জমি ক্রয় এবং উইলের দৃষ্টান্ত কিছু জটিল হইয়াছে—ইহার উপরে তত্ত্ব কৌমুদী কিছু কথা চালালেও চালাতে পারে—দেখা

যাউক পরে সে কি বলে ? বিদ্যারত্নের লেখা পড়িতে আমার বড় আনন্দ হয়। পত্রিকার ছাপাও বেশ পরিষ্কার হইতেছে—কেবল তাহার মধ্যে মধ্যে দুই একটা বর্ণাশুদ্ধি বড়ই উৎপাৎ করে। আর গবর্ণমেণ্টের স্থানে গভর্ণমেণ্ট লেখা বিদ্যারত্নের লেখনীর উপযুক্ত নহে।

v অক্ষরের স্থানে ভ এবং ভ অক্ষরের v, বাঙ্গালা লেখার রোগ হইয়াছে। যোগীন্দ্রের 'আমিষ ভক্ষণ' পড়িয়াই আমিষ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল। যোগীন্দ্র অনেকের মত সংগ্রহ করিয়াছেন এবং এ লেখাটীও পরিপাটী হইয়াছে—ইহাতে মনের বল প্রকাশ পাইতেছে। অক্ষয় বাবুও নিরামিষ বিষয়ে অনেক প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, পূর্ব্বে সত্যেন্দ্র তাহা পড়িয়াই কেবল ডাল ভাত আরম্ভ করিলেন, অমনি তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। আমি যখম রামমোহন রায়ের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতাম, তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন 'তুমি মাংস খাও কি না ?' আমি বলিতাম "না, আমি মাংস খাই না" তিনি তাহাতে উত্তর দিতেন যে, 'চারা গাছে জল না দিলে গাছ ভাল হইবেক কেন ?" তোমার বৃদ্ধ বয়সে তোমার যোগীন্দ্র ও তোমার শিষ্য অখিল পত্রিকা লেখাতে তোমাকে খুব সাহায্য করিতেছেন—ইহাতে আমি আনন্দিত আছি। অখিল পরকাল বিষয়ে হিন্দু প্রণালীতে বেশ লিখিতেছেন। এবার পত্রিকার আপাদ মস্তক ভাল হইয়াছে—এবার ইহা জীবন্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। আজ যেমন এখানকার শোভা দেখিলাম এমন এখানে আসিয়া অবধি এক দিনও দেখি নি। প্রাতঃকাল হইতে ক্রমে ক্রমে বাষ্পের আবরণ চলিয়া গিয়া প্রকৃতির অনাবৃত সৌন্দর্য্য দশ দিকে বিকীর্ণ হইল। সূর্য্যের কিরণ পাইয়া পর্ব্বত সকল বিচিত্র বর্ণ ধারণ করিল।

আবার এখন বাষ্প আসিয়া সকলকে আকুল করিতেছে। এমন শোভার আগার বিশ্বসংসারকে আচ্ছন্ন করিতেছে। কিছুরই স্থির নাই 'অদ্য রাজা, কাল দরিদ্র'। এই ক্ষণ-ভঙ্গুর অস্থায়ী সংসারের মধ্যে তোমার এখন তিনটি বিভূতি হইয়াছে—ধৈর্য্য, ত্যাগ, ও প্রেম; ইহা তোমার চিরকালের সম্পদ।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

দার্জ্জিলিং ব্রাহ্ম সমাজে নূতন সংস্করণ ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ একখানা পাঠাইয়া দিতে আদেশ করিবে।

---

(৮৭)

ওঁ

দার্জ্জিলিঙ্গ

২৩ আষাঢ় ৫০

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

তোমার শরীরের যন্ত্রণা মনে হইলে আমার হৃদয় ব্যাকুলিত হইয়া উঠে। তোমার কাশী, তোমার মস্তকের পীড়া, তাহার উপরে ঔষধ সেবন করিয়া অর্দ্ধ বধির হওয়া, ইহাতে তুমি যে কি অসহ্য কষ্ট ভোগ করিতেছ, তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। যে প্রকারেই হউক ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতেই হইবে। অতএব যোগীন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া বৈদ্যনাথে গেলে তোমার শরীরে উপকারের যদি আশা থাকে, তবে সেই পথ অবলম্বন কর। আমাদের সংসারের খরচের তহবিল হইতে তোমাকে টাকা দিবার বরাত না দিয়া আমি এখান হইতে ১৫০ দেড় শত টাকার চেক পাঠাইতেছি, বাঙ্গল-ব্যাঙ্ক হইতে এই টাকা আনাইয়া লইবে। তোমার আশাপূর্ণ হইবে—বৈদ্যনাথে

তিন মাস থাকিয়া কাশী সারিয়া নূতন স্বাস্থ্য ও নূতন উৎসাহের সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আইলে যে, আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইব তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না। ইতি।

---

(৮৮)

ওঁ

দার্জ্জিলিঙ্গ

৩১ আষাঢ় ৫০

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

সত্যেন্দ্রের নিকট হইতে অন্য এক পত্র পাইলাম, তাহার মধ্যে এই কথা আছে যে "কেশব বাবু সম্প্রতি 'ঈশা কে?' এই বিষয়ে "বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে এ দেশীয় ব্রাহ্ম বয়সি যাহা বলিয়াছেন তাহা মহাশয়ের দর্শনার্থে পাঠাইতেছি কেশব বাবু ব্রাহ্ম হইয়া ঈশার প্রতি যেরূপ অমানুষিক ভক্তি প্রদর্শন করেন, তাহাতে শুদ্ধ যে আমাদের লোকেরা অবাক হয় তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার অনেক পশ্চিমবাসী বন্ধুরাও আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। বয়সির উপদেশে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন, আর তিনি যেমন তন্ন তন্ন করিয়া কেশব বাবুর বক্তৃতার প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অন্ধ চেলাদের মধ্যে ও অনেকের চক্ষু ফুটিবে সন্দেহনাই। বয়সির এই বক্তৃতার উপর মহাশয়ের মত ব্যক্ত করিয়া লিখিলে সন্তুষ্ট হই। আদি সমাজের পক্ষ হইতে বয়সিকে এই বিষয়ে রাজনারায়ণ বাবু যদি এক পত্র লিখেন ত ভাল হয়। কেশব বাবু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নামে এই রূপ খৃষ্ট পূজা প্রচার করিয়া আপনাকে কি হাস্যাস্পদই করিয়া

তুলিতেছেন, হয় ত খৃষ্টের পদে তিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েন এই রূপ তাঁহার কোন অভিসন্ধি থাকিবে।”

তুমি সভাপতি রূপে আদি সমাজের পক্ষ হইতে বয়সির উপদেশের সহানুভূতি করিয়া যদি এক পত্র তাঁহাকে লেখ, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মান যে রক্ষা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব সত্যেন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে তোমার প্রতি আমার এই অনুরোধ জানিবে। এই পত্রের মধ্যে বয়সির মুদ্রিত সেই উপদেশও পাঠাইতেছি, ইহা যদি বিদ্যারত্ন বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায়ের সহিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। তজ্জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিবে। তোমার শরীরের প্রতি বিশেষ যত্ন করিবে। যতটুকু পরিশ্রম তোমার সহ্য হয়, যতটুকু পরিশ্রম না করিলে নয়, ততটুকু পরিশ্রম করিবে, তাহার বেশী না হয়। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(৮৯)

চন্দননগর

২৫ চৈত্র ৫৫

১১ ঘণ্টা। থারমামিটর ৯৩ ছায়াতে, বড় গরম।

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার।—

আমরা পুতুল পূজা পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত অক্ষয় মুক্তি লাভের নিমিত্তেই ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়াছি। তং হ দেবং আত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈশরণমহং প্রপদ্যে। এই হৃদ্গত সত্য আমরা অকুতো-

ভয়ে সর্ব্বত্র প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারা মুক্তির আকাঙ্খী, যাঁহারা জ্ঞানে প্রেমে এবং ব্রহ্মানন্দে আপনাকে অনন্ত পথে উন্নত করিতে চান, তাঁহারা জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধ হইয়া সেই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মকে প্রীতি দ্বারা উপাসনা করুন। "যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুং আপ্নোতি যহই নানেব পশ্যতি।" পুরাতন কঠ ঋষির এই উক্তি। যিনি ইহলোকে তিনি পরলোকে, যিনি পরলোকে তিনি ইহলোকে, মৃত্যু হইতে সে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়, যে এখানে তাঁহাকে নানা করিয়া দেখে। সংসারের সেবা করিয়া, পুতুলের পূজা করিয়া, কেহ কখন অমৃত হইতে পারে না। যাহাতে আমরা অমৃত না হই, যাহাতে মুক্তি লাভ না করি, তাহা লইয়া কি করিব? আদি ব্রাহ্ম সমাজ তো চিরকালই ইহা বলিয়া আসিতেছেন। এক ঔদার্য্য প্রদর্শন করিবার জন্য পৌত্তলিকদিগের অনুরোধে, আত্মার যাহা পরম গতি, আত্মার যাহা পরম সম্পদ, আত্মার যাহা পরম লোক, আত্মার যাহা পরম আনন্দ সে পথে কি কণ্টক দিতে ব্রাহ্মদিগকে উপদেশ দিবে? তুমি যদি এ উপদেশ দাও, তবে আমাদের পক্ষে আর কে দাঁড়াইবে? শশধর চূড়ামণিকে কে পরাস্ত করিবে? বাস্তবিক পৌত্তলিকতার প্রতি ঔদার্য্য প্রদর্শনই পৌত্তলিকতা প্রচারের সহায়তা করা। লোক আকর্ষণের জন্য কৌশল অবলম্বন অপেক্ষা, নিজ ধর্ম্মের বিশ্বাসের প্রতি ঐকান্তিক নির্ভর ও অনুরাগ দেখাইলে প্রচারের যেমন সাহায্য হইবে, এমন আর কিছুতেই নহে। অলমতি-বিস্তরেণ। ইতি।

(৯০)

মস্থরী পর্ব্বত

২৮ আশ্বিন ৫৩

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার।—

তুমি আমার প্রতি মমতা করিয়া মিরর হইতে শরীরের সুস্থতা সম্বন্ধে যে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া আমাকে পাঠাইয়াছ, তাহা পড়িয়া আমার জ্ঞান জন্মিল। বিজ্ঞানের সত্য কখনো অগ্রাহ্য করা যায় না। আমি পরীক্ষাতেও দেখিতেছি যে, শীত যেমন পূর্ব্বে আমার শরীরে সহ্য হইত, এখন আর তেমন কিছুই হয় না। যখন আমি সিমলাতে ছিলাম, তখন পৌষ মাসে বরফ ভাঙ্গিয়া তার জলে প্রত্যহ স্নান করিতাম, এখন এখানে এই আশ্বিন মাসেও গরম জলে স্নান করিতে ভয় হয়। তথাপি এই হিমালয়ে আমার শেষ দিন কাটাইতে হইবে—আমার মনের কাঁটা এখানেই স্থির রহিয়াছে, এখান হইতে এক পাও চলিতে পারি না। ঈশ্বর এ লোকে বা পরলোকে কোথায় কাকে রাখেন তাহা তিনিই জানেন। আমাদের পক্ষে অন্তরে তাঁহার গম্ভীর নিনাদ শুনিয়া চলাই আরাম। তাঁহার প্রতি যে দৃষ্টি রাখে, তিনি তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

(৯১)

মস্থরী পর্ব্বত

১৭ আশ্বিন ৫৩ ব্রাহ্মসংবৎ।

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার।—

তোমার ১২ আশ্বিনের পত্র প্রাপ্ত হইলাম। তুমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে যে অচিন্ত্য মনে কর না, তাহা আমি জানি। কিন্তু তুমি

ঈশ্বর-স্বরূপ বিষয়ে যে প্রস্তাব লিখিয়াছিলে তাহাতে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ-রূপে অচিন্ত্য বলা হইয়াছিল; এমন কি তাহাতে বলিয়াছিলে যে, "শব্দের অভাবে আমরা তাহা জ্ঞান-শক্তি-করুণা শব্দে ব্যক্ত করি।" জ্ঞান শব্দের অভাবে আমরা যাহা গ্রহণ করি তাহা তাঁহাতে নাই, অর্থাৎ জ্ঞানই তাঁহাতে নাই; ইহাই বলা হইয়াছে। ঈশ্বরের শক্তিকে শক্তি শব্দ বলিয়া যাহা বলিতেছি, সে শক্তি তাঁহার নয়; তবে তাঁহার আর কি শক্তি। শক্তি শব্দের অর্থে যে একটি অকাট্য বীর্য্যের ভাব বুঝায়, তাহা যেমন সৃষ্ট বস্তুতে প্রযোগ হয়, এবং তাহার দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, তেমনি সর্ব্ব স্রষ্টাতেও তাহা প্রয়োগ হয় এবং তাহার দ্বারা আমরা তাহাই বুঝি। "শব্দের অভাবে আমরা তাহা জ্ঞান-শক্তি-করুণা শব্দে ব্যক্ত করি"। ইহা হইতে অজ্ঞেয়বাদীরা আর অধিক কি বলিতে পারে? ইহারই জন্য আমি পূর্ব্বে তোমাকে লিখিয়াছিলাম যে, "ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি আমরা যদি শব্দের অভাবে তাঁহার জ্ঞান শক্তি আছে বলি, তবে জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, মঙ্গলস্বরূপ ব্রহ্মের নামও মুখে আনা উচিত হয় না।"

তুমি এই পত্রে লিখিয়াছ যে, "ঈশ্বরের জ্ঞান শক্তি করুণা আমাদের অপেক্ষা কেবল অধিক নহে, প্রকারে ভিন্ন, ইহাতে এই বলা হয় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন পদার্থ। এক দিকে যেমন জীবাত্মা পরমাত্মা পৃথক, তেমনি আর এক দিকে পিতা পুত্রের ন্যায় পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য আছে। উভয় উভয়ের সখা। যেহেতু পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়েতেই জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব আছে। কিন্তু সেই উভয়ের জ্ঞান প্রেম, মঙ্গল ভাবের ভিন্নতা এই জন্য যে ঈশ্বরের যে জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব তাহা অকৃত-তাহা কাহারও দ্বারা কৃত নহে। জীবাত্মার যে জ্ঞান, প্রেম, মঙ্গল ভাব,

তাহা তাঁহার দ্বারা কৃত হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিতেছে। ব্রহ্মের সত্যস্বরূপ প্রকাশ করা আমাদের উভয়েরই উদ্দেশ্য। আমরা পরস্পর সহযোগী। আমার ভ্রান্তি হইলে তুমিও তাহা সংশোধন করিতে পার এবং তোমার ভ্রান্তি আমার বোধ হইলে, তাহাও সংশোধন করিবার আমার অধিকার আছে। ইহাতে ভয় কি? পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখিতে ভীত হইবে না। যেমন পূর্ব্বে তেমনি এখনও তাহা অকুতোভয়ে লিখিতে থাক। কিন্তু ইহাতে সাবধানতাও আবশ্যক। আমার শরীরের সংবাদ আর কি দিব? দিন দিন আমার শরীরের গ্রন্থি সকল, যন্ত্র সকল শিথিল হইতেছে। অমৃতধাম হইতে মধুর আহ্বান বার বার আমাকে ত্বরা করিতেছে। আমি সে আহ্বানে বধির নহি। ইতি

(৯২)

দেহরাদুন

১২ অগ্রহায়ণ ৫৩

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

তোমার পত্র পাইবার পূর্ব্বে মোহিনী মোহন এখান হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তুমি থিয়োসফিষ্টকে ভয় করিবে না। য়েহেতু ব্রাহ্মধর্ম্মের কেহ অনিষ্ট করিতে পারিবে না। থিয়োসফিষ্টের নিকট হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধে লাভেরও প্রত্যাশা করিবে না এবং প্রিয়তম ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে সাংসারিক লাভের জন্য ও স্বদেশের ঐহিক উন্নতির জন্যও থিয়সফিষ্টদিগের সহিত যোগ দিবে না।

"ইয়ার মফরোষ ব দুনিয়া।" ইতি।

কেবল পাঠক গণের কৌতূহল উদ্দীপন করিবার লোভ পরিত্যাগ করিতে না পারায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইহার উত্তরে রাজনারায়ণ বাবু মহর্ষিকে যাহা লিখেন এখানে তাহা প্রকাশ করিলাম। ইতি

প্রকাশক।

---

(৯৩)

দেওঘর

২৪ অগ্রহায়ণ ৫৩

পরম পূজনীয় মহাশয়েষু।—

প্রীতি পূর্ব্বক প্রণাম।—

নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় থিওসফিকেল সোসাইটির একজন সভ্য, কিন্তু কই এই জন্য সাধারণ সমাজের লোকেরা ত তাঁহাকে সংসারাসক্ত বলিতেছে না। বরং উল্টে তাঁহাকে প্রচারক পদে অভিষিক্ত করিতে যাইতেছে। আর আমার ঐ সোসাইটির সঙ্গে অতি অল্প মাত্র সংস্রব ছিল, এক হিসাবে কিছুই ছিল না বলিলে হয়, যেহেতু আমি উহার সভ্য নহি, আর আপনি অনায়াসে আমাকে অত বড় কথাটা বলিলেন যে, প্রিয়তম ঈশ্বরকে সংসার জন্য আমি বিক্রয় করিয়াছি। আপনার শেষ পত্র পাওয়া পর্য্যন্ত নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকরণে কাল যাপন করিতেছি। ইতি।

প্রণতঃ

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

---

(৯৪)

প্রীতিপূর্ব্বক নমস্কার—

নগেন্দ্রই হউন, আর যিনিই হউন, তাঁহারদের প্রতি আমার এই অকাট্য কথা যে, নয় ঈশ্বরের সংসর্গ ছাড়, নয় নাস্তিকের সংসর্গ ছাড়—ইহার আর মধ্য পথ নাই। তবে আমার এই বাক্য অনুসারে চলা বা না চলা—তাঁহারদের ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধার উপরে নির্ভর। তুমি আর অধীর হইও না। আমাকে ক্ষমা কর। ইতি

শ্রী দেঃ নাঃ ঠাকুর।

---

(৯৫)

"The Essential Religion by Rajnarain Bosu"

এই শীর্ষক প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ছাপাইবার অনুমতি প্রার্থনা করায়, প্রবন্ধ গাত্রে মহর্ষির মন্তব্য—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ং আত্মা"। এমন প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্মের বেড়া ভেঙ্গে দিলে যদি ঐ ধর্ম্মের উপকার হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৌত্তলিকদের ধর্ম্মের সঙ্গে সমান আসন দিলে, যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চতা রক্ষা হয়, যদি নাস্তিকদিগকেও আদর দিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব ও পবিত্রতা থাকে, তবে ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ করিয়া পত্রিকার মুখ উজ্জ্বল করিবেন।

মসূরী ৬ পৌষ ৫৩

শ্রী দেঃ নাঃ ঠাকুর।

---

(৯৬)

ঐ প্রবন্ধে যেখানে লেখা আছে যে, We should tolerate even atheistic sceptical religiovs such as Buddhism if they support the love of manor, morality,one of the two grand constituents of religion, the other constituent being love of God but atheism confind with immorality, to be abhorred. ইহার উপরে তাঁহার লিখিত মন্তব্য ;—

এ নাস্তিকতা—ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম থাকিতে
পারে না। ইহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ছাপাইলে
পত্রিকার কলঙ্ক হইবে। এমন কথা এ পর্য্যন্ত তোমার
কলমে আসে নাই এবং পত্রিকাতেও উঠে নাই.
অতএব এইটা বাদ দিবে। শ্রী দেঃ নাঃ ঠাকুর।

(৯৭)

উক্ত প্রবন্ধ সংশোধিত হইয়া পুনরায় মহর্ষির দৃষ্টির জন্য আসিলে তিনি মন্তব্য লিখিলেন—

নাস্তিকতাকে ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা আদর ও
প্রশ্রয় দিতে পারে না, অতএব নাস্তিকতা তত্ত্ববোধিনী
পত্রিকাতে প্রকাশের অযোগ্য।

শ্রী দেঃ নাঃ ঠাকুর।
২৯ পৌষ ৫৩

(৯৮)

চন্দন নগর

২৯ চৈত্র ৫৫

প্রীতি পূর্ব্বক নমস্কার—

ঋগ্বেদের ঋষির কি হৃদয়ের টান—ঈশ্বরের প্রতি কি অটল অনুরাগ। "নহিত্বদারে নিমিষশ্চনেষে"। তোমা হইতে দূরে এক নিমেষ মাত্রও থাকিতে পারি না। যজুর্ব্বেদেও এইরূপ টানের কথা আছে, "যউদরমন্তরং কুরুতে অথতস্যভয়ং ভবতি"। যে আপনা হইতে তাঁহাকে অল্পও অন্তর করে, তাহার ভয় হয়। ইহাঁরা গৌণ মুক্তির পক্ষপাতী নহেন—ইহাঁরা এক নিমেষও ইহাঁকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহেন না এবং থাকিতে পারেন না। ইতি।

স্বর্গীয় বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণস্থ বেহালা গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে ১৭৫৬শক ১লা অগ্রহায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মকাল তাঁহার ঐ মাতুলালয়েই কাটিয়া যায়। স্থানীয় পাঠশালায় পাঠ সমাপনান্তে ভবানীপুর মিশনরি স্কুলে উচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পরিশেষে তিনি কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় ১৭৭৭ শকে উত্তীর্ণ হয়েন। পরে বলুহাটী গরলগাছা নামক স্থানের ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বিদ্যালয়টি উত্তর পাড়ার জমিদার স্বর্গীয় জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্থাপিত ছিল। উক্ত জমিদার বাবু কোন ফৌজদারি মোকর্দ্দমায় পতিত হইলে একমাত্র বেচারাম বাবু ও তাঁহার অন্য একজন সহচর প্রভূত প্রলোভন তুচ্ছ

করিয়া নির্ভীক ভাবে রাজদ্বারে জয়কৃষ্ণ বাবুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাঁহার তৎকালিক সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া জনসাধারণ চমকিত হইলেন। ঐস্থানে শিক্ষকতা করা নিরাপদ নহে বিবেচনা করিয়া তিনি তথা হইতে আসিয়া রেলওয়ে সংক্রান্ত অফিসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন। পঠদ্দশা হইতেই ব্রাহ্মসমাজের উপর তাঁহার অনুরাগ জন্মে। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত এখনও জীবিত বর্ষীয়ান শ্রদ্ধেয় শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে তিনি সর্ব্বপ্রথমে ব্রাহ্মসমাজের ও তাহার মতামতের সন্ধান পান। তিনি বেচারাম বাবুকে পরম উৎসাহী চরিত্রবান ও সুপণ্ডিত দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দান করিবার জন্য, তাঁহাকে প্রথম অবস্থায় বিলক্ষণ উৎসাহ দিতেন এবং মহর্ষিদেবের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। মহর্ষিদেবের লোক-চরিত্রাভিজ্ঞতা অলৌকিক ও আশ্চর্য্যরূপ ছিল। চুম্বকের ন্যায় যেমন তিনি অপরকে আকর্ষণ করিতে পারিতেন, তেমনি কাহার দ্বারা কোন্ কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে, দুই চারিদিনের আলাপে তাহা সহজে বুঝিতে পারিতেন। বেচারাম বাবু যখন মহর্ষির সহিত মিলিত হয়েন তখন কেশব বাবু ও তাঁহার দলস্থ কেহ আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন নাই। শিক্ষকতা কালেই বেচারাম বাবু সঙ্গীত রচনা করিতেন, অচিরেই তাহা সঙ্গীত মুক্তাবলী নামে প্রকাশিত হইল। তাঁহার রচিত সঙ্গীত চারিখণ্ডে সমাপ্ত। ঐ সঙ্গীতের মধ্যে অনেকগুলি সাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত। ক্রমে তাঁহার 'গৃহকর্ম্ম, কুমার-শিক্ষা,' 'ধর্ম্মদীক্ষা,' 'স্তোত্রমালা,' 'বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা,' 'প্রশ্নমঞ্জরী,' 'প্রভাতকুসুম' শ্যামাচরণ সরকারের 'জীবনচরিত' মুদ্রিত হয়। তাঁহার রচিত 'গৃহকর্ম্ম' কয়েক বৎসর ধরিয়া পূর্ব্ববঙ্গের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বেচারাম বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের সময় হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে লিখিতে আরম্ভ করেন। মৃত্যুপর্য্যন্ত অকাতরে বিবিধ বিষয়ক প্রস্তাব তাঁহার লেখনী হইতে বাহির হইয়া পত্রিকায় স্থান পাইয়াছে। কিয়দ্দিবসের জন্য তিনি ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষার উপরে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। তাঁহার বক্তৃতার শক্তি সকলকে চমকিত করিত। বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় তাঁহার মত বক্তৃতা করিবার শক্তি সে সময় অল্প লোকেরই ছিল। কেবল মাত্র বক্তৃতা দান করিবার জন্য তিনি অনেকানেক সভায় আহুত হইতেন। আদিব্রাহ্মসমাজের সেবায় তিনি জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজের সেবায় তাঁহার জীবনের ২৮।২৯ বৎসর কাটিয়াছে। মহর্ষিদেবের আহ্বানে তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্মসমাজে মিলিত হয়েন এবং ব্যাপক কাল ধরিয়া আমৃত্যু ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা লিখন, পঠন, সকল কার্য্যেই যুক্ত ছিলেন। মিউটিনির পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার যোগ, তাঁহার উৎসাহে বেহালা ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি নিয়মিতরূপে আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভবানীপুর, নেবুতলা (এক্ষণে উঠিয়া গিয়াছে) ও বেহালা ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনা করিতেন। এবং মহেশতলা, খিদিরপুর, বালিগঞ্জ, শ্যামবাজার, ধর্ম্মপুর, বলুহাটী, কালনা, শান্তিপুর, বহরমপুর, হুগলী, মহেশপুর ব্রাহ্মসমাজের মাসিক ও বার্ষিক উপাসনা ও উৎসব কার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন। তাঁহারই এক মাত্র উৎসাহে ঐ সকল ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অনেক গুলির প্রতিষ্ঠা এবং তাঁহার মত লোকের অভাবে অনেক গুলির অস্তিত্ব এক্ষণে বিলুপ্ত। মহর্ষিদেব তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহার ওজস্বিতা সকলকে

চমৎকৃত করিত, তাঁহার উৎসাহ সকলকে বীর্য্যবান্ করিত। তাঁহার নিরতিশয় চেষ্টায় বেহালা গ্রামের নানা বিষয়িনী শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। তাঁহার উদ্যমে বেহালা বঙ্গ বিদ্যালয়ের ব্যবহার জন্য সুপ্রশস্ত অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তাঁহার দেহান্ত ঘটিয়াছে কিন্তু তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি বেহালা ব্রাহ্মসমাজ এখনও দূর দূরান্তরের বহুলোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করে। যে সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্য ভাবে মিলিত হয়েন, তখন ব্রাহ্ম সমাজের নামে অনেকে ভয়ে কম্পিত হইতেন। তিনি যখন গ্রন্থ ও সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করেন তখন ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের নিতান্তই অসদ্ভাব ছিল।

দারুণ পৃষ্ঠ-ব্রণ রোগে ১৮০৮ শকের ১৮ই ভাদ্রে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার দেহে যেরূপ অপরিমিত বল ছিল, মনে সেইরূপ অসামান্য ওজস্বিতা ছিল, তাঁহার মত তেজিয়ান পুরুষ অল্পই দেখা যায়। তাঁহার অভাবে ব্রাহ্মসমাজ বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। মৃত্যু অন্তে তাঁহার পুত্রগণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার পৈত্রিক যোগ অবিচ্ছেদে রক্ষা করিতেছেন।

মহর্ষিদেবের বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রাবলী।

(৯৯)

ওঁ

মেদিনীপুর
১১ভাদ্র ১৭৮৪শক

পরম প্রিয় দর্শনেষু

অসংখ্য নমস্কারা আশীর্ব্বাদাঃসন্তু—

তোমার স্নেহপূর্ণ পত্র প্রাপ্ত হইয়া অবগত হইলাম। এক্ষণে অনেকের হৃদয় ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল হইতেছে। অনেকেরই রসনা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছে; ইহাতে আর আমাদের আনন্দের সীমা কি? এখন, আমারদের নিত্যই মহোৎসব। "সব সুহৃদে মিলে ডাকি সথারে", এতে আনন্দের সীমা কি? মেদিনীপুরেও ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির লক্ষণ সর্ব্বত্র আভাস দিতেছে। এখানে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে একটি প্রণয়বন্ধন দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর বাবু এইক্ষণে কৃষ্ণনগরে আছেন। আমি তাঁহাকে শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মধর্ম্মেতে যে অনুরাগ তাহা জ্ঞাপন করিয়াছি, এবং তাঁহাকে কৃষ্ণনগরের ব্রাহ্ম-সমাজের অধ্যেতার কর্ম্মের ভার দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। তিনিও তথাকার অধ্যক্ষদিগের নিকটে সে বিষয়ের প্রস্তাব করিয়াছেন। তুমি অপরাজিতচিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম যে পালন করিতেছ এবং সুস্নিগ্ধ সরল ও বিনয় বাক্যে ব্রাহ্মদিগের মন যে আকর্ষণ করিতেছ, ইহাতে তোমার সাধু কামনা সকল সুসিদ্ধ হইবে ও ঈশ্বরপ্রসাদে তোমার

জয়লাভ হইবে। সে গৃহ হস্তগত হইতে কতটাকার প্রয়োজন হইবে, আমাকে অচিরাৎ জানাইবে। এ বিষয় সমাধা করিতে শৈথিল্য করিও না, পূজার মধ্যে যাহাতে ইহার শেষ হইয়া যায় এমন মনোযোগ করিবে। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু তোমাকে নমস্কার দিতে আমাকে অনুরোধ করিতেছেন। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

---

(১০০)

কাশ্মীর

৩০ অগ্রহায়ণ ১৭৮৪ শক

পরম স্নেহাস্পদেষু—

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু—

এখানে তোমার হৃদয় প্রফুল্লকর পত্র পাইয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম। আমরা এখানে শরীরের দাস হইয়া কি বিপাকেই পড়িয়াছি। যিনি "অকায়মব্রণমস্নাবিরং" তাঁহাকে আমরা শরীরী হইয়া নিয়ত হৃদয়ে কি প্রকারে ধারণ করিয়া রাখিব? "চাহি সদা তাঁহার সঙ্গে থাকি, কেমন মোহ আসি ফিরায় সে মন"। আমি রোগের সময়েও দেখিয়াছি যে, যতক্ষণ তুমি আমার নিকটে বসিয়া থাক, ততক্ষণ আমি শীতল থাকি। আমি তো এইক্ষণে ক্রমে ক্রমে সবল হইয়া উঠিতেছি। যতক্ষণ না আমি পূর্ব্ববৎ আপনার ইচ্ছানু-সারে তাহার ব্যবহারে নিযুক্ত হইতে পারি, ততক্ষণ আপনার শরীরকে সুস্থ মনে করিতে পারিব না। তোমার শরীরের প্রতি যেমন যত্ন করা আবশ্যক, তাহা তুমি করিতেছ না। এজন্য আমি উদ্বিগ্ন আছি। তুমি যদি তোমার শরীরের পোষণের ভার আমাকে দেও

এবং তোমার আত্মাকে অহরহ সেই তাঁহার মহিমা প্রচারের জন্য নিযুক্ত রাখ, তাহা হইলে তোমার যে জন্য পৃথিবীতে আসা সে কর্ম্ম অনেক সফল হয়। সংসারের কর্ম্ম অনেকেই করিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত সাধু লোক, তোমার সমান সহস্রের মধ্যে একজনও পাওয়া যায় না। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(১০১)

ওঁ

নৈনান ৩ ফাল্গুণ

শনিবার ১৭৮৪ শক

প্রীতি ভাজনেষু—

মনের সহিত আশীস্ এই যে সংসার পারে নির্ব্বিঘ্ন হউক। তোমার পত্র পাইয়া রোমাঞ্চিত হইলাম। আমরা এই নৈনানের উদ্যানের বৃক্ষচ্ছায়া পরিবেষ্টিত হইয়া ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করিতে করিতে এই সুখের প্রাতঃকাল অতিবাহিত করিতেছি। ইহারই মধ্যে তোমার উৎফুল্ল নয়ন ও প্রসন্ন মূর্ত্তি ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে তোমার হৃদয়ের প্রেমবাসিত পত্র আমার হস্তে পতিত হইল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তিনি তাঁহার অকিঞ্চন ভক্তদিগের সাধুকামনা পূর্ণ করিতে কিছুই বিলম্ব করেন না। কালকার মাসিক সমাজে তোমাকে চাই, আমরা একত্র ও একাসীন হইয়া হৃদয় নাথের পূজা করিব

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(১০২)

ওঁ

নৈনান

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৫

প্রিয়দর্শনেষু

আশীস এই যে সংসারপারে নির্ব্বিঘ্ন হউক—

বহুদূরের পথ হেতু কোন্নগরে সে দিবস তোমার যাওয়া ঘটে নাই। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস ও শীতল ও শ্রীনাথ বাবুরা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তথাকার সমাজে সে দিন উপাসনা করিয়া বোধ হয় তাঁহারা বিশেষ তৃপ্ত হইয়া ছিলেন। সেই নূতন দালানে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু অতি শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমারদের সহিত একহৃদয়ে, ঈশ্বরের উপাসনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুর অনুষ্ঠানে ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং শুভকার্য্যেতে অনুরাগ বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। কোন্নগরে তাঁহার আবাস স্থানে তাঁহার পিতৃপুরুষের নিকেতনে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করা তাঁহার জীবনের সঙ্কল্প। তিনি আমাকে সেদিন তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়ে বলিলেন, যে কেবল পরব্রহ্মের উপাসনার নিমিত্তে আমি এই দালান নির্ম্মাণ করিয়াছি। সপরিবারে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ হইল। তিনি অতি শান্ত, গম্ভীর ও বিনীত স্বভাব, তাঁহাকে দেখিলে আমি বড় প্রীতি পাই। এখান হইতে সেদিন কোন্নগরে যাইতে সমস্ত দিবস গত হইল। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুর ঘাটের অনতি দূরে নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল, সে আর এগোতে পারে না, পিছুতেও পারে না। সেখানে আমরা প্রায় দুই ঘণ্টা কাল বদ্ধ হইয়া রহিলাম। নানা

কষ্টে বেলা অবসান হইলে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবুর আলয়ে উপস্থিত হইলাম। ক্রমে সে পল্লীগ্রামের শীতল ছায়া হইতে সেদিনকার দশমীর চন্দ্রের কিরণ প্রতিভাত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মদিগের হৃদয় হইতে উৎসাহ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সেই নূতন উপাসনা মণ্ডপ বর্ত্তিকার আলোকে প্রদীপ্ত হইল এবং সাধু ব্রাহ্মদিগের সমাগমদ্বারা তাহা অলঙ্কৃত হইল। বেদীতে আচার্য্যেরা আসন গ্রহণ করিলে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু একটি লিখিত প্রস্তাব পাঠ করিলেন, এবং তথাকার ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের সংবাদ সকলকে অবগত করিলেন। উদ্বোধনের পর সঙ্গীত আরম্ভ হইল এবং উৎসাহ অগ্নি উপাসনা মণ্ডপের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল। উপাসনা কিছু দীর্ঘকাল হইয়াছিল। কিন্তু উৎসাহেতে সে কালের দীর্ঘতা কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। পরে তত রাত্রিতে শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বাবু আমারদিগের আহার করাইলেন এবং প্যারী বাবুর সমভিব্যাহারে আমারদিগের নৌকাতে ফিরিয়া আইলাম। এ উদ্যানে আসিতে প্রভাত হইয়া গেল। আমি একাকী সেই নৌকার ছাদের উপর বসিয়া দশমীর চন্দ্রের অস্তমিত মহিমা দেখিয়া অনন্তের মহিমা অনুভব করিতেছিলাম।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

(১০৩)

ওঁ

শ্রীরামপুর

১১ভাদ্র ১৭৮৫শক

প্রীতিভাজনেষু

নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

আমি সে দিনে তোমাকে দ্বিজেন্দ্রের নিকটে রাখিয়া এস্থানে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছি। তোমার বেহালার ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য বোধ হয় সুন্দররূপে চলিতেছে। তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য তোমার সকল সময় দিবার যে মানস করিয়াছ, ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা যে, তিনি তোমার সেই মানসপূর্ণ করুন। তুমি প্রচারের কার্য্যে দণ্ডায়মান হইলে দেখিবে যে, রাশি রাশি বিঘ্ন বিপত্তি দূরীভূত হইবে। তোমার তখন জ্ঞান প্রস্ফুটিত চক্ষু হইতে, তোমার মধুময় রসনা হইতে, সত্য জ্যোতি বিকীর্ণ হইবে; তখন এ দেশের অন্ধকার আলোকে পূর্ণ হইবে। আমি জানি তোমার নিঃস্বার্থ প্রীতি তোমার আত্মার অবলম্বন। যদি তোমার সেই নিঃস্বার্থ ভাবে কেহ দোষারোপ করে, সেই ভয়েই তুমি ভীত রহিয়াছ। এও এক প্রকার লৌকিক ভয়, তুমি যখন সেই অভয়ের শরণাপন্ন হইয়াছ, তখন তোমার ভয় কি? "কি ভয় লোক ভয়ে" সাংসারিক তোমাকে যে যাহা বলুক, তুমি নিন্দাস্তুতিতে সমান থাকিয়া, সত্যকে আশ্রয় করিয়া, সত্যের পথে চল। তোমাকে বুদ্ধিবলে কেহ নিরস্ত করিতে পারিবে না, তোমাকে ধনবলে কেহ পরাস্ত করিতে পারিবে না, তুমি তর্ক সংগ্রামের—বিষয় কোলাহলের—উপরি রাজ্যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ। সেই অধিকার

স্বীকার করিয়া তোমার আত্মা মন প্রাণকে পরিতৃপ্ত কর।. শত শত ব্রাহ্মেরা তোমাকে প্রীতি আলিঙ্গন করিতে হস্ত প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছে, তুমি অন্ধকার আগারে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছ বলিয়া তাহারা বিষণ্ণ ও ব্যাকুলিত হইয়া রহিয়াছে। আর কতদিন তুমি আমারদের আশাকে অপূর্ণ রাখিবে। অসুরেরা চতুর্দ্দিকে স্পর্দ্ধা করিয়া বেড়াই-তেছে। আমাদের এমন ভারতভূমি রাক্ষস ভূমির ন্যায় হইয়া যাই-তেছে, আর কতদিনে তুমি অসুরদিগের অত্যাচার হইতে এই ভারত ভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইবে। আর কতকাল, বিলম্ব সহ্য হয় না। উঠ দণ্ডায়মান হও। তোমার রসনাকে উন্মুক্ত কর। সত্যের জ্যোতিতে চতুর্দ্দিকে উজ্জ্বল কর। সত্যের জয়ে তুমি জয়যুক্ত হও। তোমার মানের অভিলাষ নাই, তোমার প্রভুত্বের অভিলাষ নাই, তুমি কেবল এক প্রীতির ভিখারী। তুমি বিষয়ের দুঃখ জানিয়াছ, বিষয়ীর উপাসনা চাও না, কেবল এক সত্যের উপাসনা চাও। তবে কেন সত্যের সহচর অনুচর হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান না হও, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ না হও। জননী, পিতা, লোক, সুত, বনিতা কেহ কাহাকেও ধরিয়া রাখিতে পারে না। আর কাম্যকর্ম্ম তোমার কর্ম্ম নহে। তোমার কর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। এই আমার বাক্য, এই আমার প্রত্যয়, এই আমার বিশ্বাস। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

(১০৪)

ওঁ

২১পৌষ

১৭৮৫শক

প্রীতি ভাজনেষু

নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

২৭ অগ্রহায়ণ হইতে ৬পৌষ রবিবার পর্য্যন্ত তোমার প্রেরিত কার্য্যবিবরণ পাঠকরিয়াই আহ্লাদিত হইলাম। তুমি যে প্রকার ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বাসনা করিয়াছ, তাহার পূর্ব্বভাগ অরুণোদয়ের-ন্যায় অনুভব করিয়া নূতন উৎসাহ প্রাপ্ত হইতেছি! আমার হৃদ্গত একটি অপূর্ব্ব প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, তোমার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম জীবন, যৌবন, শ্রী প্রাপ্ত হইবে। ঈশ্বরের কৃপাতে আমি স্বহস্তে তোমাকে বৃক্ষরূপে ব্রহ্মক্ষেত্রে রোপণ করিয়াছি, তোমার অন্তর্গত মধুময় রস প্রবাহ ফলফুল প্রসব করিয়া ভয়াবহ সংসার তিতিক্ষু পথিক দিগের শান্তিজনক কল্যাণকর উপজীবিকা হউক। তুমি উদারভাবে প্রীতির সহিত যে ব্রত চিরজীবনের জন্য ধারণ করিয়াছ, ঈশ্বর তাহাতে উৎসাহ বারি চিরদিন সিঞ্চন করিতে থাকুন। শুদ্ধভাবে চিরবাঞ্ছিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে তোমার আত্মাতে যেমন আনন্দ হইবে, আমার আত্মাতে সেই পরিমাণে সেই আনন্দের প্রতিভাত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। ষোড়শ বর্ষ বয়স্ক বালকদিগের সঙ্গে শ্যামবাজারে ২৭ অগ্রহায়ণ ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছ এবং তাহাদের এক-জনের পিতার নিকট হইতে উৎসাহও লাভ করিয়াছ। ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়।

তোমার হৃদয়ের ধন বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অতীব কুতূহলাক্রান্ত হইলাম। তথাকার বালক-বিদ্যালয় হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি অনেক আশা হইতে পারে। বলুহাটীতে তোমার মধ্যে মধ্যে যাওয়া অতি আবশ্যক।

সকল ব্রাহ্মসমাজ হইতে পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করিবার যে সংকল্প করিয়াছ, তাহা অতি সৎ; অতএব তাহার সিদ্ধির জন্য যত্ন করিবে।

তোমার কার্য্যের বিশেষ বিবরণ মাসে মাসে আমাকে অবগত করিলে আমি আপ্যায়িত হইব।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা

---

(১০৫)

ওঁ

কুষ্টিয়া

সিলাইদহ ১০ কার্ত্তিক ১৭৮৮ শক্

প্রীতিভাজনেষু

সাদর নমস্কার বহবঃসন্তু—

প্রতি সপ্তাহেই তোমার পত্র নিয়মিতরূপে প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ের আনন্দের সহিত ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধীয় সকল সংবাদ জ্ঞাত হইতেছি। ঈশ্বর তোমাকে কুশলে রাখুন।

ঈশ্বর তোমার জিহ্বাতে সত্য ও হৃদয়ে মঙ্গলভাব প্রেরণ করিয়া ব্রাহ্মদিগকে কৃতার্থ করিতেছেন। তোমাকেও তিনি তোমার পুণ্য-ভাবের উপর অজস্র পুরস্কার বিতরণ করিতেছেন। পূর্ব্বকালের

ঋষিদিগের উপনিষদের বাক্য আমার একটি স্মরণ হইতেছে, তাহা তোমার জীবনে ফলিত দেখিতেছি। "য এবং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি" যে এ প্রকার জানে সে প্রতিষ্ঠাবান হয়, "অন্নবানন্নাদো ভবতি" অন্নবান হইয়া অন্নভোক্তা হয়—"মহান্ ভবতি প্রজয়া পশুভির্ব্রহ্ম-বর্চ্চসেন মহান্ কীর্ত্ত্যা"-পুত্রঃ দ্বারা, পশুদ্বারা ব্রহ্মতেজ দ্বারা, সে মহান্ হয়, কীর্ত্তি দ্বারা সে মহান্ হয়। পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা—ঈশ্বরকে জানিয়া তোমার এই সকল ঐশ্বর্য্য হইয়াছে। আরো তুমি অন্নবান্ হইয়া, অন্নভোক্তা হইয়া, প্রজা দ্বারা, পশু দ্বারা ব্রহ্মতেজ দ্বারা, কীর্ত্তি দ্বারা মহান্ হও—ঈশ্বরে তুমি প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রতিষ্ঠাবান হও।

হিন্দিতে আর একটি কথা বলি, শুন—"জো প্রেমরস চাখা নহি রো রো মুয়া তো ক্যা হুয়া" যে ব্যক্তি প্রেমরস আস্বাদন করে নাই, সে যদি কেন্দে কেন্দে মরিয়া যায়—তো কি হয়? ঈশ্বরের প্রেমরস না পাইয়া পর্য্যটক হইয়া, কেবল ভিক্ষা দ্বারা জীবন পোষণ করিলে, দুঃখে চক্ষুর অশ্রু দ্বারা বস্ত্রাঞ্চল ভিজাইলে, হাহারব করিয়া মরিয়া গেলে কি ফল? যাহার জন্য পর্য্যটন করা, যাহার জন্য দুঃখ পাওয়া, যাহার জন্য অশ্রুজলবিসর্জ্জন দেওয়া, যাহার জন্য মরিয়া যাওয়া তাহার প্রতি তো তার লক্ষ্য হইল না। এ লক্ষ্য হইলে কি হইবে যে কেবল ভিক্ষা দ্বারা জীবন ধারণ করা যায়, অতএব কেবল ভিক্ষা করিয়াই বেড়াই! এ কি নিস্ফল প্রতিজ্ঞা যে "না বুনিয়া না কাটিয়া" আহার করিতে হইবে। যাহার হৃদয়ভাণ্ডারে প্রেমরস সঞ্চিত হয় নাই, সে আবার অন্যকে তাহা কি প্রকারে কোথা হইতে বিতরণ করিবে—যে আপনি প্রেমরসে আর্দ্র হইয়াছে, সেই অন্যকে আকর্ষণকরিতে পারে। শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর বাবু গত মাসিক সমাজে তোমার বক্তৃতা শুনিয়া আমার নিকটে তাহাতে তাঁহার মনের সন্তোষ ব্যক্ত করিয়াছেন।

তোমার অপরিচিত একজন ব্যক্তি আমাকে বলিল যে, ১১ মাঘের প্রাতঃকালের উপাসনাতে তোমার বক্তৃতা শুনিয়া তাহার অশ্রুপাত হইয়াছে। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মা।

---

(১০৬)

ওঁ

শিলাইদহ ১ বৈশাখ ১৭৮৬ শক্

প্রীতিভাজন—

অদ্য বৎসরের প্রথম দিন! ঈশ্বরের শাসনে অদ্যকার নূতন সূর্য্য অরুণ-প্রকাশ মধ্যে উদয় হইয়া সকলের হৃদয়কে প্রফুল্ল করিল। অদ্য প্রাতে পদ্মা নদীতে স্নান করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি, এইক্ষণে সুশীতল প্রাতঃ সমীরণে স্নিগ্ধ হইতেছি এবং তোমাকে স্মরণ করিয়া—বিমল আনন্দ অনুভব করিতেছি। হাঃ ঈশ্বরের কি করুণা। তিনি তোমাকে গতবৎসরে আপনার নয়নের উপরে রাখিয়া তোমার শরীর মন আত্মাকে নানা বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এ বৎসরেও তিনি তোমাকে সেই প্রকারে রক্ষা করুন। তিনি তোমাকে দেখা দিয়া তোমার আত্মাকে পবিত্র ও উন্নত করুন। তোমার মনকে সরল-ভাবে সাধুভাবে অলঙ্কৃত করুন। সংসারের পাপ তাপ যেন তোমাকে স্পর্শ না করে, তোমার সরলভাব যেন সংসারের কুটিলতাকে অতিক্রম করে। তোমার শান্তি হউক, স্বস্তি হউক, মঙ্গল হউক, তোমার সাহায্যে আমার শুভসংকল্প সিদ্ধ হউক।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মা।

(১০৭)

কলিকাতা
১৭৮৬ শক, ২৫ আষাঢ়

প্রীতিভাজনেষু নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

তোমার ২৩ আষাঢ়ের পত্র প্রাপ্ত হইলাম। রাজসাহায্যে আমাদের ধর্ম্মে উন্নতির আশা কখনই করিতে পারি না। আমরা আপনারা স্বাধীনভাবে ধর্ম্মপ্রচারের উপায় না করিলে আর নিস্তার নাই। অবোধ গ্রাম্য লোককে এইক্ষণে খৃষ্টানেরা মোহজালে আচ্ছন্ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। তুমি একাকী বেহালাতে থাকিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছ, তথাকার ভদ্রলোকেরা ভাবি বিপদের প্রতি কিছুমাত্র শঙ্কিত নহেন। তাঁহারদের যত ভয় হিতৈষী ব্রাহ্মদল হইতে, কি আশ্চর্য্য! হরিসভা সম্পাদক কি করিতেছেন? তিনি কি খৃষ্টানদিগের অত্যাচার নিবারণের জন্য কোনই চেষ্টা কারতেছেন না। তাঁহাকে ত জাগ্রত করিয়া দেওয়া উচিত। ভদ্র পরিবারের মধ্যে খৃষ্টান দিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া, আপনার শিরে আপনি গঙ্গাঘাত করা সমান। তুমি সেই ভদ্র পরিবারের কর্ত্তাদিগকে এ বিষয়ে চেতন করিয়া দিতে পারিলে অনেক মঙ্গল হয়। তুমি ত তবু বেহালাতে বসিয়া খ্রীষ্টানদিগের আক্রমণের প্রতিবিধান করিতে চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু আর আর পল্লীগ্রামের দশা কি হইতেছে। সেখানে খ্রীষ্টানদিগের প্রতিকূলে একটি শব্দমাত্রও বোধ হয় বিনির্গত হয় না। সংবাদ পাইলাম যে, রাজপুরেও খ্রীষ্টানেরা প্রবেশ করিয়াছে। এইক্ষণে খৃষ্টানেরা নগরের প্রতি নিরাশ হইয়া পল্লীগ্রামের অবোধ ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মপথে কণ্টক দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ঈশ্বর কখন অসত্যের জয় বিধান করিবেন না, এই আশার উপর নির্ভর করিয়া সাধ্যমত যত্ন কর, অবশ্যই তুমি কৃতার্থ হইবে। পাবনাতে যাইতে না পারিয়া আমাকে তাহা জানাইয়াছ। এই বর্ষাকালে অসময়ে সংবাদ পাইয়া পদ্মানদী পার হইয়া, পাবনা যাওয়া অসাধ্য ব্যাপার তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে তোমাকে সাম্বৎসরিক সমাজের দিন নির্ণয় করিয়া হরিশ বাবুর লেখা উচিত ছিল। আমাকেও তথায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সংক্ষেপ কাল প্রযুক্ত আমিও তথায় যাইতে পারিনাই।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মণঃ।

---

(১০৮)

ওঁ

পাবনা।

সাহাজাদপুর ১৬ মাঘ ১৭৮৮ শক

প্রীতিভাজনেষু

সাদর নমস্কারবহবঃসন্তু—

তোমার ১২ মাঘের সুললিত মনোরম দীর্ঘপত্র প্রাপ্ত হইয়া হৃদয় মন অতীব প্রফুল্ল হইল। ১১ মাঘের উৎসাহ অগ্নিতে তোমার মন এখনো প্রদীপ্ত রহিয়াছে, তোমার অগ্নিময় বাক্যে সে দিন কত মন পবিত্র হইয়াছে, বলা যায় না। তোমার পত্রে এখনও সেই উৎসাহ অগ্নি দীপ্তি পাইতেছে। তোমার এই পত্র পাঠে আমি যেন ১১ মাঘের সূর্য্যোদয় অবধি গোকুলকৃষ্ণ বাবুর শয়ন পর্য্যন্ত সমুদয় বিবরণ প্রত্যক্ষ করিলাম। ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী

করিয়া তোমার শরীর মনকে সুস্থ রাখুন, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মধুর পবিত্র ভাব অনেকের হৃদগত হইয়া বঙ্গদেশকে সজীব করিবে। তোমরাইত আমার জ্যোতি, তোমারদের প্রকাশেই আমার প্রকাশ। নতুবা এই সংসারে এইক্ষণে আমার আর কি আছে। ঈশ্বর ব্যতীত তোমারদের ব্যতীত আমার আর কে আছে। তোমরা পটু যুবাপুরুষ—বিদ্যাবিনয়ে সুসম্পন্ন—তোমাদিগকে পাইয়া আর ভাবনা কি? আমার সাধুইচ্ছা-মান-সম্ভ্রম তোমরা সকলই রক্ষা করিবে, আমার দুর্ব্বলতা তোমাদের বল প্রভাবে কেহ জানিতে পারিবে না। এইক্ষণে তোমরাই আমার বন্ধুবর্গ; আর অধিক কি বলিব? উত্তরপাড়া প্রভৃতি হইতে কতকগুলি কৃত-বিদ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছিল, সেটি বড় ভাল হইয়াছে। তাঁহাদের অন্তরে কোমলতা সঞ্চার করিয়া দিয়া ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব প্রকাশ করার এই একমাত্র উপায়।

আমি এখানে ১১ মাঘের উৎসবের দিবস একাকী উপাসনা না করিয়া, এখানকার আমার ভদ্রপ্রজাদিগকে আহ্বান করিয়া একত্র উপাসনা করিয়াছিলাম। তাহাতে আশ্চর্য্য নূতন প্রকার আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম। এই সাহাজাদপুর ঘোর পল্লীগ্রাম, এখানে সায়ংকালে যে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল, তাহাতে ৩০০।৪০০ ভদ্রলোক একত্র হইয়াছিল। এখানে কেবল যুবকেরা আইসে নাই—প্রধান বৃদ্ধদিগেরও সমাগম হইয়াছিল। বেদীতে বসিয়া একাকী আমা-কেই উদ্বোধন অবধি "সনোবুদ্ধ্যা শুভয়াসংযুনক্তু" পর্য্যন্ত সকলই পাঠ করিতে হইয়াছিল। তোমারদের কাহারও এখানে সাহায্যের অভাবে আমি নিতান্তই শ্রান্ত হইয়া, পড়িয়াছিলাম। এখানকার উপা-সনা-গৃহও দীপান্বিত হইয়াছিল। এবং এই গৃহের ভিতরে বাহিরে

লোকে পরিপূর্ণ, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এখানেও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া উপাসনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোজনে ও সায়ং-কালে উপাসনার পর জলপানে শতাবধি লোক হইয়াছিল এবং ১৫০০।২০০০ কাঙ্গালির ভোজন হইরাছিল। যাঁহারা এখানে এই উৎসবে আসিয়া উপাসনা করিয়াছিলেন, বোধ হয় ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহা-রদেরা কিছু না কিছু উপকার হইয়া থাকিবে। ১১ মাঘের আমার আলিঙ্গন ও আঁশীস, গ্রহণ কর।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মা।

---

(১০৯)

ওঁ

ধর্ম্মশালা।

১ বৈশাখ ১৭৯২ শক

নমঃ শম্ভবায় চ ময়োভবায়, নমঃ শঙ্করায় চ ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

প্রীতিভাজনেষু—

অদ্য নববর্ষের প্রথমদিনে তোমাকে সমালিঙ্গন করিয়া নমস্কার করিতেছি। তোমার প্রতি আমার মনের প্রীতি ও আদর গ্রহণ কর ও এই ১৭৯২ শকেও এই দেহ পিঞ্জর মধ্যে থাকিয়াও এই ভূলোক হইতে তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি, এইই আশ্চর্য্য বর্ষ গেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুজনে। চৈত্র মধু মাসে তিনখানি তোমার মধুময় পত্র দ্বারা সর্ব্বত্র কুশল সংবাদ পাইয়া মনের উল্লাসে আছি, তোমার

পিতৃশ্রাদ্ধ শ্রীযুক্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সাহায্যে নির্ব্বিঘ্নে সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইয়াগিয়াছে—শ্রীরাম বাবু প্রভৃতি বন্ধুবর্গের যত্নে তোমার আবাস বাটীর কণ্টকোদ্ধার হইয়াছে—ব্রাহ্মণ সদ্বংশজাত, সরল প্রকৃতি ব্রাহ্মদিগের আন্তরিক অনুরাগে বেহালা ব্রাহ্মসমাজ উত্তম চলিতেছে, ইহা তোমার হৃদয়ের সদ্ভাবের ফল। ঈশ্বর তাঁহার ভক্তদিগের প্রতি এ প্রকার প্রসাদ বিতরণ করেন যে তাহার শত্রুরা ভয় পায় এবং বন্ধুরা আকৃষ্ট হয়। প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত প্রতিষ্ঠাবান ভবতি তন্মন ইত্যুপাসীত মহান ভবতি, তন্মন ইত্যুপাসীত মানবান ভবতি। ইত্যুপাসীত নম্যন্তেস্ত স্মৈ কামাঃ। তদ্ব্রহ্মেত্যুপাসীত ব্রহ্মবান ভবতি"। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও পাকড়াশীর পরামর্শে বর্দ্ধমানের ট্রষ্টডীড প্রস্তুত করিবে এবং তাহার ব্যয় জ্যোতির নিকট হইতে লইবে। ভবানীপুর লণ্ডনমিশনরি সংক্রান্ত খৃষ্টানদিগের কীর্ত্তন শুনিয়া অতীব কৌতুকাবিষ্ট হইলাম। এইক্ষণে হরিসভার উপায় কি? হেমেন্দ্রের রচিত নূতন গান একটী তোমাকে অদ্য উপহার দিতেছি।

আনন্দ ধারা প্রবাহে কি বা আজি।
হৃদাকাশ মাঝ শত চন্দ্রমা বিরাজে।
দেখরে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময়,
একদৃষ্টে আমার পানে মাতা হয়্যে অবনত আছেন প্রেমভাবে তাকায়ে, শূন্য পূর্ণ আজি।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মা।

(১১০)

ওঁ

তীরা পর্ব্বত

২৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৩শক

প্রেমাস্পদেষু—

সাদর নমস্কারা বহবঃ সন্তু—

তোমার পত্র সকল এই অরণ্য মধ্যে আমার হৃদয়কে আনন্দে অভি-ষিক্ত করিতেছে। আমার প্রতি তোমার যে প্রকার অটল অনুরাগ, ইহাতেআমার স্নেহ তোমার প্রতি সহজেই ধাবিত হইতেছে। তোমার হৃদয় মন প্রসন্ন থাকুক—তেমার সাধুকামনা সম্পন্ন হউক, তোমার জয় হউক। গোকুলকৃষ্ণ বাবুর যেমন হৃদয় তাঁর তেমনি কার্য্য। তাঁর ব্রহ্মনিষ্ঠাজনিত সদ্ব্যবহারে তিনি সকলেরই মনকে আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার নম্রতা, তাঁহার বিনয়ে, সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়াছে। তাঁহার মনের ভক্তির প্রভাবে সমাজ স্থলে উপাসনা সময়ে দীপমালা আরও উজ্জ্বল ও পরিশোভিত হইয়াছিল। এমত স্থলে তোমার হৃদয় সম্যক পরিতৃপ্ত হইবে না তো, আর কোথায় হইবে! তুমি লিখিয়াছ ব্রাহ্মবিবাহের নিয়ম লইয়া মহা গোলযোগ হইতেছে। তোমরা তাহার প্রতিবাদের চেষ্টা করিতেছ,—উত্তম। কত লোকের দ্বারা সেই নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহা আমাকে জানা-ইবে। সারদা ও নবগোপাল বাবু এতদিনে কি শিমলাতে সেই আবেদন পত্র লইয়া যান নাই?

কাশীশ্বর বাবু জীবিত থাকিলে তাঁহার আলয়ে ব্রহ্মোপাসনাতে কেশব বাবু কখনই আক্রমণ করিতে পারিতেন না। সমস্ত মঙ্গল। ইতি

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

(১১১)

ওঁ

বাক্রোটা শেখর

২৯ আষাঢ় ১৭৯৩শক

প্রীতিভাজনেষু

সাদর নমস্কার—

বিশ্বাসের নিকট হইতে তোমার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অবধি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। পরে তোমার এই ১১ আষাঢ়ের পত্র পাইয়া প্রাণ পাইলাম। তোমার শরীরের উপর তুমি কিছুই যত্ন কর না, কখনো ঝড়ের মধ্যে যাইয়া হাত ভাঙ্গো, কখনো বা বৃষ্টিতে ভেজো, হয় ত উপরি উপরি রাত জাগো। ইহাতে শরীর কি প্রকারে ভাল থাকিতে পারে। সাবধান হইয়া চলিবে। সম্প্রতি অধিক পরিশ্রম করিবে না।

তারপরে ব্রাহ্মবিবাহের আইন হইবার বিষয় কি শুনিয়াছ আমাকে অবগত করিবে।

রাজনারায়ণ বাবু মধ্যে মধ্যে আদি ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমাকে লিখিয়াছেন, আমি তাহার এই উত্তর দিয়াছি "তুমি এখন এক একদিন সমাজের প্রকাশ্য উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত আছ"—অতি আহ্লাদের সহিত আমি ইহাতে অনুমোদন করিতেছি, অতএব তুমি তাঁহার সঙ্গে উপাসনা করিবার জন্য এক বুধবার প্রথমতঃ স্থির করিবে এবং সেদিন তুমি তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক বেদীতে বসাইয়া দিবে।

তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিয়া নিরুদ্বিগ্ন রাখিবে—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

(১১২)

ওঁ

অমৃতসর—

৯ কার্ত্তিক ১৭৯৫ শক।

প্রীতিভাজনেষু—

সাদরনমস্কার পূর্ব্বক নিবেদনং—

তোমার মধ্যম পুত্রটির পীড়া কোন ক্রমেই বেহালাতে সারিল না—তাহার চিকিৎসার জন্য সপরিবারে তুমি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছ। বেহালার অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। জল তথায় দূষিত হওয়াতে লোকের রোগ বৃদ্ধি হইয়াছে। ভাল জলাভাবে সপরিবারে তোমার অত্যন্ত কষ্ট গিয়াছে। কলিকাতায় আসিয়া জলপান করিয়া বাঁচিলে। তোমার পুত্রটি কলিকাতায় আসিয়া যদিও দিন দিন সুস্থ হইতেছে, তথাপি তাহার ঔষধ সেবন এখনও বন্ধ হয় নাই। তাহার অন্নপথ্যের সংবাদ পাইলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত ও প্রহৃষ্ট হইব। পুনঃ পুনঃ জ্বরের আক্রমণে তোমার শরীরও ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। ১৫ গ্রেণ কুইনাইন খাইয়া ১১ মাঘের কার্য্য সমাধা করিয়াছ। কিন্তু সেদিনকার প্রাতঃকালের তোমার বক্তৃতাতে তো কুইনাইনের গন্ধের লেশ মাত্রও নাই। শরৎকালের শিশিরসিক্ত সেফালিকা পুষ্পের ন্যায় সেদিনকার প্রাতঃকালে তোমার হৃদয়ের প্রীতিপুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া সহজেই প্রভুর চরণে বিকীর্ণ হইয়াছিল। জ্বলন্ত প্রেমসূর্য্য সে দিন তোমার অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। সহজেই তোমার প্রাণবিহঙ্গ তাঁহার মঙ্গলগীতালাপে সেই সমাজভূমি আনন্দে পূর্ণ করিয়াছিল। তাঁহার

অতুল শক্তি প্রভাবে অসীম আকাশে তেজোময় প্রকাণ্ড সূর্য্য গগণ প্রদীপ হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সকলকে জীবন জ্যোতিতে দ্যুতিত করুক, অভ্রভেদী পর্ব্বত সকল দেশ দেশান্তরে উন্নত মস্তকে তাঁহার বল-বিক্রমের পরিচয় দিউক, নদ নদী সকল বসুন্ধরার কণ্ঠহার হইয়া তাঁহার রচনার নৈপুণ্যই প্রদর্শন করুক, তরঙ্গপূর্ণ গম্ভীর সমুদ্র মেখলা রূপে মেদিনীরতনকে পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার মহিমা প্রচারেই নিযুক্ত থাকুক, তাঁহার জ্ঞান শক্তি সমুদ্ভূত ওষধি বনস্পতি জীবজন্তু মনুষ্য ধরা পৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করুক, যেমন ইহারা সকলেই তাঁহার সেই অতুলন প্রেম প্রকাশ করিতেছে, তেমনি সেদিন তোমার রসনা প্রত্যেক বাক্যেতেই তাঁহার প্রেম প্রকাশ করিয়াছিল। প্রেমের বন্ধুকে, প্রেমের আধারকে, প্রেমের সৌন্দর্য্যকে সেদিন তোমার রসনা কেমন ব্যক্ত করিয়া ছিল! যিনি বিনানুরোধে—বিনা প্রার্থনায় জীবের সুখ শান্তি মঙ্গলোন্নতি সাধনজন্য স্বীয় অপার প্রেম বিস্তার করিয়াছেন,—যাঁহার প্রেমের পুত্তলিকা এই সুন্দর ভূলোকের সমস্ত নরনারী, তাঁহার প্রেম প্রবাহ তোমার হৃদয়ে নিয়তই প্রবাহিত হইতে থাকিবে—কখনই পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। তুমি যখন রোগ, শোক, পাপ, তাপের তীব্র যন্ত্রণার মধ্যেও সেই প্রেম স্বরূপের অটল মাতৃ-গৃহ বিরাজ করিতে দেখিয়াছ তখন তোমার আর ভয় নাই। তাঁহার প্রীতিতেই এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যেতেই তোমার অনন্ত জীবনের কল্যাণ হইবে। তোমার কর্ম্ম ব্রহ্মধর্ম্ম প্রচার, এই আমার বাক্য, এই আমার প্রত্যয়, এই আমার বিশ্বাস। ইতি।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মা।

(১১৩)

ওঁ

বাক্রোটা শেখর

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৬শক

প্রীতিভাজনেষু

সাদর নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন :—

শ্রীযুক্ত নবগোপাল বাবু তাঁহার কন্যার শুভ বিবাহ পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সুসম্পন্ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, এসংবাদে আমি অতিশয় আনন্দিত হইলাম। বেদীতে উপাসনা কার্য্য সম্পাদিত না হইয়া হিন্দু সমাজের রীত্যনুসারে স্বয়ংই সংক্ষেপে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া কন্যাদান করিবেন। ইহাতে আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছি। যাঁহার কর্ম্ম তিনি নিজেই অনুষ্ঠানের সময় উপাসনা করিলে আরো কর্ম্মের প্রশস্ততা হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এই গ্রীষ্মের সময়ে তুমি কেমন আছ এবং তোমার সকল পরিবারেরাই বা কেমন আছেন আমাকে লিখিয়া সুখী করিবে।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথশর্ম্মা।

(১১৪)

ওঁ

বাক্রোটা শেখর
১০ আষাঢ় ১৭৯৬ শক

প্রেমাস্পদেষু
সাদর নমস্কার পূর্ব্বকনিবেদনং—

এর মধ্যে ৩০ কার্ত্তিকে বেহালা ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোৎসবের জন্য গান প্রস্তুত হইয়াছে। এতো সামান্য উৎসাহের কার্য্য নয়। আমি ইহা দেখিয়া পাঠাইতেছি গ্রহণ করিবে।

নবগোপাল বাবু তাঁহার কন্যার বিবাহে পৌত্তলিকতা হইতে আপনাকে বাঁচাইয়াছেন। কিন্তু বরকন্যাকে সে দোষ হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহারদের অগ্নিতে আমন্ত্রক লাজ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। এইটি না হইলে এ বিবাহ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। যাহা হউক তিনি যে হিন্দুসমাজের মধ্যে থাকিয়া এবং তাহা হইতে ভ্রষ্ট না হইয়া, এতদূর করিতে পারিয়াছেন, ইহার জন্য তাঁহার উদ্যম ও ধর্ম্মভীরুতাতে শত শত ধন্যবাদ! হিন্দুসমাজের জন্য এমন দৃষ্টান্ত মহদুপকার। ইহাতে হিন্দুসমাজের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইতে পারিবেক। এমন লক্ষণ সকলেরই নিকটে প্রতীতি হইবে এবং ইহাতেও ব্রাহ্মধর্ম্মের জয়, তাহার সন্দেহ নাই। যাহারা ঈশ্বরকে দেখে নাই, তাহারদের নিকটে কৃত্রিম সাক্ষী অগ্নিকে অকৃত্রিম বোধ হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা "দগ্ধেন্ধনমিবানলং" পরমেশ্বরকে জাজ্বল্যমান দেখিয়াছেন, তাঁহারদের নিকটে অগ্নিকে সাক্ষীকরণ কি দুরুহ ও লজ্জাকর বোধ হয়। ব্রাহ্মসমাজের প্রসাদে এবং তোমাদের যত্নে ও

উপদেশে যত এই সত্য প্রচলিত হইতে থাকিবে, ততই অগ্নি অচেতন হইয়া যাইবে। যতই লোকে আত্মক্রীড় ও আত্মরতি হইতে থাকিবে ততই আর অগ্নিতে ক্রীড়া ও অগ্নিতে রতি থাকিবেক না। বঙ্গদেশের অবস্থা বড় ভাল নয়। দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, এবং আরো হইবার সম্ভাবনা। জ্বররোগ এখনও চলিতেছে, আবার বর্ষার সময় জলবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি যে, এ সময় তিনি বঙ্গদেশকে রক্ষা করুন। তোমার তৃতীয় পুত্রের পীড়া হইয়াছিল। এখন ঈশ্বর প্রসাদে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এই কুশল সংবাদে সুখী হইলাম। তুমি নির্ব্বিঘ্নে সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে থাক এবং ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা করিতে থাক।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(১১৫)

ওঁ

বাক্রোটা শেখর

৮ বৈশাখ ১৭৯৮ শক

প্রেমাস্পদেষু

নববর্ষের প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক নমস্কার—

দ্বিজেন্দ্রের কন্যা সরোজার শুভবিবাহ উপস্থিত। তুমি জ্ঞানচন্দ্র ও গড়গড়িকে লইয়া বেদীতে আসন গ্রহণ করিবে এবং আচার্য্যের কার্য্য

সমাধা করিয়া এই শুভবিবাহ সুসম্পন্ন করিয়া দিবে। স্ত্রী আচার হইয়া বরকন্যা দালানে আইলে তবে ব্রহ্মোপাসনা আরম্ভ হইবে, তোমরা সেই সময়ে বেদীতে বসিবে, তাহার পূর্ব্বে তাহাতে বসিবে না। দ্বিজেন্দ্রের সঙ্গে বরযাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া দরদালানে বসাইবে। পরে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে বরযাত্রদিগকে দালানের বেদীর পশ্চিমভাগে সমাদর পূর্ব্বক বসাইবে। এবং বরকে গদি হইতে উঠাইয়া আনিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবে। গদি খালি হইলে সেই গদি বরের জন্য বাটীর ভিতরে পাঠাইয়া দিবে এবং তাহার দুই পার্শ্বের বৈঠকীসেজ বেদীর দুই পার্শ্বে বসাইয়া দিবে। তাহা হইলে বেদীতে আলো কম হইবে না। এবং তুমি পুঁথি বেশ দেখিতে পাইবে। সময় আছে বলিয়া এই সকল তোমাকে বলিয়া দিলাম, নতুবা বাহুল্য মাত্র। তোমার বেহালার বাটীতে সকলে কেমন আছেন এবং তোমার নিজের শরীর বা কেমন আছে, জানাইয়া আপ্যায়িত করিবে।

শুভাকাঙ্ক্ষিনঃ—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

পুঃ—যদি গড়গড়ি আসিতে না পারেন তাঁহার কোন ব্যাঘাত হয়, তবে তাঁহার স্থানে কোন্নগরের দয়ালচাঁদ ভট্টাচার্য্যকে বসাইয়া দিবে—

নিম্নস্থ পত্র গুলি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের বাদ প্রতিবাদ এবং ভক্তি স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ প্রকাশিত হইল।

(১১৬)

শিবপুর
২৪ বৈশাখ ১৭৮৭ শক।

প্রণামা নিবেদনঞ্চ।

আমার প্রতি আপনার পূর্ব্বে যে রূপ স্নেহ ও প্রীতি ছিল, তাহার সহিত আপনার বর্ত্তমান ব্যবহার তুলনা করিলেও যে, কি পর্য্যন্ত বিস্ময়াপন্ন ও দুঃখিত হইতে হয়, তাহা বলিতে পারি না। আপনি যে সকল পত্র আমাকে লিখিতেন এবং যে প্রকার প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন তাহা যে অসাধারণ প্রণয়ের লক্ষণ তাহা আপনিও বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। বাস্তবিক পিতা পুত্রের যে কোমল নিকট সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধেই আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছিল। ইহারই জন্য আপনার বর্ত্তমান ব্যবহার আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টদায়ক হইয়াছে, এবং যখন ইহা স্মরণ করি, তখনি হৃদয়ে ভয়ানক আঘাত লাগে। যাহা হউক ঈশ্বরের মহিমা কে বুঝিতে পারে। কয়েক দিবস হইল প্রতিনিধি সভা সম্বন্ধে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি অবজ্ঞা করিয়া তাহার উত্তর দেন নাই। সে পত্রের উত্তর লেখাতে সমাজের মানের হানি বা মহত্ত্বের হ্রাস হইত ইহা কোন মতেই স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ আপনি আমার বিষয় যাহা কিছু জানেন, তাহাতে কখনই আমাকে এত নীচ বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন না এবং আমার সহিত সামান্য ভদ্রতা রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না। ইহাতে যে আমার বিশেষ অনিষ্ট বা ক্ষতি হইয়াছে তাহা

নহে; এ বিষয়ের উল্লেখ করিবার এই মাত্র তাৎপর্য্য যে, যদি আমরা উভয়েই ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি তাহা হইলে পরস্পরকে ঘৃণা বা ভয় করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য; প্রশস্ত চিত্তে সাহস পূর্ব্বক সত্য পালন করিলে সকল দিকে শোভা পাইবে। আমার দোষ দেখেন—ভৎর্সনা করুন, আমার অসঙ্গত মত থাকে—প্রকাশ্য রূপে নির্ভয় মনে তাহা খণ্ডন করুন; কিন্তু বিদ্বেষ ঘৃণা বা ভয় এ সকল ঈশ্বরের কার্য্যের প্রকৃত লক্ষণ কখনই নহে। যাহা হউক এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; পূর্ব্বে আপনি যে অসামান্য মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তাহার উপর এই বিষয়টী নির্ভর করিতেছে, আপনি ইহার ন্যায়ান্যায় বিবেচনা করুন।

(২) আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহ ট্রষ্টডীড অনুসারে কেবল উপাসনার জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং প্রচারের জন্য ভিন্ন স্থান আবশ্যক, কিন্তু ঐ গৃহে আবার (ট্রষ্টডীড বিরুদ্ধে) প্রচারের জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, তবে পূর্ব্বের ন্যায় তথায় প্রতিনিধি সভা বা প্রচার সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য কেন হইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। এই মাত্র বোধ হয় যে, উক্ত সভা এবং আমাদের সমুদায় কার্য্য আপনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রতিবন্ধক স্বরূপ জ্ঞান করেন এবং তৎপ্রতি উৎসাহ দান করিতে আপনি ভীত হন। কিন্তু আবার আপনি প্রতিনিধি সভার সভাপতি এবং প্রচার কার্য্যের অন্যতর অধ্যক্ষ, তবে এ সকল বিষয়ে আপনি বিশেষ অনুরাগ ও উৎসাহ প্রকাশ না করিয়া কি ক্ষান্ত থাকিতে পারেন? উভয় দিকে আপনি সম্বন্ধ নিবদ্ধ করিয়াছেন, অতএব উভয় দিকেই সদ্ভাব থাকা আবশ্যক।

(৩) যখন বর্ত্তমান গোলমালের সূত্রপাত হয় তখনই আমি বলিয়াছিলাম যে, এই কলহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে এবং সতর্ক না হইলে ইহা হইতে অবশেষে দলাদলি হইবে। কিন্তু তখন আপনি এ কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন। এখন সেই কলহ-অগ্নি যেরূপ জ্বলিত হইতেছে তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়। সামান্য বিবাদ হইতে কেমন ভয়ানক দলাদলি উৎপন্ন হইতেছে। এখন ভাবান্তর ও মতান্তর দুই-ই দেখা যাইতেছে। আপনি ভবানীপুরে যে উপদেশ দিয়াছিলেন (যদিও তাহা হইতে কিয়দংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে) তাহা লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন হইতেছে। ইহাতে আপনার যথার্থ মত ও বিশ্বাস বিবৃত হইয়াছে, এবং এতৎ পাঠে আমার পূর্ব্বের সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইতেছে যে, আপনি অনুষ্ঠানকারীদলের প্রতি যে কেবল অপ্রসন্ন তাহা নহে, তাহাদের উন্নতির পথ অবরোধ করিতেও আপনার একান্ত চেষ্টা। এ অবস্থায় যে দলাদলি ভাব আরো প্রগাঢ় হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? আপনি আমাদের কার্য্যের কিছু মাত্র ব্যাঘাত না করিয়া, যদি কেবল সমাজের ট্রষ্টসম্পত্তি সম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং বিরোধী না হইয়া পৃথক ভাবে স্বীয় লক্ষ্য সংসাধন করিতেন তাহা হইলে এত গোলের সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, যে পরিমাণে আমরা সফল-যত্ন হইব সেই পরিমাণে আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত, তখন আপনি উল্লিখিত উপদেশের ন্যায় মত প্রচার না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এবং যখন আমাদের আন্তরিক বিশ্বাস যে, এরূপ উপদেশ দ্বারা গূঢ় রূপে ব্রাহ্মসমাজের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, তখন আমরাই বা ঈশ্বরের দাস হইয়া তৎপ্রচারে কিরূপে উপেক্ষা করিব? এটী অত্যন্ত গুরুতর বিষয়, ইহা বিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমি বিবাদের জন্য লিখিতেছি না; ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল

হয় ইচ্ছা আপনারও যেমন আমারো তেমনি ইচ্ছা। সমাজে এরূপ বিরোধ অত্যন্ত ভয়ানক, কিন্তু উভয় দিকেই আত্মপক্ষ সমর্থনে অপ্রতিহত চেষ্টা থাকিলে এ বিরোধ হইবেই হইবে, নিশ্চয়ই হইবে। ভাবে ভাবে, কথায় কথায়, উপদেশে উপদেশে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, লেখায় লেখায়, অশেষ বিবাদ চলিবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

এ অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে বৈষয়িক সম্বন্ধ তাহা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। আপনি যেরূপ উপদেশ দিতেছেন তদ্দ্বারা আপনার ধর্ম্মবিষয়ক যথার্থ মত প্রকাশিত হইবে, এবং আমরা যাহা লিখিতেছি ও লিখিব, তাহাতে আমাদের মত প্রদর্শিত হইবে। এ বিবাদ নিবারণের উপায় নাই। কিন্তু এ বিবাদ হইতে অবশেষে সত্যের জয় হইবে, ঈশ্বরের মহিমা মহীয়ান্ হইবে। আপাততঃ কেবল কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বৈষয়িক সম্বন্ধ লইয়া যে বিবাদ হইতেছে তাহার মীমাংসা করা উচিত। এ বিষয়ে আপনার যাহা যথার্থ মত তাহা বিস্তারিত রূপে প্রকাশ করা বিধেয়; পত্র দ্বারাই হউক বা অন্য উপায়ে হউক ইহা আমাদিগকে অবগত করিতে হইবে। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের অর্থ কি, ইহাতে কেবল উপাসনা হইবে কি প্রচারও হইবে, ব্রাহ্মসমাজ গৃহে আমাদের কোন সভার অধিবেশন বা আমাদের প্রচার সম্বন্ধীয় কোন কার্য্য হইবে কিনা, ইহার দান কিরূপে ব্যয়িত হইবে, ইহার সহিত সাধারণের কি প্রকারে যোগ থাকিবে, আপনি প্রতিনিধি সভা ও আমাদের তাবৎ প্রচার কার্য্যের সহিত কি রূপ সম্বন্ধ রাখিবেন;— এ সমুদায় আপনি পরিষ্কার করিয়া লিখিলে আমরা আমাদের কার্য্যক্ষেত্র বুঝিয়া লইতে পারি, এবং যাহাতে বৈষয়িক বিরোধ না থাকে এরূপ চেষ্টা করা যাইতে পারে। অতএব বিনীত ভাবে আপনার নিকট

প্রার্থনা করিতেছি, এ বিষয়ে আপনি সত্বর মনোযোগী হইবেন। আগামী রবিবারে সাধারণ সভা হইবার কথা আছে, যদি ইহার পূর্ব্বে আপনি লিখিয়া দেন তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

সত্যের জয় সত্যের জয় সত্যের জয়।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

---

(১১৭)

কলিকাতা
২৫ বৈশাখ ১৭৮৭ শক।

প্রাণাধিকেষু,

সান্ত্বনাপূর্ব্বকং সম্ভাষণমিদম্—
আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইও না, আমার কথায় বিরক্ত হইও না। তোমার মনোহর কান্তি ও উজ্জ্বল মুখ যখনি মনে হয়, তখনই তোমার প্রতি আমার স্নেহ-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া ধাবিত হইতে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই আমার প্রতি তোমার নিষ্ঠুর নির্যাতনের চেষ্টা স্মরণ হইয়া অমনি তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায় এবং তাহা হইতে ধূম বিনির্গত হইয়া আমার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া তুলে। আমার জীবনে বঙ্গভূমি মধ্যে তোমার অপেক্ষা বিশুদ্ধ চরিত্র ও মহৎ ব্যক্তি আমি দেখি নাই, বিশুদ্ধতার সঙ্গে ঘৃণা ভাব কখনই থাকিতে পারে না। অতএব তোমাকে আমি কখনই ঘৃণা করিতে পারি না—বিশেষত তোমার হৃদয়ে যখন পবিত্র স্বরূপ বাস করিতেছেন। প্রতিনিধি সভার অধিবেশনের জন্যে সম্পাদককে যে পত্র লিখিয়াছিলে, তিনি তাহার উত্তর দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোন মত দেওয়া নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া পুনর্ব্বার

তাহার উল্লেখ করিতে সম্পাদককে বলি নাই। তোমাকে আমি নীচ ভাবিয়া, তোমার প্রতি আমি ঘৃণা করিয়া যে, সম্পাদককে তাহার উত্তর লিখিতে বলি নাই, ইহা কদাচ মনে করিবে না। তুমি চিরকালই আমার সমাদর ভাজন আছ ও থাকিবে। তোমার বুদ্ধি কৌশল, তোমার মনের কল্পনা, তোমার বাকৃপটুতা, নিপুণতা, একাগ্রতা প্রভৃতি যে সকল প্রচুর সদ্গুণ আছে, ইহাতে তুমি যে জয় লাভ করিবে, ইহাতে আমার একটুকুও সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি তুমি আপনাকে ভুলিয়া এবং জয় পরাজয় ভুলিয়া কেবল ঈশ্বরের মহিমাকে মহীয়ান্ করিতে প্রবৃত্ত থাক, তবে এই বঙ্গ ভূমিতে অমৃত বারির বর্ষণ হইবে ও ইহার মহোপকার সাধিত হইবে—নতুবা আপনার গৌরবের জন্যে, আপনার দল পুষ্টির জন্যে, আপনার জয়লাভের জন্যে যদি ঈশ্বরের মহিমা ঘোষণা উপায় মাত্র করা হয়, তবে তাহা হইতে কালকূট গরল উৎপন্ন হইয়া সকল লোককে অভিভূত করিবে। আমার ভয় হইতেছে যে, পাছে তোমার হৃদয় অতীব কঠোর হইয়া তোমার সদ্গুণ সকলকে অযোগ্যরূপ ব্যবহার করে এবং লোকের অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। এ জন্য বলিতেছি যে, যাহাতে "ভাবে ভাবে, কথায় কথায়, উপদেশে উপদেশে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, লেখায় লেখায়, অশেষ বিবাদ" না চলে এমন বিধান সর্ব্বাগ্রে করিবে। আমার কথা যদি শ্রবণ কর, তোমার এই করা কর্ত্তব্য যে, তুমি, আমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না কর। আমি তোমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাই না। এই ছয় বৎসর যে রূপ প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে মনের সহিত তোমার সহিত যুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিলাম, এখন আর তোমার সহিত সে প্রকার যোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল মৌখিক যোগ দিলে হিতে আরো বিপরীত হইয়া পড়িবে। তোমার অভিপ্রায় মতে আমি কর্ম্ম

না করাতেই বর্ত্তমান গোলযোগের সূত্রপাত হয়। এ বিষয়ে তুমি লিখিয়াছ যে, "যখন বর্ত্তমান গোলযোগের সূত্রপাত হয়, তখনই আমি বলিয়াছিলাম যে, এই কলহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইবে। পরে তুমি লিখিতেছ যে, "আপনি এই কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন।" যথার্থই আমি তখন এই কথায় উপেক্ষা করিয়াছিলাম, যেহেতু তখন আমি জানিতে পারি নাই যে, তোমার মনে মনে এত ছিল। ব্রাহ্ম-সমাজ আমার কার্য্যের পরিমিত ক্ষেত্র, আমি তথায় ব্রাহ্মদিগের ও ঈশ্বরপরায়ণ সাধুদিগের সঙ্গে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিব; তথা হইতে ব্রহ্মবিদ্যার শিক্ষা হয়, তাহার সদুপায় অবলম্বন করিব; পত্রিকা দ্বারা ও অন্যান্য উপায়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম যাহাতে প্রচার হয়, তাহাতে যত্ন করিব। ইহা করিলে যদি তোমার বিপক্ষতা করা হয়, তবে ইহার উপায় নাই। আমার দল নাই, আমার বল নাই, আমার এ পৃথিবীর জীবন অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে আমি সেই কয়দিনের জন্য যতটুকু পারি,—একাকী বা আমার সুহৃদ্‌দিগের সঙ্গে ঈশ্বরের আদিষ্ট কার্য্য ও তাঁহার নির্পিত ভার অপরাজিত চিত্তে বহন করিব, এই আমার প্রিয় অভিলাষ। কর্ম্মেতে আমার অধিকার, কিন্তু ইহার ফল ফলদাতার হস্তে, আমি সে ফল উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই এখান হইতে প্রস্থান করিব। তোমার সহিত যুক্ত থাকিয়া এই ছয় বৎসর তোমার নিকট হইতে যে কিছু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া নমস্কার করিয়া এই পত্র শেষ করিতেছি। সুবিজ্ঞকে আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন কি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(১১৮)

প্রণামা নিবেদন মিদং—

আপনার সরলভাব পূর্ণ পত্র পাঠে কত আরাম ও সন্তোষ লাভ করিলাম বলিতে পারি না। যখন আপনি হৃদয়ের যথার্থ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে সহস্র কটু বা কঠোর কথা বা গ্লানিসূচক ভর্ৎসনা থাকিলেও আমি "ক্রুদ্ধ" হইতে পারি না, "বিরক্ত" হইতে পারি না। বাস্তবিক আমার মনে স্বভাবতঃ ক্রোধ এত অল্প যে, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এ বিষয়ে আপনার আশঙ্কা করা এক প্রকার অন্যায় ও অনাবশ্যক। আমাকে আপনি ঘৃণা করেন না, কখনই ঘৃণা করিতে পারেন না—ইহা শুনিয়া আমার মনের কষ্ট কিছু লঘু হইল, এবং আমার এরূপ আশা হইতেছে যে, আপনি আমার কথা অগ্রাহ্য বা অবজ্ঞা করিবেন না। বর্ত্তমান কষ্টের সময় ইহা আমার সামান্য সন্তোষের কারণ নহে। আপনি পত্রের শেষ ভাগে আমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বিদায় লইবার ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আমি আপনার কৃতজ্ঞতা-উপহার গ্রহণ করিতে পারি না এবং আপনাকে বিদায় দিতেও পারি না। সেই উপহার আপনি ঈশ্বর চরণে অর্পণ করুন, যেহেতু আপনি যাহা কিছু উপকার পাইয়াছেন তাহা ঈশ্বর প্রদত্ত, কখনই মনুষ্য প্রদত্ত নহে। অতএব আপনার কৃতজ্ঞতা গ্রহণে আমার কোন অধিকার নাই। দ্বিতীয়তঃ আমরা উভয়েই যখন ব্রাহ্মসমাজ রূপ এক শরীরের অঙ্গ এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার ব্রতে ব্রতী তখন আপনাকে বিদায় দিব? যদি আমাদের সম্বন্ধ পার্থিব বন্ধুতা মাত্র হইত, তাহা হইলে এ অবস্থাতে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু আমাদের যোগ গূঢ় ধর্ম্মযোগ, প্রাণসম ব্রাহ্মধর্ম্মেরই সম্বন্ধে আমরা পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেছি,

এবং আপনাদের স্বীয় স্বীয় লক্ষ্যসিদ্ধিও পরস্পরের উপর নির্ভর করিতেছে। তবে আপন ইচ্ছাতে কি আমরা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারি? আপনি যেন আমাকে পৃথক্ করিয়া দিলেন কিন্তু আপনি কি আমার কার্য্যের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারেন, না আমি আপনার কার্য্যের প্রতি উপেক্ষা করিতে পারি? ইহা নিশ্চয় জানিবেন যত দিন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক্ষেত্রে আমাদের উভয়েরই কার্য্য করিতে হইবে, তত দিন কেহ কাহাকে মৌখিক বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন না।

(২) আমার চরিত্র বিষয়ে যে সকল দোষারোপ করিয়াছেন এবং সেই সকল দোষ সপ্রমাণ করিতে পারিয়াছেন কি না তাহা নিরপেক্ষ ভাবে আপনার পুনর্ব্বিচার করা কর্ত্তব্য। আমার বাস্তবিক দুঃখ হইতেছে যে ছয় বৎসরকাল এত গভীর যোগ সত্ত্বেও আপনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। আমার দোষ গুণ অন্যে না জানুক, আপনার জানিবার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কেনই আপনি এত সূক্ষ্মদর্শী হইয়া তাহা বুঝিতে অক্ষম হইলেন এবং কেনই এত মহৎ হইয়াও অকারণে আমাকে দোষী বলিয়া বিদায় করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারি না। আপনার লেখার ভাবে বোধ হইতেছে যে, আমার যে সকল সদ্‌গুণ আছে তাহা আমি গৌরবের জন্য নিয়োগ করিতেছি, এবং আমি যাহা কিছু করিতেছি সকলই জয় লাভের জন্য—এই কারণেই আমি সম্প্রতি আপনার অপ্রীতিভাজন হইয়াছি এবং ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষকে "কালকূট গরলে অভিভূত" করিবার কারণ হইয়াছি। এখন জিজ্ঞাসা করি এই সকল (কু অথবা সু) লক্ষণ কি আপনি আমার চরিত্রে বা জীবনে সম্প্রতি দেখিতে পাইয়াছেন, এবং তাহারই জন্য কি আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন? বলিতে

কি আমার ইহা বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয় এই লক্ষণ গুলিরই জন্য আমি গত ছয় বৎসর আপনার প্রীতি ও স্নেহভাজন হইয়াছিলাম। তবে এখন মতভেদ হইয়াছে বলিয়া তাহা আর আপনার ভাল লাগে না। আপনি কি জানেন না আমি পূর্ব্বাবধি একজন দাম্ভিক, এবং জয়লাভেচ্ছা আমার সকল কার্য্যের অন্যতর প্রবর্ত্তক। এমন কি আপনার সহিত যোগ দিবার পূর্ব্বে এই লক্ষণ গুলি আমার জীবনকে অধিকার করিয়াছিল, এবং অদ্যাপি তাহা অতি যত্নের সহিত সংরক্ষিত হইয়াছে। আমি যে আমার আত্মার মত প্রচার করি, এবং অন্যের পরামর্শের পরতন্ত্র হইতে চাহি না, আমি যে অন্যের বুদ্ধির উপর নির্ভর না করিয়া আত্মাতে ঈশ্বর প্রেরিত শুভ বুদ্ধির উপর নির্ভর করি, ইহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমার অন্তরে ঈশ্বর একটি আদর্শ নিহিত করিয়া দিয়াছেন, যাহাতে তদনুসারে আমি ধর্ম্মপ্রচার ও সমাজ সংস্কার করিতে পারি ইহাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্য্য; যতই আমি আত্মনির্ভর করিব, যতই স্থির-চিত্ত হইয়া সেই আদর্শ আলোচনা করিব, যতই অন্যের কথা না শুনিয়া সেই আদর্শের অনুবর্ত্তী হইব, ততই আমি কৃতকার্য্য হইব, ততই ঈশ্বরের দাস বলিয়া আমি পরিচয় দিতে পারিব, ইহা আমার আন্তরিক বিশ্বাস। যদি আমি অন্যের কথায় ভুলিয়া বা অন্যের অনুরোধে বদ্ধ হইয়া আমার আত্মানিহিত সত্য প্রচারে যত্নশীল না হই, আমার জন্ম বৃথা, মেদিনী এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাকে স্থান দিবে না; যদি আমি জয়লাভ করিতে না পারি আমার জীবন আর মৃত্যুতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। এ দম্ভ ও জয়লাভেচ্ছা দোষ কি গুণ তাহা তিনি জানেন যিনি ইহা আমাকে দিয়াছেন; ইহা হইতে মঙ্গল হইবে কি অমঙ্গল হইবে তাহা তিনি জানেন যিনি ইহা নিয়োগ করিতেছেন। যখন আমি হিন্দু-

সমাজ পরিত্যাগ করিলাম তখন সকলেই আমাকে দাম্ভিক বলিয়া তিরস্কার করিল, যখন পরিবার ও গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলাম, আত্মীয় বন্ধুরাও ঐ কথা বলিল, এখন আপনার সহিত মতভেদের জন্য বিচ্ছেদ হইতেছে, আপনিও সেই পুরাতন কথা বলিতেছেন। এই সৌসাদৃশ্যের কারণ কি? যে ব্যক্তি আমাদিগকে অতিক্রম ও অমান্য করিয়া আপন বুদ্ধি ও ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে, যে ব্যক্তি আমাদের মত বা পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া স্বীয় মতের অনুবর্ত্তী হয়, আমরা তাহাকে দাম্ভিক বলি, জগতের এই সংস্কার। বাস্তবিক সে দম্ভ দম্ভ নহে, তাহার প্রকৃত অর্থ আত্মনির্ভর ও স্বাধীনতা। আপনার মনে হইতেছে যে আমার হৃদয় অতীব কঠোর হইয়া আমার সদ্গুণ সকলকে অযোগ্য রূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমার হৃদয় বহুদিনাবধি কঠোর তাহা কি আপনি জানিতেন না। এই কঠোরতার জন্য আমি সংসার অপেক্ষা ঈশ্বরকে প্রীতি করিতাম; এই কঠোরতার জন্য আমি আপনাকে আমার স্ত্রী অপেক্ষা অধিক প্রীতি করিতাম, ইহারই জন্য আমি স্নেহময় ভ্রাতা এবং স্নেহময়ী জননীকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, আমার সেই কঠোরতার জন্য এখন আপনার দ্বারা পরিত্যক্ত হইলাম। কিন্তু যখন পরিবার ও আত্মীয় বন্ধুদিগকে ত্যাগ করিয়াও তাঁহাদিগকে প্রীতি করিতে নিরস্ত হইনাই, সেইরূপ আপনার প্রতি কঠোর হইয়াও আপনাকে প্রীতি করিতে অক্ষম হই নাই। "হৃদয় প্রস্তরের ন্যায় কঠোর ও পুষ্পের ন্যায় কোমল হইবে" এই উপদেশ আপনি নিজ হস্তাক্ষরে সঙ্গতের পুস্তকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। এখন বোধ করি আমার জীবনের দম্ভ ও কঠোরতার প্রকৃতভাব বুঝিতে পারিয়াছেন। যদি বুঝিয়া থাকেন, তবে আর তাহা হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিতে

চেষ্টা করা বৃথা, ইহা সহজেই উপলব্ধ হইবে। এই বলিয়া আপনি আশীর্ব্বাদ করুন—আরও দাম্ভিক হও, আরও আত্মনির্ভর শিক্ষা কর, স্বীয় কর্ত্তব্য সাধনে আরও কঠোর হও, জয়লাভের জন্য আরও একাগ্রচিত্ত হও, এবং লোক ভয়ে ভীত না হইয়া, মান অপমানে বিচলিত না হইয়া কেবল ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন কর।

(৩) আপনি লিখিয়াছেন যে, আমার প্রতি আপনার যে টুকু স্নেহ-অগ্নি আছে—তাহা আমার নিষ্ঠুর নির্যাতনের চেষ্টা স্মরণমাত্র নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আমি যে নির্যাতন করিতেছি তাহা আমি অস্বীকার করিব না। কিন্তু আপনাকে নহে, আপনার মত ও সংস্কারকে নির্যাতন করিতে হইতেছে। তজ্জন্য আপনি ঈশ্বরের নিকট অভিযোগ করুন, আমি তাঁহার আদেশ ভিন্ন তাহা হইতে বিরত হইতে পারি না। যতদিন আপনার সংস্কার অন্যায় ও অনিষ্টকর বোধ হইবে, যতদিন তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির প্রতিবন্ধক বলিয়া বোধ হইবে, ততদিন তাহাকে নির্যাতন করা, তাহাকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। হিন্দুধর্ম্মকে নির্যাতন করা যেমন কর্ত্তব্য, কল্পিত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের শিথিল ভাবকে নির্যাতন করা তেমনি কর্ত্তব্য, উন্নতিশীল ব্রাহ্মধর্ম্মকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবার চেষ্টাকে নির্যাতন করা তেমনি কর্ত্তব্য। সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর জানেন যে, আমি আপনাকে নির্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই।

(৪) আপনি একস্থলে লিখিযাছেন আমার মনে মনে এত ছিল তাহা আপনি জানিতেন না। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। যদি পূর্ব্বাবধি ভাল করিয়া আমার পরিচয় লইতেন তাহা হইলে এখন যাহা যাহা ঘটিতেছে তৎসমুদায় আপনি পূর্ব্ব হইতে

দেখিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেন ও তদনুরূপ কার্য্য করিতেন। আমার এইরূপ সংস্কার ছিল যে, আপনি দূরদৃষ্টির সহিত সকল দিক দেখিয়া আমার সহিত যোগ দিয়াছিলেন। এখন বুঝিতেছি যে তাহা যথার্থ নহে। হয় ত এখন আমার মনে কি আছে তাহাও আপনি জানেন না, এবং যখন তাহার প্রকাশ হইবার সময় হইবে—তখন হয়ত আপনি এখন অপেক্ষা সহস্র গুণে বিস্ময়াপন্ন ও বিরক্ত হইবেন। এই জন্য এখনও বলিতেছি আমার মনে যাহা আছে তাহা আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধি সহকারে সম্যক্‌রূপে আলোচনা করুন এবং আমার সহিত, ব্রাহ্মসমাজের সহিত, স্বদেশের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করুন। আমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কোন কার্য্য করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি না। এই মাত্র বলিতেছি আমার যথার্থ মতগুলি, আমার হৃদয়ের ভাব, এবং আমি যে যে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছি তাহা আপনি অবগত হইয়া আপনার কার্য্য করুন। আমাকে আপনি বুঝিতে না পারাতেই তত্ত্ববোধিনী সভার মত, অক্ষকুমার দত্তের মত, আমাকে বিঘ্ন জ্ঞান করত আমাকে বিদায় করিয়া নিশ্চিন্ত ও নিষ্কণ্টক রূপে ব্রাহ্মসমাজকে স্বীয় ইচ্ছানুসারে শাসন করিবেন এরূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। আমাকে না জানাতেই আপনি আমাকে বলপূর্ব্বক বা কৌশল পূর্ব্বক কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন। আমাকে না জানাতেই আপনার এই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ট্রষ্ট-ক্ষমতা প্রকাশ করিলে আপনি নির্বিঘ্নে আপনার মত রক্ষা ও প্রচার করিতে পারিবেন। ইহাতে আমার প্রতি অত্যন্ত অন্যায়াচরণ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যদি আপনার এরূপ সংস্কার থাকে যে আমার কার্য্য হইতে "কালকূট গরল উৎপন্ন হইয়া সকল লোককে অভিভূত

করিবে” তবে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমি কাল সর্পের ন্যায় সমুদয় ব্রাহ্মসমাজকে বেষ্টন করিয়া আছি, আমায় দূর করিবার যতই চেষ্টা হইবে ততই আমার দংশনে সকল লোক গরলাভিষিক্ত হইবে। বাস্তবিক অন্যান্য ব্রাহ্মের ন্যায় আমিও ব্রাহ্মসমাজের এক অঙ্গ, যতদিন সমাজে আমার কার্য্য থাকিবে, তত দিন কাহারও সাধ্য নাই আমাকে বল বা কৌশলে বিদায় করিয়া দেন। গরল উদ্গীরণ করা হউক বা "অমৃত বর্ষণ" করা হউক আমার যাহা যথার্থ কার্য্য তাহা করিতেই হইবে। তাহা না করিয়া আমি ইহলোক হইতে অবসৃত হইতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজের উপর আমার জীবন নির্ভর করিতেছে, আমি তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইব অথচ জীবিত থাকিব ইহা কি আপনি সম্ভব মনে করেন? যখন আপনি আমাকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন বুঝিলাম যে, আপনি আমার প্রাণ বধে উদ্যত হইয়াছেন, আমার সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় যে আমি সর্ব্বপ্রযত্নে এবং ঈশ্বরের সাহায্যে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিব তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আপনি ভিতরে ভিতরে সকল দিক ঠিক করিয়া হঠাৎ আমাকে বলিলেন—হয় আমার মতে মত দেও, নয় চলিয়া যাও। আপনার মতে সায় দিতে পারিলাম না, কিন্তু চলিয়া যাইব কোথায়? এ কথার উত্তর না দিয়া একেবারে আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন; চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলাম; পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া পরম পিতাকে আহ্বান করিলাম, তিনি রক্ষা করিলেন, পথ দেখাইয়া দিলেন এবং অভয় দান করিলেন। ঈশ্বর যখন সহায়, তখন আর আমার ভয় কি? আমাকে যদি পূর্ব্বে সকল বিষয় জানাইয়া, একটু দাঁড়াইবার স্থান দিতেন, তাহা হইলে আমার এত যন্ত্রণা হইত না,

এবং আমাদের মধ্যে এত বিরোধ হইত না। যাহা হউক যাহা হইবার হইয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে আর গোলযোগ বৃদ্ধি না হয় তাহার সদুপায় অবলম্বন করুন। সে সদুপায় কি? আপনি লিখিয়াছেন—"আমার কথা যদি শ্রবণ কর তোমার এই করা কর্ত্তব্য যে তুমি আমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ না কর। আমি তোমার কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না।" আপনি যদি বিবাদ মিটাইবার এই মাত্র উপায় স্থির করিয়া থাকেন, নিশ্চয় জানিবেন ইহা কোন কার্য্যকর হইবে না। যদি বিষয় সম্বন্ধীয় কলহ হইত, উভয়ে পৃথক থাকিলে তাহা মিটাইবার সম্ভাবনা থাকিত, অথবা উভয়ের উদ্যোগে রফা হইত। কিন্তু বর্ত্তমান গোলযোগে আপনি আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না, আমিও আপনার কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিব না। আপনার নিজের যাহা কিছু আছে, জমিদারী হউক আর সাংসারিক কার্য্য হউক তাহাতে আমি হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম বা ব্রাহ্ম সমাজ সম্বন্ধে আপনি যাহা কিছু করিবেন তাহা আপনার কার্য্য কিরূপে বলিব, সাধারণ ব্রাহ্মেরা তাহাতে কিরূপে উপেক্ষা করিবেন, যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সাধারণের, আপনি যদি আপনার মত কেবল নিজের জন্য ও নিজের সুহৃদদিগের জন্য রক্ষা করিতে চান তাহা হইলে বড় বিবাদের সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যদি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বলিয়া প্রচার করেন, এবং সমুদায় ব্রাহ্মসম্প্রদায়কে তাহাতে বদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন তাহা হইলে আমি কখনই চুপ করিয়া থাকিতে পারিব না। আপনাকে স্পষ্ট বলিতেছি যাহা আমার সাধ্যের অতীত তাহা আমি করিতে পারিব না। আমার অন্তরে যে আদর্শ আছে তদনুসারে আমায়

কার্য্য করিতেই হইবে, যে কোন মত, যে কোন ভাব, যে কোন কার্য্য আমার পথের প্রতিবন্ধক বোধ হইবে তাহা অতিক্রম করিতেই হইবে। ইহাতে আপনি বিরক্ত হইবেন না। বার বার যদি সেই আদর্শে আঘাত লাগে, আমার একাগ্রতা, আত্মনির্ভর ও বল হয়ত আরও বৃদ্ধি হইবে; কি করি, ইহাই আমার স্বভাব। বিনীত ভাবে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি আপনি শীঘ্র প্রতিবিধানের চেষ্টা দেখুন, আমাকে এ যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাতে নিক্ষেপ করিবেন না। এখনও উপায় আছে; বার বার নিবেদন করিতেছি, "অশেষ বিবাদ" নিরাকরণের চেষ্টা দেখুন। আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে আপনি এত দিন যেরূপ অপ্রতিহত ও নিস্বার্থ যত্নের সহিত ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন করিয়াছেন তজ্জন্য ঈশ্বর প্রসাদে আপনি বৃদ্ধ বয়সে শান্তিসুখ উপভোগ করিয়া এ জীবন অবসান করেন। আপনার এ অবস্থাতে শান্তির ব্যাঘাত হইবে ইহা স্মরণ মাত্র হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আবার যখন ভাবি যে, আমার জন্য আপনি কষ্ট পাইতে ছেন তখন মন একেবারে অস্থির হইয়া উঠে। এজন্য বার বার শত বার বলিতেছি কৃপা করিয়া ঈশ্বরের জন্য, আপনার জন্য, ব্রাহ্মসমাজের জন্য, ভারতবর্ষের জন্য সমুদায় পৃথিবীর জন্য—এই কলহ বিবাদের যাহাতে শেষ হয় এরূপ বিধান করুন।

১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮৭ শক।

শনিবার

যিনি আত্মনির্ভরের জন্য দাম্ভিক হইলেন এবং স্বাধীনতার জন্য অনেকের অপ্রিয় হইলেন তিনি পূর্ব্বেও যেমন এখনো তেমনি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ ও অনুগত দাস শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

(২১৯)

সত্যমেব জয়তে।

প্রণামা নিবেদন মিদং—

অনেক দিবসের পর অস্ত আপনার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উন্নত সুখ লাভ করিলাম। এজন্য আপনাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। এরূপ বক্তৃতা দ্বারাই আপনি ব্রাহ্মসমাজে জীবন সঞ্চার করিয়াছেন, ইহারই দ্বারা অনেকের হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং চিরদিন ইহা দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সাধন করুন। আপনি আমাকে বলিলেন যে যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের রক্ষক তাঁহারা চলিয়া গেলেন, এখন যিনি রক্ষকের রক্ষক তিনিই রক্ষা করুন। আমি ব্রাহ্মসমাজকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? আমার কি পলায়ন করিবার কোন সম্ভাবনা আছে? আমি আপনাদের ক্রীতদাস; আমার ইচ্ছা যদিও কখন মোহ পাপের অনুরোধে অন্যদিকে ধাবিত হয়, কিন্তু আমার শরীর মন যখন একবার বিক্রীত হইয়াছে, তখন কি তাহা আর অন্যের কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে? আপনারা যত দিন আমাকে দাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তত দিন, সর্ব্বসাক্ষী জানেন, আমি নিঃস্বার্থ ভাবে একাগ্রতা সহকারে আপনাদের কার্য্য করিয়াছিলাম। যখন আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন আমি ক্রন্দন করিতে করিতে বাহির হইলাম। হায়! সেই প্রিয়তম ব্রাহ্মসমাজ গৃহ! স্মরণ মাত্র হৃদয় ব্যাকুলিত হয়। সেই গৃহ মধ্যে কতদিন প্রাতঃকাল অবধি রাত্রি পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া শরীরকে সার্থক করিয়াছি, কতবার সেই সুন্দর ব্রহ্মমন্দিরে ভ্রাতাদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরমপিতার নাম কীর্ত্তন করত আত্মাকে সার্থক করিয়াছি। কিন্তু আমাকে বিদায় করিলেন তাহাতেই বা কি? আমি পূর্ব্বেও যেমন আপনাদের দাস

ছিলাম এখনো তেমনি আছি। আপনারা এখনো আমার প্রভু। মঙ্গল কার্য্যের আদেশ করিলেই এ সেবক সত্বর তাহাতে নিযুক্ত হইবে। যতদিন পৃথিবীতে থাকিব ততদিন দাসত্ব বৃত্তি আমার থাকিবেই থাকিবে; আমি যেখানে থাকি, আপনাদের দাস, স্বদেশের দাস, ব্রাহ্মসমাজের দাস হইয়া আমার থাকিতেই হইবে। আপনার সহিত আমার যে সম্বন্ধ তাহাও বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। আপনি কি জানেন না যে আমি আপনাকে পিতা বলিয়া ভক্তি ও প্রীতি করি, এবং আপনার পরিবারের সকলকে আমি আমার পরিবার বলিয়া জ্ঞান করি। তবে কেন আমার প্রতি এত বিরাগ? আমার এই মাত্র অপরাধ যে কোন কোন বিষয়ে আপনার মতে আমি সায় দিতে পারি নাই। কিন্তু বিবেচনা করুন, আপনার পুত্র, আমার প্রিয় ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ত আপনার মতের বিরুদ্ধাচরণ করেন, কিন্তু তথাপি আপনি স্বাভাবিক স্নেহ ও বাৎসল্যভাব বশতঃ তাঁহাকে প্রীতি করিতে ক্ষান্ত হন নাই। আমি তবে কেন আপনার এত বিরাগভাজন হইলাম বলিতে পারি না। আমি কতবার দীনভাবে আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনি ভাল করিয়া কথা কন নাই, এবং বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন; এমন কি, কখন কখন বোধ হয়, আমাকে দেখিলে আপনার মনে অসুখ হয়, এবং আমি সর্ব্বদা কাছে না যাই এরূপ আপনার ইচ্ছা। আপনার স্নেহাভাব দেখিয়া আমার হৃদয় কি-পর্য্যন্ত ব্যথিত হয় বলিতে পারি না। ঈশ্বর করুন যেন ত্যজ্য পুত্র হইয়াও আপনাকে পিতা বলিয়া প্রীতি করিতে ক্ষান্ত না হই। হয় ত এ কথা আপনি বিশ্বাস করিবেন না, কি করি উপায় নাই। এই মাত্র নিবেদন, আমার মৃত্যুর পর যদি আমার হৃদয় কেহ বাহির করিয়া দেখিতে পারেন তাহা হইলে এই কথা সপ্রমাণ হইবে। আপনার

পরিবারের সকলকে আমার প্রিয় সম্ভাষণ জানাইবেন এবং বলিবেন অনেকে আমাকে যেরূপ শত্রু বলিয়া বর্ণনা করেন আমি তাহা নই।

আপনি ধন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। আমি দরিদ্র, যন্ত্রণা আমার খাদ্য, চিন্তা আমার বিশ্রাম, শরশয্যায় আমার শয়ন; আমার দরিদ্র ভাবে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইবে। আমি ত্যাগের ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি অতএব আমার নিজের জীবনে উহার প্রমাণ না প্রদর্শন করিতে পারিলে আমার জীবন বৃথা, আমার ধর্ম্ম কপটতা, এবং আমি প্রচারক না হইয়া প্রতারক হইব। যাহাতে সরলতা, সাহস ও বিনয় সহকারে আমি এই ধর্ম্ম দেশ বিদেশে প্রচার করিতে পারি, ইহাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য এবং ইহারই জন্য আমি ঈশ্বরের নিকট দায়ী। ইহার জন্য আমি অনেক বন্ধু বান্ধবের অপ্রিয় হইলাম, কি করি ঈশ্বরকে সহায় জানিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এখন মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। আমি কোন্ পথে যাইতেছি এবং অবশেষে আমার কি দশা হইবে কিছুকাল পরে তাহা বুঝিতে পারিবেন। আমার শোণিত দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের পদ প্রক্ষালন না করিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। সত্যের জয় হউক, আপনাদিগের মঙ্গল হউক, এই পাপাচারী ক্ষুদ্র ভৃত্যের মৃত্যুতে এই দেশের জীবন হউক!

রবিবার
২০ আগষ্ট ১৮৬৫ ইং

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

---

(১২০)

কলিকাতা কলুটোলা
৭ অগ্রহায়ণ ১৭৯০।

শ্রীচরণে নিবেদন—

আর কতদিন হৃদয়ের ভাব বন্ধ করিয়া রাখিব, মতভেদের আন্দোলনে আপনার সঙ্গে ধর্ম্মের নিগূঢ় ও সুমধুর আলাপে বঞ্চিত থাকিব? পূর্ব্বের সে সকল কথা আপনিও ভুলিতে পারিবেন না, আমিও ভুলিতে পারিব না; স্মরণ হইবা মাত্র মনে যে কি ভাব হয় তাহা বলা যায় না। সে দিবস আপনার একখানি পুরাতন পত্র ঘটনাক্রমে হস্তগত হইল, এবং তাহাতে যে সকল সুন্দর মহান্ ভাব আছে তাহা পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিলাম। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম যে আপনার সঙ্গে যে গূঢ় সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইয়াছিল তাহা এত গভীর ও বিশুদ্ধ যে তাহা সামান্য আন্দোলনে বিচলিত হইবার নহে। আপনিও কি তাহা স্বীকার করিবেন না? আপনার স্মরণার্থ ঐ সম্বন্ধের কথা উল্লিখিত পত্র হইতে উদ্ধার করিয়া দিতেছি:—

"প্রথমেই তোমার সহিত দিন কতকের আলাপের পর, আমার প্রতি তোমার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া তুমি সত্যেন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহা আমি কখনই ভুলিব না। তুমি তাহাতেই আমাকে ধর্ম্মতাত বলিয়া বরণ করিয়াছিলে এবং আমার স্নেহ তৎক্ষণাৎ চক্ষুসলিলে পরিণত হইয়া তোমাকে প্রিয় পুত্ররূপে অভিষেক করিল। তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের প্রসাদ আমি আমার আত্মাতে অনুভব করিলাম। তাহার পূর্ব্বে আমি কিছুই জানিতাম না যে তোমার সহিত আমার এত নৈকট্য, অবিচ্ছেদ্য, প্রিয়তর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হইবে কিন্তু তদবধি সেই সম্বন্ধ তোমার নিকটে বাহিরে আমি কিছুই প্রকাশ করি নাই, আমার অন্তরে

গূঢ় রূপেই ছিল, মধ্যে মধ্যে আমার অশ্রুপাত দ্বারা যত ব্যক্ত হইবার তাহাই হইত। কিন্তু যখন গত নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজে উপাসনার পর ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে প্রকাশ্যে আমাকে পিতৃভাবে প্রণাম করিলে, তদবধি এ সম্বন্ধ অব্যক্ত রাখা আর আমার পক্ষে উচিত বোধ হইল না।"

যদি এ সম্বন্ধ কল্পিত না হয় এবং বাস্তবিকই সংস্থাপিত হইয়া থাকে তবে কিরূপে ইহা বিনষ্ট হইবে? কোন সম্পর্ক তো অবস্থা ভেদে, মতভেদে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। আপনার নিকট আমি তো কখনই পর হইতে পারি না। অপ্রিয় ঘটনাতে প্রীতির স্রোতকে মন্দ গতি করিতে পারে, কিয়ৎকালের জন্য অবরোধ করিতে পারে, কিন্তু উহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। কবে আপনি আবার সদয় হইবেন ইহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। এখন আশা কি পুনরুদ্দীপন করিব, আপনার হৃদয়ের নিকটবর্ত্তী হইতে কি সাহসী হইব? দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্য যেরূপ বিস্তৃত হইতেছে, তাঁহার নামে মহাপাপীদের যেরূপ জীবন-সঞ্চার হইতেছে, সরল ও ভক্তিপূর্ণ উপাসনার প্রবাহ যেরূপ প্রবলবেগে চলিতেছে তাহাতে এ সময়ে আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। এ সকল ব্যাপার হৃদয় ধারণ করিতে পারে না, এখন আপনি কোথায় রহিলেন? এ সময়ে দূরতা নিকট হইবে, কঠোরতা বিগলিত হইবে; সকলে মিলিয়া পরমপিতার চরণে শান্তি লাভ করিব। সাম্বৎসরিক উৎসব আগত প্রায়, কি করিতে হইবে বলুন।

প্রণত সেবক

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

---

(১২১)

১৭৮০ শকে দেশ পূজ্য শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ছিলেন। ১৭৮১ শকের পৌষমাসে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন সম্পাদক নিযুক্ত হন এবং ১৭৮৬ শকের ১ পৌষ তারিখে তিনি সমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাহার পর হইতে মহর্ষি ও কেশব বাবুর সহিত যেরূপ পত্র লেখালিখি চলিয়াছিল তাহা উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সময়ে কেশব বাবু সশিষ্যে পৃথক ভাবে নিজ মত ও বিশ্বাস প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেশব বাবুর তখনও প্রাণগত ইচ্ছা যে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজেই (আদিব্রাহ্মসমাজ) তিনি তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে কর্ম্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত রাখেন। এই উদ্দেশে ১৭৮৬ শকের ১৯ আষাঢ় তারিখে শ্রীকেশবচন্দ্র সেন, শ্রীউমানাথ গুপ্ত, শ্রীমহেন্দ্রনাথবসু, শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীনিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার স্বাক্ষরিত এক আবেদন-পত্র মহর্ষির নিকট প্রেরিত হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত করা হইয়াছিল—

১ ম। ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্য বা আধ্যেতা, কেহ সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদস্থচক কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন না।

২ য়। সাধু, সচ্চরিত্র ও জ্ঞানাপন্ন ব্রাহ্মেরাই কেবল বেদীর আসনের অধিকারী হইবেন।

৩য়। ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার, প্রশস্ত ও নিরপেক্ষ ভাব প্রকাশ পাইবে। কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রাত অবজ্ঞা বা ঘৃণাস্থচক বাক্য উহাতে ব্যবহৃত হইবে না, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা উহার উদ্দেশ্য থাকিবে।

যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি স্বীকৃত না হন তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর এক দিন ব্রাহ্মসমাজ গৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন, ইহা হইলে উভয় দিক্ রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে। যদ্যপি ইহাতেও আপনি অস্বীকৃত হন তাহা হইলে আমাদিগকে পৃথক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন বিষয়ে সৎপরামর্শ দিবেন।

মহর্ষিদেব ইঁহাদের এই আবেদনের যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন তাহা এই—সাদর নিবেদন।

১। তোমাদের ১৯ আষাঢ়ের পত্র পাইয়া তোমারদের অভিপ্রায় ও সেই অভিপ্রায় অনুযায়ী প্রার্থনা অবগত হইলাম। তোমরা যে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইয়া নূতন প্রণালী সংস্থাপনে উদ্যত হইয়াছ, ইহা ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিরই লক্ষণ; আমিও বিলক্ষণ অবগত আছি যে কেবল ব্রাহ্মসমাজে নয়, কোন প্রকার জনসমাজেই চিরকাল এক-বিধ প্রণালী প্রচলিত রাখিবার নিমিত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া সামাজিক নিয়মের নিতান্ত বিরুদ্ধ, কালসহকারে পুরাতন সামাজিক প্রণালীও পরিবর্ত্তিত করিতে হয়, তাহা না করিলে উন্নতির পক্ষে অনেক ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে কদাপি এ বিষয়ের অন্যথা হয় নাই। যখন যখন যে বিষয়ের যে প্রকার পরিবর্ত্ত আবশ্যক হইয়াছিল, সাধ্যানুসারে তাহা সম্পন্ন করা গিয়াছে এবং সেইরূপ নিয়ম চলিতেছে।

২। অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা এবং সামাজিক ও গৃহসম্বন্ধীয় সকলপ্রকার পাপ ও অনিষ্টের সম্পূর্ণ বিরোধী বলিয়া যে প্রগাঢ় বিশ্বাস করিয়াছেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এ

প্রকার বিশ্বাস না থাকিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের ফল লাভ হয় না। এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া সুশিক্ষিত নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই যে ব্রাহ্মসমাজের শাসন-প্রণালী অপ্রশস্ত এবং সাম্প্রদায়িক লক্ষণাক্রান্ত ও উন্নতির প্রতিরোধক জানিয়া তাহার সহিত যোগ রাখিতে অক্ষম ও তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী অবলম্বনে উন্মুখ হইয়াছেন, এবং তন্নিমিত্তে তোমরা একত্র হইয়া যে তিনটি প্রস্তাব করিয়াছ, তাহা আহ্লাদের সহিত বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

৩। তোমাদের প্রথম প্রস্তাব এই যে, "ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য বা উপাচার্য্য বা আধ্যেতা কোন সাম্প্রদায়িক বা জাতিভেদসূচক চিহ্ন ধারণ করিবেন না।" জাতি-বিভাজক ও গোত্র-প্রকাশক যে সকল উপাধি সাম্প্রদায়িক ও জাতিভেদসূচক দীপ্যমান চিহ্ন-স্বরূপ রহিয়াছে, বোধ হয় তাহা রহিত করা তোমাদের উদ্দেশ্য নয়। জাতিভেদ-সূচক একমাত্র উপবীতই তোমাদের প্রস্তাবের লক্ষ্য। আমি এক্ষণে এ প্রস্তাবে নানা কারণে সম্মত হইতে পারি না। যে সকল কারণে ইহাতে অসম্মতি প্রদর্শন করিতেছি, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

৪। অনুষ্ঠান-প্রণালী প্রচার ও প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মোপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সময় অবধি যাঁহারা উৎসাহ পূর্ব্বক শ্রদ্ধার সহিত ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন, এক্ষণকার কৃতানুষ্ঠান ব্রাহ্মদিগের ন্যায় তাঁহারাও দুর্বিসহ তাড়না সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং অনেককে তাহা সহ্য করিতেও হইয়াছিল। বর্ত্তমান-অনুষ্ঠান প্রণালী এবং তোমাদের ন্যায় উন্নত ব্রাহ্মদিগকে লাভ করা তাঁহাদিগেরই উৎসাহ ও আন্দোলন ও ধৈর্য্যের ফল। তোমরাও প্রথমে কেবল ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্তে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলে, এবং অদ্যাপি হয়ত তোমাদের মধ্যে এমত লোকও আছেন যে ব্রহ্মো-

পাসনা ব্যতীত আর কিছুতেই যোগ দিতে পারেন না। পুরাতন ও নব্যদিগের মধ্যে অনেকে অদ্যাপি অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা ও তোমারা কেহই আমার অনাদরের বস্তু নহ। তোমরা উভয় পক্ষই সদ্ভাবে ও সাধুভাবে মিলিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সাধন কর, তাঁহাদের বল তোমাদের নূতন বলে মিলিত হইয়া তাহাকে আরো পোষণ করুক এবং তোমাদের দৃষ্টান্তে তাঁহারদের উৎসাহ বর্দ্ধিত হউক, এই আমার অভিলাষ। তোমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে তোমরাও অপেক্ষাকৃত হীনবল হইয়া পড়িবে এবং তাঁহারাও তোমাদের সাহায্য অভাবে আরো মৃদুগতি হইবেন। এই উভয় ঘটনাই আমার ক্লেশকর ও ব্রাহ্মসমাজের অহিতকর। যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে এইরূপ ঘটনার সম্ভাবনা, তাহা পরিহার করা আমার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। তোমাদের প্রথম প্রস্তাবের অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইলে এই অনিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইবার আর কোন কারণই অবশিষ্ট থাকিবে না। আবার তোমাদের অভিপ্রায় সম্পন্ন না হইলে তোমরাও পৃথক হইয়া সেইরূপ ঘটনা সংঘটিত করিতে পার, এই ভাবিয়া তোমারদের ইচ্ছার অনুরোধে যদি তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষা করি, তাহা হইলে নিতান্ত পক্ষপাত করা হয়। যাঁহারা যে ভাবের সহিত এতকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের সেই ভাব সত্ত্বে কি প্রকারে তাঁহার দিগকে পূর্ব্বাধিকার হইতে বঞ্চিত করি। তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে যে সকল অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তোমরা যদি ঔদার্য্য গুণে তাহা সহ্য করিতে পার, তাহা হইলে প্রথম প্রস্তাব দ্বারা যে সকল উন্নতির কল্পনা করিতেছ, তাহা অপেক্ষাও অধিকতর উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তোমরা যে প্রকার অগ্রসর হইতেছ, এরূপ করিলে তাহার

আনুকুল্য ব্যতীত ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই, তোমরা যে সাধু লক্ষ্য সিদ্ধ করিবার জন্য ধাবমান হইতেছে, ইহাঁদেরও তাহাই লক্ষ্য। কেবল উপায় অবলম্বন বিষয়ে তোমাদের পরস্পর মত-ভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

৫। দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করা বাহুল্য। জ্ঞানানুসারে সম্ভব মত উক্ত দুই প্রস্তাবের অনুযায়ী কার্য্য চিরকালই হইয়া আসিতেছে এবং চিরকালই তদনুসারে চলিতে হইবে।

৬। তোমরা লিখিয়াছ যে, "যদ্যপি উপাসনা সম্বন্ধে উল্লিখিত নূতন প্রণালী অবলম্বনে আপনি অস্বীকৃত হন, তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মদিগকে ঐ প্রণালী অনুসারে অপর দিনে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে উপাসনা করিতে অনুমতি দিয়া বাধিত করিবেন।" ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে তোমরা যে কএকটি ব্রাহ্ম ব্রহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে অসন্তুষ্ট হইয়াছ, সেই অতি অল্প-সংখ্যক কএকটিকেই সধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতেছ, বাস্তবিক তোমারদের সহিত মিলিত হন নাই, এমন এত ব্রাহ্ম রহিয়াছেন যে তাঁহারদের সংখ্যা তোমারদের অপেক্ষা অনেক অধিক। তোমারদের ও তাঁহারদের সকলেই সাধারণ ব্রাহ্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। যদি সকলকে সাধারণ মনে করিয়া তাঁহারদের জন্যে অপর দিনে উপাসনা করিবার প্রস্তাব করিয়া থাক, তাহা হইলে এ প্রস্তাব নিতান্ত অনাবশ্যক হইয়াছে। কেন না, উপাসনার জন্যে যে যে দিন নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা সাধারণ ব্রাহ্মগণেরই জন্যে। কেবল ব্রাহ্মসাধারণের জন্যেও নয়, সর্ব্বসাধারণের জন্যে। সেই সেই দিনে ব্রাহ্মদিগের—সাধারণ ব্রাহ্মদিগের দ্বারা উপাসনা-মণ্ডপ অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। তাহাতে তাঁহারা মনের আনন্দই ব্যক্ত করেন।

৭। তোমরা যদি আপনারদের জন্যে আর অকটি দিন প্রার্থনা করিয়া থাক, তাহাতেও সম্মত হইতে পারি না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি।

তোমরা লিখিয়াছ যে, ইহা হইলে উভয় দিক রক্ষা হইবে এবং ব্রাহ্ম-দিগের মধ্যে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তৎপরিবর্ত্তে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা হইবে।” আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ইহা হইলে আরো অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তাহা হওয়া সুসঙ্গত বোধ হয় না। ইতিপূর্ব্বে এইরূপ নিয়ম করিয়া ছিলাম যে মাসের প্রথম বুধবার তোমারদের অভিলষিত ব্যক্তিরা বেদীতে আসন-গ্রহণ করিয়া উপাসনা সম্পন্ন করিবেন, ইহা হইলে অতিরিক্ত দিনের আবশ্যক তোমারদের মনে হইত না, অথচ নির্ব্বিঘ্নে একটি পরিবর্ত্তনের ও উন্নতির সোপান নির্দ্ধার্য্য হইত। এই-রূপ নিয়মে একবার উপাসনা-কার্য্যও চলিয়াছিল এবং কয়েকবার তোমারদের জন্যে প্রতীক্ষা করাও হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে তাহাতেও তোমারদের অভিরুচি না হওয়াতে আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া-ছিলাম। এইক্ষণে পূর্ব্ববৎ একত্র মিলিয়া উপাসনা ব্যতীত ঐক্যের আর কোন সম্ভাবনা নাই।

৮। তোমাদের শেষ কথা এই যে, আমি কিছুতেই সম্মত না হইলে তোমরা পৃথক্ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিবে এবং তন্নিমিত্ত আমার নিকট সৎপরামর্শ প্রার্থনা করিয়াছ। একমেবাদ্বিতীয়ং পর-ব্রহ্মের উপাসনা বিস্তারের জন্য ব্রাহ্মসমাজ স্থানে স্থানে যত সংস্থা-পিত হয়, ততই মঙ্গল। ব্রাহ্মধর্ম্মেরপ্রথম প্রবর্ত্তক মহাত্মা রামমোহন রায়ের উপদেশ অবলম্বন করিয়া ইহাতে আমি এই পরামর্শ দিতেছি যে, যাহাতে পরমেশ্বরের প্রতি মন ও বুদ্ধি, হৃদয় ওআত্মা উন্নত হয়, যাহাতে ধর্ম্ম, প্রীতি, পবিত্রতা ও সাধুভাবের সঞ্চার হয়, সেই সমাজের উপাসনা সময়ে এই প্রকারে বক্তৃতা, ব্যাখ্যান, স্তোত্র ও গান ব্যবহৃত করিবে।

৯। উপরিউক্ত সকল হেতুতে বাধ্য হইয়া তোমারদের ইচ্ছার অনুকূল অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না, ইহাতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবে না। স্বস্তি হউক, শান্তি হউক, মঙ্গল হউক, তোমার-দের নিকট ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রকাশিত থাকুন।

কলিকাতা ২৩ আষাঢ় ১৭৮৭ শক

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

---

(১২২)

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-মন্দির নব্যসমাজের নব্য ভাবে উপাসনার জন্য প্রায় নির্ম্মিত হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কেশব বাবু মহর্ষিকে লিখিলেন—"ব্রহ্ম-মন্দির নির্ম্মাণের কার্য্য প্রায় শেষ হইল, তথায় শীঘ্র উপাসনা আরম্ভ করিবার কথা হইতেছে। আমার বিনীত অনুরোধ ও প্রার্থনা এই যে আপনি প্রথম দিবস আচার্য্যের কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহাতে যে কেবল আমাদের মঙ্গল হইবে তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল, দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এই ব্রহ্ম-মন্দির যাহাতে আদি সমাজের বিরোধী বলিয়া পরিগণিত না হয় তাহার উপায় করুন। উহাকে পর না ভাবিয়া আপনার বলিয়া গ্রহণ করুন। এবং স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে উদার মনে উহার জন্মোৎব-কার্য্য সুসম্পন্ন করুন। আমরা সকলে আপনার নিকট চিরবাধিত হইব। আমি নিজে বিশেষরূপে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ হইব। কৃপা করিয়া সম্মতি প্রদান করিলে দিন স্থির করিয়া লিখিয়া পাঠাইব।"

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

(১২৩)

শান্তিনিকেতন

২১ শ্রাবণ, ১৭৯১ শক, বুধবার।

প্রাণাধিকেষু—

ব্রহ্মমন্দিরে শীঘ্র উপাসনা আরম্ভ হইবে এবং সেই উপাসনার প্রথম দিনে আমাকে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছ। তোমার এই আহ্বান পাঠ করিবামাত্র আমার মন উৎসাহে দ্রুতগামী হইল—কিন্তু তাহার পরেই একটি সংশয় উপস্থিত হইয়া তাহাকে অতিমাত্র ক্ষুব্ধ করিল। সে সংশয় এই যে ব্রহ্মমন্দিরে প্রিয়তম ব্রহ্মের সহিত খ্রীষ্ট ও চৈতন্য প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর ভ্রান্ত অবতারদিগেরও আরাধনা হইতে পারে। এই সংশয়ের প্রবল হেতু মুঙ্গেরের ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্টের উপাসনা। ইহাতে আমার মন আরো ব্যাকুল হইয়াছে যে এমন অব্রাহ্মিক ব্যাপারে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে অনুমোদন ও পোষণ করিতেছেন। এ অবস্থাতে তোমার নিকটে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে তুমি কৃপা করিয়া আমাকে এই সংশয় হইতে উত্তীর্ণ কর। আমার হৃদয় হইতে এই সংশয় অপসারিত হইলেই তোমার মনোবাঞ্ছার সহিত আমার চির বাসনা পূর্ণ করিয়া চরিতার্থ হই। তোমার নবকুমারের অতি সুন্দর নাম হইয়াছে। নির্ম্মলচন্দ্রের নির্ম্মল হৃদয় ঈশ্বরের প্রিয় আবাস-স্থান হউক—এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ। তোমার আত্মাতে সাধু-ভাবের জয় হউক—তোমার স্বস্তি হউক, শান্তি হউক। ইতি

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

(১২৪)

কলিকাতা, কলুটোলা
২৭ শ্রাবণ ১৭৯১ শক।

শ্রীচরণে নিবেদন—

যে সংশয়ের জন্য আপনি আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন তাহার মীমাংসা সহজেই হইতে পারে। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার কথায় বিশ্বাস করেন আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি যে, ব্রহ্মমন্দির কেবল পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মনুষ্যের বা জড় পদার্থের আরাধনার জন্য নহে, এবং যাহাতে এই লক্ষ্য সাধিত হয় এবং ইহার অন্যথা না হয়, তজ্জন্য আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। আমার পক্ষে এ কথা বলা বাহুল্য এবং লজ্জার বিষয়। শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস বাবু আমার যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে আমার নিজের মত সম্বন্ধে সকল সন্দেহ বিদূরিত হইতে পারে। যে কয়েকটি সংবাদ শুনিয়া আপনার মনে উল্লিখিত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাহা অমূলক। আমি অনুসন্ধান করিয়া যতদুর জানিতে পারিয়াছি, মুঙ্গের ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্ট সম্বন্ধে গান হয় নাই এবং তাঁহার উপাসনাও হয় নাই। ব্যক্তিবিশেষের গৃহে ঐ তুইটি সঙ্গীত হইয়াছিল। এ ব্যাপারে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে অনুমোদন ও পোষণ করিতেছেন" এ সংবাদটীও অলীক। আমি স্বয়ং মুঙ্গেরে গিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি, এবং "মিরর" পত্রেও উক্ত সঙ্গীত সম্বন্ধে পূর্ব্বাবধি অমত প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহা হউক অপরের বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; অন্যের মত যাহা হউক, আমি নিজে সকল প্রকার পৌত্তলিকতার বিরোধী

সুতরাং যাহাতে প্রিয় ব্রহ্মমন্দিরে কেবল পবিত্র প্রেমময় পিতার পূজা হয়, এবং কোন প্রকার পৌত্তলিকতা তথায় প্রবেশ করিতে না পারে এজন্য আমি তাঁহার নিকট দায়ী। আর অধিক কি লিখিব?

বোধ করি এই পত্র পাঠে আপনার সংশয় দূর হইবে। আর বৃথা আশঙ্কা করিবেন না; যদি কখন কোন অনিষ্ট ঘটে দয়াময় ঈশ্বর কি রক্ষা করিবেন না? তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আমাদিগের সঙ্গে কৃপা করিয়া যোগ দিন। ৭ ভাদ্র রবিবার দিন স্থির হইয়াছে। আমরা আশা করিয়া রহিলাম, সে দিন আসিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিবেন।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

---

(১২৫)

প্রাণাধিকেষু—

তোমার ২৭ শ্রাবণের কৃপাপত্র প্রাপ্ত হইলাম। মুঙ্গের ব্রাহ্ম-বিশেষের গৃহে যে দুইটি ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ সঙ্গীত হইয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অনুমোদন ও পোষণ করিতেছেন এই যে আমার প্রতীতি ইহার উত্তরে তুমি লিখিয়াছ যে "এ সংবাদটীও অলীক।" কিন্তু তুমি যদি গত ২২ জুলাই দিবসের ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়ার ব্রাহ্মসম্বন্ধীয় একটি প্রেরিত পত্র অনুধাবন করিয়া দেখ তবে এ সংবাদটিকে তোমার আর অলীক বলিয়া বোধ হইবে না। যথার্থ আধ্যাত্মিক ও মুমুক্ষু ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্টকে পাপীর গতি বলিয়া উপাসনা করে তাহা ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়ার সম্পাদকের নিকটে সপ্রমাণ

করিবার নিমিত্তে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র-মজুমদার ঐ দুইটি অব্রাহ্মিক সঙ্গীত যত্ন পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়া পাঠাইয়াছেন। যদিও তুমি নিজে সকল প্রকার পৌত্তলিকতার বিরোধী, তথাপি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্ট অবতারের উপাসনা ব্রাহ্মদিগের বিধেয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ইহাতে আমি নত ভাবে তোমাকে এই পরামর্শ দিতেছি যে, এই অশেষ গোলযোগের মধ্যে তুমি কেবল তোমার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিবে না, কেবল অপৌত্তলিক ভাবে পরব্রহ্মের উপাসনার জন্য ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে না। কিন্তু এই গুরুতর সঙ্কল্প স্থিরীকৃত করিবার নিমিত্তে একটি ট্রষ্টডীড্ রেজেষ্টারী করিয়া দিবে। সেই ট্রষ্টডীডে সকল প্রকার অবতারের নামে স্তুতি বন্দনা গাথা প্রার্থনা প্রভৃতির উল্লেখ নিষিদ্ধ থাকিবে। তাহা হইলে আমি নিঃসংশয় হই আর আমার কোন ভাবনা থাকে না এবং তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া চরিতার্থতা লাভ করি। তোমার সদ্ভাবের জয় হউক।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত যে খ্রীষ্ট-স্তুতির ভয়ে মহর্ষি ভারতবর্ষায় ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করিতে আপত্য করিতেছেন এবং সেই কাগচের যে অংশ কাটিয়া যত্ন পূর্ব্বক নিজের কাছে এতদিন রাখিয়া দিয়াছিলেন তাহা এই—

THF BRAHMISTS.

Dear Sir—In your editorial remark on my letter publishd in your issue of the 1st. July you

say that the Brahmos use the expression "Ressort of sinners not to Christ but to other men both living and dead.". Whether those against whom you lay this charge realy deserve it will apear from the following translation of two hymns sung at Monghyr, on christmas-day and Good Eriday respectively The Brahmos those among them, I mean who are truly spiritual, and anxiouly labour to attain their salvation, regard Chtist as the "Prince of prophets the greatest of Great men "Devinely Commissioned" by God to bring salvation unto mankind by the lessons of his life and death. Him they place at the head of those men who, as the "Ressort of Sinners," come to save the erring and unrighteous. This doctrine may not agree with your Convictions, but you owe me and my friends a fair representationof it, which your words on the occasion referred to, do not afford and now to the hymns.

I

CHRISTMAS DAY 1868.

A poor man is near his end,O (Jesu.)

Without thy mercy I see no way.

This life which people with (even much) devotion attain, I waste in sin ;

O thou moon of righteousness, bring and give me forgiveness seeing (that I am) helpless.

O thou art the immaculate incarnation of holiness, behold the wretched condition of this blackened sinner.

In the torment of threefold misery my being is consumed.

Thy feet are like the hundred-Petalled lily, place them on the heart of this vile man ;

With thy touch O lord the leprosy of sin shall leave me.

O (Jesu) thy compassion is excited in the sinner's sorrow I speak to thee therefore the sorrows of my heart :

For the sake of thy love thou didst give thy life, and saved the world :

The wounds of a hundred weapons were upon the person, without any offence thy blood was shed:

At thy Fathers nod myriads of angels run (as heralds) before thee.

II

O thou moon of righteousness ! with clasped hands I call thee,

Wilt thou vouchsafe unto me thy manifestation ?

Lord ! In sin my body consumes, I hold the lillies of thy feet.

My fortune is not good, and so I fear, lest the vices and sorrows of this awful sinnerl should cause pain to those feet.

"Jesu is the sinner's friend," So say all men, therefore I call thee O Lord.

I am a very great sinner, where shall I go but to thee ?

Bring, O bring unto me the water of forgiveness that I may bathe, and be soothed.

Loosen the bonds of my unrighteousness and take me to the Father's House.

Yours Obediently

protap Chunder Mozoomoer'

Brahmo SomaJ of India. July 12th, Calcutta.

---

(১২৬)

কলিকাতা, কলুটোলা

১ ভাদ্র ১৭৯১ শক।

শ্রীচরণে নিবেদন—

২২ জুলাই দিবসীয় ফ্রেণ্ড্ অফ ইণ্ডিয়ার প্রেরিত পত্র পাঠে আপনার যে ঐরূপ সংস্কার হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে। উহা পাঠ করিবামাত্র আমার মনে আশঙ্কা হইয়াছিল যে, সাধারণের ঐ প্রকার সংস্কার জন্মিতে পারে, এবং তজ্জন্য আমি প্রতাপকে উহার প্রতিবাদ করিতে বলিয়াছিলাম। তিনি যে মুঙ্গেরের সঙ্গীতে অনুমোদন করেন না মিররে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ করি আপনি তাহা পাঠ করিয়াছেন। যাহা হউক উল্লিখিত প্রেরিত পত্র লেখা ভাল হয় নাই। যে ট্রষ্টডীডের কথা প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি

নাই। একখানি লেখা রেজেষ্টারী করা যে আবশ্যক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং ইহা যে আমার অভিপ্রেত তাহা বিগত ১১ মাঘে আমি প্রকাশ করিয়াছিলাম। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে উহা কিরূপে প্রস্তুত হইবে? যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ত্বরায় কলিকাতায় আগমন করেন তাহা হইলে এ বিষয় পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে পারি। আমি এই মনে করিয়াছি যে, প্রথম দিবস যে নিয়মে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হইবে তাহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠ করা হয়, পরে উহা রেজেষ্টারী করিবার পূর্ব্বেসাধারণের এক বার মত লওয়া আবশ্যক। আপনি এখানে উপস্থিত হইলে আর আর সকল বিষয় ধার্য্য হইবে, তজ্জন্য ভাবিত হইবেন না। আপনার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া রহিলাম।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

---

(১২৭)

হিমালয় দারজিলিং,
৭ জুলাই ১৮৮২।

ভক্তিভাজন মহর্ষি,—

হিমালয় হইতে হিমালয়ে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম পাঠাইতেছি, গ্রহণে কৃতার্থ করিবেন। আমি আপনার সেই পুরাতন ব্রহ্মানন্দ, সন্তান ও দাস। আপনি আমাকে অতি উচ্চ নাম দিয়াছিলেন। বহুমূল্য রত্ন "ব্রহ্মানন্দ" নাম। যদি ব্রহ্মেতে আনন্দ হয় তদপেক্ষা অধিক ধন মনুষ্যের ভাগ্যে আর কি হইতে পারে? ঐ নাম দিয়া আমাকে আপনি মহাধনে ধনী করিয়াছেন, বিপুল সম্পত্তিশালী করিয়াছেন।

আপনার আশীর্ব্বাদে ব্রহ্মের সহবাসে অনেক সুখ এ জীবনে সম্ভোগ করিলাম। আরো আশীর্ব্বাদ করুন যেন আরো অধিক শান্তি ও আনন্দ তাঁহাতে লাভ করিতে পারি। ব্রহ্ম কি আনন্দময়; হরি কি সুধাময় পদার্থ! সে মুখ দেখিলে আর কি দুঃখ থাকে? প্রাণ যে আনন্দে প্লাবিত হয় এবং পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করে। ভারতবাসী সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন সকলেই ব্রহ্মানন্দ উপ করিতে পারেন। আপনার মন তো ক্রমশঃ স্বর্গের দিকে উঠিতেছে, ভক্তমণ্ডলীকে সঙ্গে রাখিবেন, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিবেন, যেন সকলে আপনার সঙ্গে উঠিতে পারেন। এখান হইতে কল্যই প্রত্যাগমন করিবার ইচ্ছা।"

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

---

(১২৮)

আমার হৃদয়ের ব্রহ্মানন্দ—

৩০ আষাঢ়ের প্রাতঃকালে এক পত্র আমার হস্তে পড়িল, তাহার শিরনামাতে চিরপরিচিত অক্ষর দেখিয়া তোমার পত্র অনুভব করিলাম, এবং তাড়াতাড়ি সেই বিমল পত্র খুলিয়া দেখি যে সত্য সত্য তোমারই পত্র। তাহা পড়িতে পড়িতে তোমার সৌম্যমূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তোমার শরীর দূরে, কি করি, তাহাকেই মনের সহিত প্রেমালিঙ্গন দিলাম এবং আনন্দে প্লাবিত হইলাম।

আমার কথার সায় যেমন তোমার নিকট হইতে পাইয়া আসিতেছি এমন আর কাহারও কাছে পাই না। হাফেজ্ আফ্‌শোষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

"কাহাকেও এমন পাই না যে আমার কথায় সায় দেয়," তোমাকে সে পাগলা যদি পাইত, তবে তাহার প্রতি কথায় সায় পেয়ে সে মস্ত হয়ে উঠ্‌ত আর খুসি হয়ে বল্‌তে থাকিত—

"কিমস্তি জানি না যে, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল।" তোমাকে আমি কবে ব্রহ্মানন্দ নাম দিয়াছি এখনো তোমার নিকট হইতে তাহার সায় পাইতেছি। তোমার নিকটে কোন কথা বৃথা যায় না। কি শুভক্ষণেই তোমার সহিত আমার যোগ বন্ধন হইয়াছিল; নানাপ্রকার বিপর্য্যয় ঘটনাও তাহা ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভক্ত-মণ্ডলীকে বন্ধন করিবার ভার ঈশ্বর তোমাকেই দিয়াছেন—সে ভার তুমি আনন্দের সহিত বহন করিতেছ, এই কাজেই তুমি উন্মত্ত, এ ছাড়া তোমার জীবন আর কিছুতেই স্বাদ পায় না। ঈশ্বর তোমার কিছুরই অভাব রাখেন নাই, তুমি ফকিরের বেশে বড় বড় ধনীর কার্য্য করিতেছ। আমি এই হিমালয় হইতে অমৃতালয়ে যাইয়া তোমাদের সাক্ষাতের জন্য প্রত্যাশা করিব। "তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা;" সেখানে পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা। সেখানে প্রেম সমান—উচু নীচুর কোন খিরকিচ্ নাই। ইতি ২শ্রাবণ ৫৩ব্রাঃ সং।

তোমার অনুরাগী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।
মসূরী পর্ব্বত।

(১২৯)

তারাভিউ

শিমলা ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ খৃঃ অব্দ।

পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাম—

গত বর্ষে প্রণাম করিয়াছি, এবর্ষেও হিমালয় হইতে প্রণাম করিতেছি, গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন। শুনিলাম আপনার শরীর অসুস্থ। ইচ্ছা হয় নিকটে থাকিয়া এ সময়ে আপনার চরণ-সেবা করি। বহুদিন হইতে এই ইচ্ছা, ইহা কি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই? হৃদয়ের যোগ আত্মার যোগ তো আছেই, তথাপি মন চায় যে শারীরিক সেবা করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ করে। যদি প্রেম-ময়ের অভিপ্রায় হয় যে, মনের ভাব মনেই থাকিবে তাহাই হউক। ভারতে সুমধুর মনোহর ব্রহ্মলীলা দর্শনে প্রাণ মোহিত হইতেছে। যত দিন যাইতেছে তত ব্রহ্ম সূর্য্যের কিরণ ও ব্রহ্ম চন্দ্রের জ্যোৎস্না অন্তরে বাহিরে দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! মনে হয় পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর কখন হয় নাই, আমাদের কি সৌভাগ্য, এই সকল আনন্দলীলা আমরা পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি যাহা দেবতাদের লোভের বস্তু। নিরাকারের এমন খেলা, যিনি ভূমা মহান্ তাঁহার এমন সুন্দর প্রকাশ কে বা জানিত, কে বা ভাবিত? এখন তাঁহারই প্রসাদে এ সমুদায় দুঃখী কৃপা-পাত্র ভারত-বাসীদিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল! অনাদ্যনন্ত করতল ন্যস্ত! হইল কি? ছিল কি? হিমালয় আবার জাগিয়া উঠিতেছেন, গঙ্গা ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছেন। ভারত নূতন বস্ত্র পরিয়াছেন, চারিদিকে নূতন শোভা! কোথাও গম্ভীর নিনাদে, কোথাও

মধুরস্বরে ব্রহ্ম নাম ঘোষিত হইতেছে। এ সময়ে আনন্দধ্বনি না করিয়া থাকা যায় না। এ সকল যোগেশ্বরের খেলা, যোগেতেই আনন্দ, যোগেতেই মুক্তি, এখন প্রাণ, যোগ ভিন্ন আর কিছুই চায় না। আসুন, গভীর যোগে সেই পুরাতন প্রাণসখার প্রেমরস পান করি ও প্রেমময় নাম গান করি।

আশীর্ব্বাদ প্রার্থী

সেবক শ্রীকেশব চন্দ্র সেন।

---

(১৩০)

হিমালয় পর্ব্বত

১৪ আশ্বিন ব্রাঃ সং ৫৪।

প্রাণাধিক ব্রহ্মানন্দ—

আর আমি অধিক লিখিতে পারি না, আর কিছু দিন পরে কিছুই লিখিতে পারিব না। এ লোক হইতে আমার প্রয়াণের সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে। এই শুভ সময়ে প্রেমসহকারে একটি শ্লোক উপহার দিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর। "কবিং পুরাণমনুশাসিতারং অণোরণীয়াং সমনুস্মরেদ্যঃ। সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যাযুক্তযোগবলেনচৈব। ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্যসম্যক্ সতং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥"

নিম্নে বসুন্ধরা ঊর্দ্ধে দেবলোক
সর্ব্বত্র ঘোষিত মহিমা তাঁর।
আনন্দময়ের মঙ্গল স্বরূপ
সকল ভুবন করে প্রচার।"

তাঁহার প্রসাদে তুমি দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছ। তোমার দেখা আশ্চর্য্য! তোমার কথা আশ্চর্য্য! তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া মধুর ব্রহ্ম নাম সকলের নিকট প্রচার করিতে থাক। রসনা যাও তাঁর নাম প্রচারে—তাঁর আনন্দজনন সুন্দর আনন দেখ রে নয়ন সদা দেখ রে।

তোমার নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পুনশ্চ—এই পত্রের প্রত্যুত্তরে তোমার শারীরিক কুশল সংবাদ লিখিলে আমি অত্যন্ত আপ্যায়িত হইব।

---

(১৩১)

কানপুর
১১ই অক্টোবর ১৮৮৩।

পিতৃচরণ কমলে প্রণাম ও নিবেদন—

শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ পথে দুই তিন স্থানে থাকিতে হইয়াছিল, এজন্য এখানে আসিতে বিলম্ব হইল। আজ বৃহস্পতিবার, গত সোমবারে রাত্রি ২টার সময়ে এখানে পঁহুছিয়াছি। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে আপনার আশীর্ব্বাদ পত্র পাঠে কৃতার্থ হইলাম। শরীর সম্বন্ধে আপনাকে আর কি লিখিব? আপনাকে উদ্বিগ্ন করিতে ইচ্ছা হয় না। আমার আর সে শরীর নাই, সে বলও নাই। দেহ নিতান্ত রুগ্ন ও ভগ্ন এবং কঠিন রোগে ক্রমে দুর্ব্বল ও

অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি। আজ কাল হাকিমের মতে চলিতেছি। এ সকলই তাঁহার ভৌতিক খেলা, তাঁহার দিকে প্রাণকে টানিবার গূঢ় প্রেম কৌশল। কিছু বুঝিতে পারি না, কেবল মঙ্গলময়ের সুন্দর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকি। যোগানন্দের উদ্যান অতি মনোহর, সেখানে আপনার সুন্দর হাফেজ পক্ষী থাকেন। জীবনে অনেক কষ্ট ও পরীক্ষা, চির দিন এইরূপ আপনি তো জানেন। কিন্তু এই রোগ শোকের মধ্যে আপনার সেই সত্য শিব সুন্দর। কাল ঘন অন্ধকারের মধ্যে যেন প্রেমানন্দের আলোক। এ দীনের প্রতি বিশ্বনাথের যথেষ্ট কৃপা। আর কি বলিব? স্নেহ উপহারের জন্য বার বার ধন্যবাদ করি। যদি নিতান্ত কষ্টকর না হয় সময়ে সময়ে হস্তাক্ষর পাইলে বাধিত হইব। অন্যথা হৃদয়ে রাখিবেন।

আশীর্ব্বাদ প্রার্থী
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

---

(১৩২)

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের স্বনাম খ্যাত প্রচারক এবং বিখ্যাত ধর্ম্ম প্রবক্তা ও গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় শিমলা পর্ব্বত হইতে মহর্ষিদেবকে মসূরী পর্ব্বত-বাস কালে একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি তাঁহার নিকটে পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ প্রকাশ পূর্ব্বক ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। নিম্ন-প্রকাশিত পত্র খানি তাহারই প্রত্যুত্তর পত্র—

ওঁ

মসূরী পর্ব্বত

২৯ শ্রাবণ ব্রাহ্ম সংবৎ ৫২

প্রিয় প্রতাপ !—

আমি প্রাতঃকালে উপাসনা করিয়া বসিয়া আছি—এমন সময়ে তোমার এক পত্র প্রাপ্ত হইলাম। তাহা যেন স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া আমার হৃদয়ে মধু ঢালিয়া দিল। (১) * * ঘটনা। আমার প্রতি তোমার অনুরাগ আজও * * * বিরোধের মধ্যেও তাহা নির্ব্বাসিত হয় নাই * * * আমার প্রতি যে কিছু অপরাধ করিয়াছ, সন্তপ্ত-চিত্তে তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছ, এ তো তোমার দেব-ভাব। * * * সেই পথে তোমাদের প্রথম * * * মিলন হয়। সেই তোমাদের জীবনের * * * নূতন উৎসাহে উৎসাহী, নূতন বলে বলী, নূতন তেজে তেজীয়ান্। তখন তোমাদের সহিত যে বিশুদ্ধ আনন্দ, অকৃত্তিম প্রেম অনুভব করিয়াছি, তাহা কি এ জীবনে ভুলিতে পারি? তোমার সহিত পদ্মা নদী ভ্রমণে জীবন সংশয় বিপদে একত্র পড়িয়াছি, একত্র বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়াছি—একি ভুলিবার কথা? তুমিও আমাকে ভুলিতে পার না, আমিও তোমাকে ভুলিতে পারি না। আমার প্রতি তোমার প্রেম, তোমার শ্রদ্ধা, তোমার বিনয়, হৃদয়ে মুদ্রিত রহিয়াছে। যদিও তোমার দোষ, তোমার ত্রুটির রেখা কখনো কখনো মনকে কলুষিত করিত, তাহা তোমার এই প্রশস্ত পত্র

(১) দুঃখের বিষয় এই পত্র খানি বহু অংশ কীট-দষ্ট হওয়ায় আমরা তাহা সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিতে পারিলাম না।

পাঠ মাত্র একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তোমার কৃত এই উপকারের জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। প্রথম বয়স হইতেই ব্রাহ্মসমাজ তোমার গৃহ, ব্রাহ্মসমাজ তোমার শিক্ষালয়, ব্রাহ্মসমাজ তোমার কর্ম্মের ক্ষেত্র, ব্রাহ্মসমাজই তোমার সুখ দুঃখ, আশা ভরসার এক মাত্র ভূমি। ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া তোমার যে উন্নতি হইয়াছে, আমি যত বুঝিতে পারিতেছি, এমন বোধ হয় অতি অল্প লোকেই বুঝিবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তোমার অচলা ভক্তি, তুমি নানা বিপদের মধ্যে নানা শঙ্কটে পড়িয়াও তোমার ব্রতকে, তোমার লক্ষ্যকে ধ্রুব তারার ন্যায় এক ভাবে রক্ষা করিয়াছ। তোমার অসামান্য বাক্‌পটুতা, তোমার সুনিপুণ বিশদ রচনা, তোমার যত্ন ও পরিশ্রম তোমার মান, তোমার জীবন সকলই এই ব্রাহ্মসমাজে একাধারে সমর্পণ করিয়াছ। তোমার বিদ্যা ও বিনয়, তোমার উদ্যম ও অধ্যবসায়, তোমার উদারতা ও ক্ষমা, তোমার সাহস ও নির্ভীকতা, তোমার চরিত্রের অতি মনোহর অলঙ্কার হইয়াছে। বঙ্গভূমির গৌরব তুমি সম্পাদন করিতেছ, এবং আরো সম্পাদন করিতে থাকিবে। "It suffices for me that I am still able to recognize and honor the worth in our church, in whomsoever, in whatsoever party it is found" তোমার এই মহাবাক্য অতি উজ্জ্বলরূপে তোমার উদারতার পরিচয় ও সাক্ষ্য দিতেছে। তোমার এই প্রিয়, সত্য, হিতকর বাক্যে আমার চিত্ত * * অতীব আকৃষ্ট হইল।

এই ক্ষণে ব্রহ্মানন্দের কথা কি বলিব! তাঁহার * * * লোকের জল্পনা হইয়াছে। তাঁহাকে স্তুতিই করুক * * * নমস্কার না করিয়া কেহ জল গ্রহণ করেন না। * * *

কেহবা তাঁহাকে তিরস্কার করিতেছে—তিনি * * অটল থাকিয়াও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতিতে * * * তিনি রাজভবনে, তিনি দরিদ্রের কুটীরে সূর্য্য রশ্মির * * * যতক্ষণ তিনি সেই তাঁর ধর্ম্মপ্রচার * * তাঁহার জীবন—সেই ধর্ম্মের জন্য মর * * * সূর্য্যের ন্যায় তাঁহার প্রতাপ, অথচ * * * তাঁহার মুখশ্রীকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। সে মুখশ্রী আমার হৃদয়ে অদ্যাপি জাগ্রৎ রহিয়াছে। যদি আমার এই মনে কাহারও প্রতিমা থাকে, তবে সে তাঁহারই প্রতিমা। তাঁহার আপাদ মস্তক—তাঁহার পদের উজ্জ্বল নখ অবধি মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত—এখনি যেন—এই পত্র লিখিতে লিখিতে—জীবন্তরূপে প্রতিভাত হইতেছে। যদি কাহারও নিমিত্তে আমার প্রেমাশ্রুর বিসর্জ্জন হইয়া থাকে, তবে সে তাঁহারই জন্যে। এখন আর সে প্রেমাশ্রু নাই—আমার হৃদয়ের শোণিত এত অল্প রহিয়াছে, তাহা আর চক্ষুর অশ্রুরূপে পরিণত হইতে পারে না। আমার চক্ষু শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, নতুবা এই পত্র অশ্রুতে ভিজিয়া যাইত। এইক্ষণে আমার চক্ষু আরো নিস্তেজ হইয়াছে, কর্ণ আরো বধির হইয়াছে, মনের কথা বলিতে গিয়া আর শব্দ তেমন যোগায় না। শরীরের কলে মড়িচে পড়িয়াছে, সে কল আর ভাল চলে না—তথাপি তোমার এই পত্র পাঠ করিয়া যেন আমি নব যৌবন লাভ করিলাম! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান যেন আমার নয়নের গোচর হইল। ব্রহ্মানন্দ এত উচ্চ পদবীতে উঠিয়াছেন যে আমরা তাঁহার নাগাল পাই না—তাঁহার মনের ভাব আর সুস্পষ্ট বুঝিতে পারি না, ছায়াময় প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। আমরা কেবল এক জন্ম-ভূমির অনুরাগে ঋষিদিগের বাক্যেই জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছি—তিনি অসাধারণ উদার প্রেমে উদ্দীপ্ত হইয়া এই ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদি-

দিগের সঙ্গে পালেস্তাইন ও আরববাসী ব্রহ্মবাদিদিগের সমন্বয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা অতি কষ্ট-কল্প। ইহা লইয়া যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অন্ত নাই। ইহার কোলাহল ক্রমাগতই বৃদ্ধি হইতেছে। আমার এমন যে এই নির্জ্জন পর্ব্বতবাস, এখানেও সে কোলাহল আসিয়া পঁহুছিয়াছে। কখনো কখনো ব্রহ্মানন্দের এই অভিনব মতের বিরোধী হইয়াও আমার কথা কহিতে হয়—তাহার জন্য আমার মন কিন্তু বড়ই ব্যথিত হয়। তাঁহার পক্ষ ও তাঁহার মত যদি আমি সমর্থন করিতে পারিতাম, তাহা হইলে * * যে লাভ করিতাম, তাহা বলিতে পারি না। এই ক্ষণে তুমি আমার স্নেহ, প্রেম ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর! সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে চিরকার আমি তোমাদেরই ইতি।

পুরাতন শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মা

মসূরী

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে বাদশাহ ও ফকির হইতে আমি বাহিরে আছি, আমার বন্ধুর দ্বারের ধূলা যে সেই আমার বাদশাহ।

---

(১৩৩)

এই পত্র দুখানি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী দেবীকে লিখিয়াছিলেন। বহু সদ্‌গুণের মধ্যে ইহাঁতে এই তিনটি প্রধান। ইনি উপাসনাশীলা, পিতৃভক্তিপরায়ণা, সংসার-কার্য্য-সুনিপুণা।

দেহরাদূন

৪ মাঘ ৫২ ব্রাঃ শক্।

প্রাণ প্রতিমাসু—

তোমার আত্মাতে দেব ভাবের স্ফূর্ত্তি দেখিয়াই আমাদের গৃহদেবতা পরম দেবতার নিকটে প্রতিদিন বাড়ীর সকলকে উপস্থিত করিবার ভার তোমাকে দিয়াছি। ইহা অতি গুরুতর ভার তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের বাড়ীতে এখন যে আসুরিক ভাবের প্রবলতা, ইহাতে তুমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও যে কৃতকার্য্য হইবে তাহাতে আমার বড় আশা নাই। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির অনুরোধে ঈশ্বরের উপাসনায় লোককে প্রবৃত্ত করা অসাধ্য ব্যাপার—যদি অনুরোধে সে দুইদিন আইসে, তৃতীয় দিনে তাহাকে আর দেখিতে পাইবে না। ঈশ্বরেতে যাহার শ্রদ্ধা ভক্তি নাই, প্রীতি নাই, শব্দে তাহার কি করিবে? "নমস্তে সতে"ই বা পড় "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"ই বা উচ্চারণ কর, বার বার গায়ত্রীই বা জপো, উদাত্ত অনুদাত্তের সহিত সুস্বরে স্বাধ্যায়ই বা পাঠ কর; কিছুতেই তাহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না। আগুণ না থাকিলে ভস্মরাশির উপরে ধূনা দিলে কি হইবে? তাহা যেমন ঠাণ্ডা তেমনি ঠাণ্ডাই থাকে। তোমার

নিকটে যদি এমন কোন উপায় থাকে, যাহার দ্বারা সেই উৎসাহ অগ্নি উপাসকের হৃদয়ে জ্বালাইয়া দিতে পার, তাহা হইলেই তুমি কৃতকার্য্য হইতে পার। শুষ্ক তর্ক সে অগ্নি উদ্দীপনের উপায় নহে, বরং যাহার হৃদয়ে যাহা কিছু সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকে, তাহা সেই শীতল জলে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আমি যে অগ্নির কথা বলিতেছি, সে অগ্নি কি তাহা তুমি বুঝিয়াছ? সে অগ্নি জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস—তাঁহার উপাসনাতেই মঙ্গল, এই প্রত্যয়। A man, says Mill, with a faith is worth ninety nine without one—ইহার অভাবেই তুমি বলিয়াছ যে, "বাড়ীর প্রাত্যহিক উপাসনা এ পদ্ধতিতে ঠিক চলিতেছে না—আজ কাল ইহা অনেকটা ওষ্ঠ-গত হইয়া দাঁড়াইয়াছে—হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না।" ইহা পদ্ধতির দোষ নহে, ইহা উপাসকের হৃদয়েরই দোষ। শ্রদ্ধার অভাবে তাহার হৃদয়কে কোন পদ্ধতিই স্পর্শ করিতে পারিবে না। অতএব পদ্ধতি পরিবর্ত্তন করা বৃথা। * * * যাঁহারা উপাসনাতে যোগ দিতে সহজে * * * যথাসাধ্য যত্ন করিলেই যথেষ্ট হইবে। * * আমি অনুমোদন করিতেছি। তোমার * *। যদি সপ্তাহে এক দিন—যেমন রবিবারে * * যোগ দিতে পারে—সেই দিন উপাসনার সময়ে * * * ধর্ম্মের সত্যগুলিকে প্রাত্যহিক জীবনের * * যায়, তাহা হইলে বোধ হয় অনেক ভাল ফল হইতে পারে। প্রতি রবিবারে উপাসনা হইয়া গেলে পর, ধর্ম্ম বা মনুষ্যের কার্য্য সম্বন্ধে যাহার যাহা জানিতে ইচ্ছা, জিজ্ঞাসা করিবেন—উপস্থিত প্রশ্নের মধ্যে যে গুলি সকলেরই আগ্রহ উদ্রেক করিতে পারে, সে গুলি আবার আগামী রবিবারে বুঝাইবার জন্য কাহারও

উপর ভার দেওয়া হইবে কিম্বা সকলকেই সেই বিষয় ভাবিতে বলা হইবে,, তাহার পর যিনি উত্তর করিতে পারক, তিনিই আগামী রবিবারে তাহা বুঝাইয়া দিবেন। এইরূপে মাঝে মাঝে এক একবার সকলের উপরে ভার পড়িলে সকলেরই এই বিষয়ে ভাবিতে হইবে।'' এই প্রচার প্রণালী অবলম্বন করিলে অনেক উপকার হইতে পারে, আমারও অভিমত। কিন্তু স্তোত্র পাঠ প্রভৃতি উপাসনার পদ্ধতি যেমন আছে, তাহাই ঠিক রাখিতে হইবে—তাহার পরিবর্ত্তন করাতে কোন ফল নাই; তাহাতে বরং চিত্তের স্থিরতা ও একাগ্রতার উপযোগী থাকিবে না। সপ্তাহের মধ্যে কোন কোন দিন ব্যাখ্যান হইতে, কোন কোন দিন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হইতে অল্প অল্প পড়া হইবে, যেমন আমি বাড়ীতে থাকিলে পড়িতাম। তুমি সম্প্রতি অসহায় অবস্থাতে জ্বররোগে প্রপীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলে অথচ তাহাতে একটি বাক্যস্ফুটও কর নাই। একি তোমার অসাধারণ ধৈর্য্য। অন্তর্যামী ঈশ্বরই তোমার সহায়। তিনিই তোমাকে সংসারের দাব-দাহ মধ্যে রক্ষা করুন এই আমার আশীর্ব্বাদ। আমার স্নেহার্দ্র হৃদয় তোমাকে দিলাম—আর আমি কি করিব। এই পত্রখানি দ্বিজেন্দ্রকে দেখাইবে এবং তাঁহার অভিপ্রায় আমাকে জানাইবে ইতি।

---

(১৩৪)

মস্থরী পর্ব্বত

১ লা শ্রাবণ ৫৪

স্নেহময়ি সৌদামিনি—

তুষার জটাভার সহস্র সহস্র মস্তক আকাশ-অভিমুখে উন্নত করিয়া এখানকার এই হিমালয় পর্ব্বত গম্ভীর স্বরে বলিতেছে—

We rear our mighty fronts towards Heaven;
Where foot of mortal never trod;
For we alone of natures works
Are chosen children of our God.
Ye verdent meads, ye flowing streams,
Ye in creation have your place,
Lo! He that made you dee med you good;
But only we have seen His face.

এই পর্ব্বতের উপরে আজ কাল মেঘ বাতাস, বিদ্যুৎ বজ্র মুহুর্ম্মুহু আনন্দে খেলা করিতেছে। সে খেলা দেখে কে? দিন দুই প্রহরেই দেখিতে দেখিতে কোমল সন্ধ্যার ছায়ার ন্যায় মেঘের ছায়া পর্ব্বতের উপরে পড়িল—আবার পরক্ষণেই সেই মেঘকে ভেদ করিয়া সূর্য্যের কিরণ হাসিতে হাসিতে ছড়াইয়া পড়িল। আবার কিছু পরে এমনি বাষ্প উঠিয়া সকল পর্ব্বতকে আচ্ছন্ন করিল, যেন একেবারে সকল সৃষ্টির লোপ হইল—আবার পরক্ষণেই সম্মুখে উজ্জল সবুজ বর্ণে বনরাজি দীপ্তি পাইতে লাগিল। ইহা ঈশ্বরের একটি বিচিত্র কার্য্যক্ষেত্র। তাঁহার কার্য্যের বিরাম নাই,

তাঁহার মহিমার অন্ত নাই। তাঁহার মহিমা যখন দেখিতে থাকি তখন সকলি আর ভুলিয়া যাই। * * ঈশ্বর তোমাদের সকলকে কুশলে রাখুন এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ ইতি।

---

(১৩৫)

ইনি মহর্ষির ষষ্ঠ পুত্র।

মসূরী পর্ব্বত

২ জ্যৈষ্ঠ ৫৪

প্রাণাধিক সোমেন্দ্র নাথ—

তুমি লিখিয়াছ যে, "এই সংসারে যে ব্যক্তি সুকৃতি করে তাহার সুখ হয়, আর যে ব্যক্তি দুষ্কৃতি করে তাহার দুঃখ হয়"। ইহা অতি সত্য কথা। এখানে আচরিত পাপ পুণ্যের ফলে অধোগতি ও উন্নতির ব্যবস্থা আছে। দুষ্কৃতির ফল যে দুঃখ ও অধোগতি তাহার ক্ষয় আছে, কিন্তু সুকৃতির ফল যে উন্নতি, তাহার কোথাও বাধা নাই। এক সুকৃতি আর এক সুকৃতিকে প্রসব করে এবং এই সুকৃতি জনিত আত্মপ্রসাদে বর্দ্ধিত হইতে হইতে ঈশ্বরের ক্রোড়ে অনন্তের দিকে চলিয়া যায়। ইহাই মুক্তির সোপান। প্রিয় সোমেন্দ্র! তুমি এই কল্যাণ-পথে বিচরণ করিতে থাক এই আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ।

---

(১৩৬)

বঙ্গবিশ্রুত কবি রবীন্দ্র নাথ বাঙ্গালী সাধারণের হৃদয়ে হৃদয়ে এবং জিহ্বাগ্রে জিহ্বাগ্রে বর্ত্তমান। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে ইনি কোন্ মহাপুরুষ হইতে "প্রবর্ত্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ"। কোন্ দীপের ইনি প্রজ্বলিত শিখা। এই মহাকবি, কবি ও মুনিষী মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথেরই কনিষ্ঠতম পুত্র। নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি তাঁহাকেই লিখিত হইয়াছিল।

ওঁ

প্রাণাধিক রবি—

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যাওয়া স্থির করিয়াছ এবং লিখিয়াছ যে আমি "বারিষ্টার হইব"। তোমার এই কথার উপরে এবং তোমার শুভ বুদ্ধির উপরে নির্ভর করিয়া তোমাকে ইংলণ্ডে যাইতে অনুমতি দিলাম। তুমি সৎপথে থাকিয়া কৃতকার্য্য হইয়া দেশেতে যথা সময়ে ফিরিয়া আসিবে, এই আশা অবলম্বন করিয়া থাকিলাম। সত্যেন্দ্র পাঠাবস্থাতে যত দিন ইংলণ্ডে ছিলেন, ততদিন * টাকা করিয়া প্রতিমাসে পাইতেন। তোমার জন্য মাসে * টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলাম। ইহাতে যত পাউণ্ড হয় তাহাতেই তথাকার তোমার যাবদীয় খরচ নির্ব্বাহ করিয়া লইবে। বারে প্রবেশের ফী এবং বার্ষিক চেম্বার ফী আবশ্যক মতে পাইবে। তুমি এবার ইংলণ্ডে গেলে প্রতিমাসে ন্যূন-কল্পে একখানা করিয়া আমাকে পত্র লিখিবে। তোমার থাকার জন্য ও পড়ার জন্য সেখানে যাইয়া যেমন যেমন ব্যবস্থা করিবে তাহার বিবরণ আমাকে লিখিবে। গত বারে সত্যেন্দ্র তোমার

সঙ্গে ছিলেন, এবার মনে করিবে আমি তোমার সঙ্গে আছি। আমার স্নেহ জানিবে। ইতি ৮ ভাদ্র ৫১।

---

(১৩৭)

ইনি ঢাকা নিবাসী একজন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। স্বনাম-খ্যাত এবং কিছুদিনের জন্য সেণ্টপিটার্স-বর্গের কোন গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত এবং পরে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের গুপ্তচর সন্দেহে বিতাড়িত শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর। এই নিশিকান্ত বাবুকেই সেখানকার রাজনীতি বিশারদেরা "চাণক্য-পুত্র" বলিয়া ভয় করিত।

মস্থরী পর্ব্বত
১৭ আশ্বিন ৫৩

শ্রীযুক্ত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়
ঢাকা।

সাদর নমস্কারাঃসন্তু—

শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত বাবু ৯ বৎসর কাল য়ুরোপে শিক্ষালাভ করিয়া এক্ষণে দেশে আসিলে তাঁহার দ্বারা অনেক উপকার সম্ভাবনা। তাঁহার এখানে আসিবার ব্যয়ের জন্য ১০০০৲ টাকার প্রয়োজন আমাকে জানাইয়াছ। অতএব তাঁহার জন্য ১০০০৲ এক হাজার টাকা বিল অব এক্সচেঞ্জ তোমার নিকটে পাঠাইতে আদেশ করিলাম। সেই আদেশ তোমার এই পত্রের মধ্যে পাঠাইতেছি, তুমি ইহা শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাসের নিকটে

পাঠাইয়া দিবে এবং কোন্ ব্যাঙ্কের উপর এই বিল অব এক্সচেঞ্জ হইলে তিনি সুবিধামত তাঁহার টাকা পাইতে পারেন তাহার উপদেশ বিশ্বাসকে দিবে। ইতি

---

(১৩৮)

নিম্নের পত্রদ্বয়ের মধ্যে একখানি বাড়ীর পুরোহিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও দ্বিতীয়খানি ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয়কে লিখিত হইয়াছিল। ইহা দ্বারা মহর্ষির বিধি-প্রতিপালনের প্রতি বিশেষ সতর্কতা দৃষ্ট হইবে।

প্রেমাস্পদেষু—

সাদর নমস্কার। শ্রীমান্ নীতিন্দ্র, সুধীন্দ্র, জিতেন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র, ঋতেন্দ্র, বলেন্দ্র, এবং জ্যোৎস্না নাথের উপনয়নের জন্য ৬ বৈশাখ ধার্য্য করিয়াছি। এই কার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদন করিয়া আমাকে সন্তোষ প্রদান করিবেন। বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এবং শম্ভুনাথ গড়গড়িকে সঙ্গে লইয়া দ্বিজেন্দ্র বেদীতে বসিয়া আচার্য্যের কার্য্য করিবেন। শম্ভু গড়গড়িকে যদি না পাওয়া যায়, তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে দয়ালচন্দ্র শিরোমণি অথবা জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বেদীতে বসিতে পারেন। দ্বিপেন্দ্রের উপনয়নের সময় তারক নাথ তত্ত্বরত্ন আপনার পৌরোহিত্য কার্য্যে সাহায্য করিয়াছিলেন, এবারও তাঁহাকে তাহাতে ব্রতী করিতে পারেন। তাম্রক্ষুর, মেখলা, পুষ্পমালা প্রভৃতি যাহা এই কার্য্যে আবশ্যক হইবে তাহার একটা ফর্দ্দ শ্রীযুক্ত যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় খাজাঞ্চীকে দিবেন।

উপনয়নের পর তিন দিন প্রত্যহ আপনি ব্রহ্মচারীদিগকে গায়ত্রীর উচ্চারণ ও অর্থের শিক্ষা দিবেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া গায়ত্রী জপ করিবেন। ইতি ৪ চৈত্র।

শ্রী—

দেহরাদুন

---

(১৩৯)

প্রেমাস্পদেষু—

সাদর নমস্কার। তোমার ছাত্র হিতেন্দ্র প্রভৃতির উপনয়নের দিন ৬ বৈশাখ ধার্য্য করিয়াছি। এই কার্য্য সুচারু রূপে সম্পাদন করিয়া আমাকে সন্তোষ প্রদান করিবে। দ্বিজেন্দ্র আচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিবেন—তুমি ও গড়গড়ি বেদীতে বসিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিবে। সমাবর্ত্তনের দিন বেদ পাঠের পর "সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর" প্রভৃতি যে উপদেশ দিতে হয়, তাহা তুমি দিবে এবং তাহার 'পরে দ্বিজেন্দ্র নাথ বালকদিগকে বেদীর সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, আমি দ্বিপেন্দ্রকে ও অরুণেন্দ্রকে যে উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহা পাঠ করিবেন। ১৮০০ শকের বৈশাখ মাসের তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকার ১৪ পৃষ্ঠাতে এই উপদেশ পাইবে। "তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" যে অধ্যায়ের প্রথম আছে সেই অধ্যায় সমাবর্ত্তনের দিন বালকদিগকে পাঠ করিতে হইবে। অতএব এই অধ্যায়টি সকলে মিলিয়া তাহারা সমস্বরে যাহাতে কণ্ঠস্থ পাঠ করিতে পারে, এমত শিক্ষা দিবে। উপনয়নের দিন পালা করিয়

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদের সম্মুখে ব্রাহ্মধর্ম্ম পাঠ করিতে হইবে। এই পত্র দ্বিজেন্দ্র নাথকে দেখাইবে। তুমি শারীরিক সুস্থতা, বল ও বীর্য্য লাভ করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতে থাক এই আমার প্রার্থনা। ইতি ৪ চৈত্র ৫৩

দেহরাদূন।

---

(১৪০)

পুরিধামে যিনি জটিয়া বাবা নামে বিখ্যাত ও যাঁহার তত্রস্থিত মঠ জটিয়া বাবার মঠ নামে প্রসিদ্ধ এবং যাঁহার শরীরস্থ প্রাণ-বায়ু তথাকার সমুদ্রতীরে অনন্ত অনীল-সাগরে মিশিয়া গিয়াছে, সেই জটিয়া বাবাই আমাদের বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। যখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সাধন-প্রণালী হইতে তিনি কিঞ্চিৎ ক্রমে স্খলিত পদ হইতে থাকেন তখন মহর্ষি দেব তাঁহাকে যে দুই খানি পত্র লিখিয়া-ছিলেন নিম্নে তাহাই প্রদত্ত হইল।

ওঁ

১৭ পৌষ ৫৮

প্রেমাস্পদেষু—

তোমার মূর্ত্তি যেমন সৌম্য তোমার প্রকৃতি যেমন ধীর, তোমার ঈশ্বর প্রেম তাহারই সদৃশ। তুমি এক দিন শুভক্ষণে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান শুনিতে শুনিতে তাহাতে আকৃষ্ট হইলে এবং কত কঠোর ত্যাগ স্বীকার করিয়া তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম

গ্রহণ ও প্রচার করিলে। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি আমার সমধিক আশা ছিল। কিন্তু তিনি পরম পিতার আহ্বানে অল্প বয়সেই পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তোমাদের প্রতিই আমার সকল আশা ভরসা নিহিত। তন্মধ্যে তুমি ধার্ম্মিক প্রচারকদিগের অগ্রণী হইয়া এপর্য্যন্ত ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সেবায় প্রাণ মন অর্পণ করিয়া খাটিতেছ। নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্ গুহ্যানি ভদ্রানি কৃতানি চ স্মরন্। গাং পর্য্যটন্ তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ কালং প্রতীক্ষন্ নমদোবিমৎসরঃ।" তোমাকে এই যে উপদেশ দিয়া প্রচারকের আদর্শ দেখাইয়াছিলাম, তুমি সেই আদর্শকে ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া প্রচারকের নির্দ্দিষ্ট পথে থাকিয়া বঙ্গদেশের সকল স্থানে ব্রহ্মবীজ ছড়াইয়া বেড়াইতেছ। তোমার নিষ্কাম ভক্তি ও ঈশ্বরেতে প্রীতি তোমার আত্মাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। তোমার উৎসাহ জীবন্ত। যে উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিবার উদ্দেশে তুমি আমার নিকটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলে তাহা আমার এখনো স্মরণ আছে। তোমাদের মধ্যে আমি আর অতি অল্প দিনই আছি। যখন আমি এই পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া যাইব তখন ব্রাহ্মসমাজ কেবল তোমাদেরই জীবন হইতে আলোক পাইয়া উজ্জ্বল হইবে এবং তোমাদেরই আত্মা হইতে জ্ঞানধর্ম্ম লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই আমার শেষ জীবনের আশা ও আনন্দ। এই আনন্দেই আমার শরীর সবল হয় ও ইন্দ্রিয় সতেজ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান মাসের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে তোমার উপরে কতকগুলি ব্রাহ্মধর্ম্মবিরোধী মতের আরোপ দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া আমার জরাজীর্ণ দুর্ব্বল শরীরেও তোমাকে

এই পত্র লিখিতেছি। "সাধুদিগের পদধূলি গ্রহণ ও অঙ্গে মাখা, পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্য ধর্ম্ম-সাধনের উপায়; শক্তিসঞ্চার দ্বারা পৌত্তলিক ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ব্যক্তি ও শিশুদিগকে দীক্ষা প্রদান করা; ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে আপনাপনি পৌত্তলিকতা জাতিভেদ ইত্যাদি কুসংস্কার চলিয়া যাইবে; পূর্ব্বে ঐ সকল ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মোপাসনার ক্ষতি নাই অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ধর্ম্ম সরল ভাবে বিশ্বাস করে সেই ধর্ম্মসাধন করিতে করিতে সেই ব্যক্তি কালে সত্য লাভ করিবে; সিদ্ধ যোগীর সূক্ষ্ম শরীরে আগমন ও আলাপাদি করা;" এই সকল কথা তোমার মত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসকে এই সকল অযথাবাদ ও কুসংস্কার যুক্ত করিয়া প্রচার করিতে হইলে তাহার গতিরোধ করা হয়। একমাত্র পৌত্তলিকতা পরিহারের জন্যই এদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদ্ভব এবং রামমোহন রায় হইতে এখনকার নবীন প্রচারক অবধি সকলের এত চেষ্টা ও যত্ন। এই চেষ্টা ও যত্নের পরিণাম কি এই হইবে যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পূর্ব্বে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে হইবে না? আত্মার সহিত পরমাত্মার যে যোগ তাহা স্বাভাবিক যোগ এবং ঋষিদিগের আত্মা অবধি আমা-দিগের প্রত্যেকের আত্মার স্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়। এই আত্ম-প্রত্যয়ের স্থানে কি এখন, সাধুর পদে পড়িয়া না থাকিলে, সাধুর পদধূলি অঙ্গে না মাখিলে এবং অন্য কর্ত্তৃক শক্তি সঞ্চারিত না হইলে মনুষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না, এই প্রত্যয়কে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে? এই প্রত্যয়কে যদি হৃদয়ে স্থান দিতে হয়, তবে গায়ত্রী মন্ত্রের মূল্য থাকে না, "হৃদা মনীষা মনসাভিক৯প্তঃ"

অর্থাৎ হৃদ্গত সংশয় রহিত বুদ্ধির যোগে মনন করিলে ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, এই ঋষিবাক্য মিথ্যা হয় এবং আধ্যাত্মিক যোগের শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল বিশ্বাস বিধ্বস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য ধ্রুব সত্য। তাহা প্রথম যুগে যেমন, শেষ যুগেও তেমনি। দ্যুলোকেও যেমন ভূর্লোকেও তেমন। তাহার রূপান্তর হয় না, পরিবর্ত্তন হয় না। তাহা সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত এবং সাগরের ন্যায় গভীর। তাহা মধুময় প্রাণময় এই সত্য তোমার হৃদয়ে অবিচলিত থাকুক, তোমার প্রতি আমার এই শুভ আশীর্ব্বাদ। প্রার্থনা করি যে, তোমাদের মধ্যে ধর্ম্মগত বিভিন্নতা তিরোহিত হইয়া সাম্য বিরাজ করিতে থাকুক। তোমরা সকলে এক প্রাণ এক হৃদয় হইয়া সত্য প্রচারে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরব রক্ষা কর এবং ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া অনন্ত উন্নতির পথে আনন্দে পদ নিক্ষেপ কর। ইতি ১৭ পৌষ ৫৮

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মা।

---

(১৪১)

২৬ পৌষ ৫৮ ব্রাহ্ম সংবৎ

প্রেমাস্পদেষু—

তোমার ২০ পৌষ দিবসের পত্র পাইয়া অতীব সন্তুষ্ট হইলাম। তুমি বহু অন্বেষণ ও বহু সাধন করিয়াছ। যাহা সত্য বলিয়া তোমার প্রতীতি হইয়াছে তাহা তুমি চিরদিন ব্রাহ্ম সমাজে প্রচার করিয়া আসিতেছ। তুমি অবশ্য অবগত আছ যে, সকল যোগ অপেক্ষা

অধ্যাত্ম যোগ আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়স্কর। তোমার আমার এই অনুরোধ, তুমি ব্রাহ্মদিগকে এই যোগের শিক্ষা দাও ও ব্রাহ্ম সমাজের হিতসাধন কর। যদি জ্যোতির্ব্বিদ্যা প্রভৃতি অপরা বিদ্যা শিক্ষার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হয়, তবে কি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিদ্যার জন্য আচার্য্যের আবশ্যক হইবে না? এমন কখনই হইতে পারে না; নিপুণ রূপে ব্রহ্মজ্ঞান শিখিতে হইলে বিদ্বান্ গুরুর নিতান্ত আবশ্যক। অতএব ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে এই উপদেশ আছে—"তদ্বিজ্ঞানার্থং সগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।" সুদ্ গুরুর নিকটে শিক্ষা ব্যতীত তাঁহার পদে পড়িয়া থাকা, প্রসাদ গ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যের কিছুই মাহাত্ম্য নাই। ইহা কখন ধর্ম্ম-সাধনের উপায় নহে। সদ্গুরুর নিকটে শিক্ষা লাভ করাই একমাত্র উপায়।

পৌত্তলিককে নিরাকার ব্রহ্মোপাসক করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। পৌত্তলিককে তাহার ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ কর, কিন্তু এ কথা বলিও না যে, "যাঁহার যাহা বিশ্বাস, তিনি তাহাই সরল ভাবে সাধন করুন, কালে সত্যলাভ করিবেন।" এ কথা বলিলে কালেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়, আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদেশের আবশ্যক থাকে না। এইরূপ বাক্যে নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর চৈতন্যের উদ্রেক করা দূরে থাকুক বরং তদ্বিরুদ্ধে সাকার দেবদেবীর প্রতিই তাহার সংস্কারকে দৃঢ় করিয়া দেওয়া হয়। অতএব ইহাতে সাবধান থাকিয়া তুমি ব্রাহ্মধর্ম্মের সেবায় যেরূপ মন প্রাণ দিয়া কর্ম্ম করিতেছ সেইরূপই করিয়া ব্রাহ্মসমাজের হিত সাধন করিতে থাক। ইতি

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ শর্ম্মা।

(১৪২)

নিম্নে যে দুইখানি পত্র প্রকাশিত হইল তাহা মারি ও ধর্ম্মশালা নামক পার্ব্বত্য নগর হইতে শ্রীযুক্ত শ্রীকণ্ঠ সিংহ মহাশয়কে লিখিত হইয়াছিল। শ্রীকণ্ঠ বাবু আমাদের বর্ত্তমান ল-মেম্বর শ্রীযুক্ত সত্যপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন। ইনি পারস্য ভাষাভিজ্ঞ এবং উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী ছিলেন, আর বিশেষ রূপে সুকণ্ঠ, সুগায়ক ও সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ইহাঁর প্রেম ও ভাব-বিহ্বলতা ইহাঁকে আমৃত্যু সুরসাল করিয়া রাখিয়াছিল। ইনি বহু সময় শান্তিনিকেতনে মহর্ষির সহবাসে থাকিয়া সেই নির্জ্জন শান্ত শান্তিনিকেতনকে ঝঙ্কারিত করিয়া রাখিতেন। আমি (প্রকাশক) যে দিন প্রথম শান্তিনিকেতনে মহর্ষিদেবের সহিত মিলিত হই, সেই দিন মধ্যাহ্ন কালেই মহর্ষিদেব আমাকে তাঁহার কক্ষে আহ্বান করিয়া শ্রীকণ্ঠ বাবুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাকে দেখিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি দেখিলাম, শ্রীকণ্ঠ বাবু একটি ক্ষুদ্র সেতারা হস্তে করিয়া বাজাইতে বাজাইতে এবং "অন্তর তর, অন্তর তম তিনি যে ভূলো নারে তাঁয়" এই সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সেই কক্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত নৃত্যের সহিত যাতায়াত করিতেছেন। মহর্ষি ভাব-নিমজ্জিত হইয়া বসিয়া আছেন। কোন সময়ে শ্রীকণ্ঠ বাবুর বিরহে ব্যাকুল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"আপনার বিরহে এ শান্তি নিকেতন নিস্তব্ধ রহিয়াছে। আর এখানে তেমন গোলাব ফুল ফুটে না। যদিও দুই একটা গোলাব ফুল ফুটে, তাহার আর মর্য্যাদা নাই। আমার আত্মা উদাস—তাহার প্রতি আর কে দেখে? এই

সময়ে একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিন—এই আমার প্রার্থনা।
শ্রীকণ্ঠ বাবু শান্তিনিকেতনের বুল বুল ছিলেন।

ওঁ

মারি পর্ব্বত

২৭ বৈশাখ ১৭৯০শক

প্রীতি ভাজনেষু—সমালিঙ্গন পূর্ব্বক নিবেদনং। আমি নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে ক্রমাগত চারিমাস পর্য্যটন করিয়া পঞ্জাব প্রদেশের উত্তর পশ্চিম সীমাস্থিত এই পর্ব্বত শিখরে উপনীত হইয়া প্রাণসখা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছি। সংসারের মোহ-কোলাহল আমার নিকটে এখানে কিছুই আসিতে পায় না। মহেশ্বরের প্রকৃতি এখানে এখন শান্ত-ভাবে বিরাজ করিতেছে। এখানে এখন বসন্তের সমাগমে নব পল্লবিত তরু শাখায় পুষ্প-গুচ্ছ প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সুগন্ধ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে ; পক্ষী সকল আনন্দ-রবে গান করিতেছে। ইহার ১৫ দিন পূর্ব্বে এখানে বাষ্পেতে মেঘেতে সূর্য্য আচ্ছন্ন ছিল—শিলা-বৃষ্টির ঝড় বহিতেছিল—শীতের আর পরিসীমা ছিল না। এমন বিপদের পর এইক্ষণে এখানে সম্পদ হাস্য করিতেছে। এখান হইতে আর কোথায় যাইব, তাহা আমি এখন কিছুই জানি না। যিনি এত দূর পর্য্যন্ত আমাকে হস্ত ধারণ করিয়া আনিয়াছেন, তিনিই জানেন যে আমার আর কোথায় যাইতে হইবে। তাঁর যদি ইচ্ছা হয় তো "আগল ফাগন মে ফের মেলোঙ্গি" এই এক আশা।

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(১৪৩)

ওঁ

ধর্ম্মশালা

১ আশ্বিন ১৭৯২ শক

সমালিঙ্গন পূর্ব্বক নিবেদনমিদং।

গত বৎসরের এই আশ্বিন মাসের এই প্রথম দিবসে আপনাদের পুষ্প-কাননে অশোক বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া মনোহর প্রাতঃকালে আপনার উদার হস্ত হইতে যে কৃপা ও প্রেম আস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলাম আজি কয়েক দিবসাবধি হইল তাহা মনে আন্দোলিত হইয়া এই পর্ব্বতের অরণ্য মধ্যে অন্তশ্চক্ষুতে আপনাকে দেখিয়া আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছিলাম, এমন সময়ে আপনার চির-পরিচিত বর্ণাবলী বিন্যস্ত পত্র আমার হস্তগত হইল। তাহা এমন সময়ে আমার হস্তগত হইবা মাত্র আমি একেবারে আশ্চর্য্য ও চমকিত হইলাম এবং যারপর নাই আনন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আত্মার সহিত আত্মার কি প্রেম যোগ—সে শরীর ব্যবধান মানে না। আমি আপনাকে স্মরণ করিবা মাত্র আপনার পত্র যেন আমার হস্তে উড়িয়া আসিয়া পড়িল। এই পত্রে, আপনি সপরিবারে কুশলে আছেন, এই সংবাদ লাভ করিয়া আমার মনের হর্ষ আরো দ্বিগুণিত হইল। এমনি শুভ সংবাদ যেন সর্ব্বদা পাই।

মধ্যে আপনি কৃপা করিয়া আমাদের বাটীতে যাইয়া দ্বিজেন্দ্র ও হেমেন্দ্রকে যে উৎসাহ ও আনন্দ প্রদান করিয়া আসিয়া ছিলেন, ইহা শ্রবণে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। এই পর্ব্বতের চূড়ার উপরে এই প্রাতঃকালে সূর্য্যের কিরণ অতি মধুর বোধ হইতেছে।

মনে হইতেছে যে, এই সময়ে আপনার মুখ হইতে এই গানটি শুনিতে পাইলে স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতাম।—"নয়ন খুলিয়া দেখ নয়নাভিরামে! হৃদয়-কমল বিকাশে যাঁর নামে। গগনে ভানু সহস্র কর বিস্তারি জগৎ-মন্দিরে বিরাজেন সপ্রকাশ—দেখ দেখ প্রেমাকরে দিবাকর জিনিয়া সুন্দর উজ্জ্বল অনুপমে॥" কোথায় গত বৎসরের এই আশ্বিন মাসের এই প্রথম দিবসে আপনার সহিত আপনাদের পুষ্প-কাননে—আর কোথায় অদ্য এই প্রাতঃকালে এই বনে বসিয়া আপনাকে ভাবিতে ভাবিতে এই পত্র লিখিতেছি। আবার আগামী বৎসরে এই সময়ে যে কোথায় থাকি, তাহার কিছুই বলা যায় না। আপনি মধুর স্বরে আমাকে ডাকিতেছেন "তু আওরে।" কিন্তু কিছুই বলা যায় না—হয় তো আগল ফাগনমে তুমসে মেলৌঙ্গি।' আওর "মনকি কমলদল খোলিয়া" শুনৌঙ্গি। সংপ্রতি এখান হইতে আমি সমুদয় হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিতেছি যে, মনের মত আপনার সাধু সঙ্গ লাভ হউক এবং আপনি পুণ্য-পুঞ্জেতে পবিত্র হইয়া ভগবৎ প্রেমধন অধিকাধিক সর্ব্বদা সঞ্চিত করিতে থাকুন। আপনার স্নেহময়ী দুহিতা ও প্রাণ তুল্য জামাতা সপরিবারে চিরঞ্জীবী হইয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কুশলে থাকুন এবং আপনার হৃদয়কে আনন্দিত করুন। আর আর সমস্ত মঙ্গল। ইতি

নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ

ও

সতত কৃপা প্রার্থিনঃ

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ।

(১৪৪)

এই পত্র খানি শ্রীযুক্ত রসিকলাল রায় মহাশয়কে লিখিত। ইনি এখন ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের ম্যানেজারের আপিসে উচ্চ পদে অভিষিক্ত।

ওঁ

সাদর নমস্কারাঃ সন্তু,

তোমার ৮,অক্টোবরের অনুরাগ-রঞ্জিত এক খানি পত্র পাইয়া যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিলাম। ঈশ্বরের জন্য হৃদয় ব্যাকুল না হইলে তাঁহার অভাবে হৃদয় না জ্বলিলে তাঁহাকে পাইবার ইচ্ছা হয় না। রোগের যন্ত্রণা যাহার নাই, সে কেন ঔষধ অন্বেষণ করিবে? মনের ব্যাকুলতা শান্তির ঔষধ সেই এক মাত্র পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বর তুমি ঈশ্বরের পুণ্য পথে যে দাঁড়াইয়াছ, ইহা তোমার পরম সৌভাগ্য। এ পথ অনন্ত কালের পথ—ঈশ্বর আমাদের অনন্ত কালের উপজীবিকা। অনন্ত কাল তাঁহার প্রেম উপভোগ করত এ পথে চলিতে হইবে। এক্ষণে মনের প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিতে ভয় করিও না—অবশেষে তোমার জয় লাভ হইবেই হইবে। চঞ্চল মনকে স্থির রাখা বড়ই দুষ্কর, কিন্তু ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা তাহাকে বশে আনিবে। কিন্তু ইহা এক দিনের কর্ম্ম নহে, সমুদয় আয়ু ইহাতে ক্ষয় করিতে হইবে। যে কিছু কর্ম্ম করিবে, তাঁহার উপরে দৃষ্টি রাখিয়া করিবে। যে তাঁহাকে চায় সে কখন নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আইসে না। উপযুক্ত সময়ে তিনি আবির্ভূত হইয়া তাহার হৃদয়কে পূর্ণ করেন্। ইহা অতি সত্য কথা—যে তাঁহাকে চায় সে তাঁহাকে পায়। ইতি ৩০ আশ্বিন ৫৩

শ্রীঃ—

মসূরী পর্ব্বত

(১৪৫)

অবশেষে যে দুই খানি ইংরজী পত্র মুদ্রাঙ্কিত হইল সে দুই খানিই সুদূর ইংলণ্ড হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। প্রথম পত্র মহর্ষি দেবের পিতা সুপ্রসিদ্ধ ৺দ্বারকানাথ ঠাকুর ও দ্বিতীয় পত্র সুপ্রসিদ্ধ বেদবিৎ অধ্যাপক মোক্ষমূলার সাহেব মহর্ষি দেবকে লিখিয়াছিলেন। এই উভয় পত্র পাঠে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, পিতা যুবক পুত্রের বিষয়-ঔদাস্য বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও তাড়না করিতেছেন এবং অন্য একজন তাঁহাকে সম্পূর্ণ গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বোধে পত্র দ্বারা তাঁহার চিত্তের বিক্ষেপ উৎপাদনে সাহস করিতেছেন না। কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করিতেছি যে, ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের এই পত্র খানির নকল আমি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গগণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি।

London 19th May 1846.

My dear Debender.——

The Southampton mail goes tomorrow and I send you by this opportunity bill of lading of the parcels shipped per Robert Small Captain Scott. Among them is a large box containing a marble statue by Gibson, most valuable, which keep in the office godwan in the driest place untill the gallery is added to the garden house about which you will receive separate instructions, the rest of the things are to be taken to the gardenhouse and opened very carefully as they consist of Alabaster figures and China Ware. The Organ Barrels had better

be looked at by Burking Young before putting up. Some of them are Indian tunes and rest new operas.

I am most anxious to hear Mr. Fulton's arrival and of his doings about my affairs. I scarcely expected to hear from him under a couple of months. Tell Sir Thos. Turton that I know his time is so much occupied by public business that it was of no use troubling him by writing, as I could give him no news except about myself which he could learn from you or my partners. I saw Lady Turton on her arrival and she favoured me with a visit again. A friend of mine wishes to procure a small Delhi Scarf scarlet worked with gold borders--the same as you have previously sent me and let it come with the first batch of things forwarded to me with the price marked on it.

22 May--I have, this moment received your letter of the 8th April and quite vexed with the negligence shewn both on the part of Raja Baradakant and your own Mooktears--about the sale of the Talooks Shahoosh. As for the former he does not care a pice about his own affairs-but how your servants can so shamefully neglect to report these matters is surprising to me. All that I have hitherto heard from other quarters, as well as what Mr. Gordon

has written me about your Amlas now convinces me of the truth of their reports. It is only a source wonder to me that all my estates are not mined. Your time I am sure being more taken up in writing for the newspapers and in fighting with the missioneries than in watching over and protecting the important matters which you leave in the hands of your favourite Amlas—instead of attending to yourself most vigilently. If I was strong enough to bear the heat and climate of India I should immediately leave London personally to superintend—as it is my only alternative will be to write and authorize the House to get rid of the mortgazed properties and to dispose of as many of the Mufassil estates as they can as soon as possible.

I hear of nothing going right. We are loosing every Lawsuit. Doorbasinee and Ramisserpore in confusion and others quickly becoming so. The mail tomorrow morning prevents my further writing on other matters quietly and at liesure. Tell Deby Roy, Greender, and Ram Chandra that I have received their letters and postponed answering untill the next mail—also Asutosh Dey.

I hope Gordon has been able to arrange about Rani Kattawaneys before this letter reaches. Also tell Deby Roy that if he could get a purchaser for Doorbassinee I shall have no objec-

tion to sell but not under 250000 Rupees—say two lacs and fifty thousand Rupees. It is fully worth that sum to any one who would properly manage it and yield him 30, 40000 profit. The purchaser can easily get it sold through the collector's sale which would enable him to break off all the Tenures on the estates. To us the collector's sale and our purchase will always give an appearance of a Benamee transaction. * * *

I see Mr. Elliot has left the chowringhee House. Do try to sell it always being difficult to get a Tenant.

If the estate Sahoos and Mulloy have not yet been put into the charge of Mr. Mackinzie do so without a moment's delay. With my best regards to all at home.

Believe me
yours affectionately
Dwarka Nath Tagore.

---

(১৪৬)

7, NORHAM GARDENS, OXFORD.
12, Oct. 84.

My dear Sir,

I was so glad to receive your letter. My thought have so often been with you, but I always imagined you had become quite a *Sannyasin*,

and did not wish to be troubled by letters. You know that I saw a great deal of your father, when he was in Paris in 1845, and I had also the pleasure of knowing your son. But I always felt that I had most in common with you, though we had never met in this *Samsara* and probably never shall. I thank you for having sent me your *Vyakhyanas*, though I am sorry to say that I can only read them with an effort, as I have forgotten a great deal of what I knew of Bengali. I have so many other things to do, and as one grows old, one must throw off many things which one's shoulders can no longer bear. I have also to thank you for Mr. Leonard's book. I wish I had known it before, as it would have been very useful to me in writing my Biographical Essays of Rammohon Roy and Keshab Chandra Sen. I sent a copy of these essays to you through Mozumdar, and I should feel very grateful for any remarks from you, as I might be able to correct any mistakes that I may have committed in a second edition. I should like to know whether your father wrote to you from Paris to tell you that I was preparing an edition of the Rigveda when at Paris in 1845, or whether you had sent four scholars to Benares before that time to study the four Vedas. But I do not wish to give you any trouble, and I shall quite understand if I do not hear from you again. I have

now published translations of all the important Upanishads, but while I still mean to translate minor Upanishads also, I have written for Mss. to my friends in India, but have not yet received many. I want both text and, if possible, commentaries.

If you write to your son Satyendranath, please remember me kindly to him. I do not write to you about these new troubles in the *Brahma Samaj*. I am too far away to be able to form any unprejudiced opinion. I feel great confidence in Mozumder of course, your movement would be stronger, if you were united. But a strong tree seeds out many *Sakhas*-why not a strong *Samaj*?

Believe me, my dear Sir,
Yours faithfully
F. Max Muller.

সমাপ্ত ।